ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৮ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 25 May 2022 ■ আগরতলা ২৫ মে, ২০২২ ইং ■ ১০ জৈষ্ঠ্য ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

রাজ্যে উপজাতি রাজনীতির গরম হাওয়া

গ্রেটার তিপরাল্যান্ড কংগ্রেস সমর্থন করলেও সিপিএমের মতে সম্ভব নয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মে।। সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরী মঙ্গলবার "বৃহত্তর তিপরাল্যান্ড"-এর দাবিকে অগণতান্ত্রিক নয় বলে অভিহিত করেছেন তবে এই দাবিটি সংবিধানের কাঠামোর মধ্যে বাস্তবায়ন করা উচিত।

তিনি আরও বলেছিলেন যে ত্রিপুরা একটি ছোট রাজ্য হওয়ায় "বৃহত্তর তিপরাল্যান্ড" একটি দিবাস্বপ্নের দাবি। এর ভূসংস্থান এবং জনসংখ্যা একটি রাজ্যের মধ্যে একটি পৃথক রাজ্য গঠনের জন্য কার্যকর নয়। ২০১৮ সালে, ত্রিপুরার স্বশাসিত জেলা পরিষদকে আরও ক্ষমতা দেওয়ার জন্য লোকসভায় একটি বিল পেশ করা হয়েছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার কোনো কারণ ছাড়াই বিলটি হিমঘরে রেখেছে।

মঙ্গলবার বিকেলে আগরতলা শহরে সিপিআইএম রাজ্যের সদর দফতরে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময়, জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, ত্রিপুরার এডিসি এলাকাগুলির উন্নয়নের অত্যন্ত প্রয়োজন। এ বিষয়ে এডিসিতে ক্ষমতাসীন আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল সাংবিধানিক সমাধানের দাবি জানালেও 'বৃহত্তর তিপরাল্যান্ড' দাবি মোটেও অগণতান্ত্রিক নয়। এডিসিতে ক্ষমতাসীন দলের নেতারা 'থানসা' (কোকবোরোক উপভাষা) মানে 'ঐক্য'-এর ডাক দিয়েছেন, আমরা এর বিপক্ষে নই। কিন্তু এটা কেমন ঐক্য, যেখানে অন্য কোনো দল তাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালাতে পারবে না। একইভাবে, এই রাজনৈতিক দলটি গত চার বছরে ত্রিপুরার পাহাড়ি এলাকায় বিজেপির মতো একই সংস্কৃতি গ্রহণ করার চেষ্টা করছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে সিপিএম রাজ্য সম্পাদক জীতেন্দ্র চৌধুরী।

এডিসিকে আরও ক্ষমতা দেয়ার কথা উল্লেখ করে সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক বলেন, সাংবিধানিক সমাধান সম্ভব, কিন্তু কোন উপায়ে। এর আগে বিভিন্ন স্তরে বিস্তৃত ভিত্তি ও দৈর্ঘ্য আলোচনার মাধ্যমে ইতিমধ্যে একটি পথের রূপরেখা দেওয়া হয়েছে। একটি বিল প্রস্তুত করা হয়েছিল এবং সেটি ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বরে সংসদে পেশ করা হয়েছিল। এখন ২০২২, মোদী-নেতৃত্বাধীন সরকার এতই অনিচ্ছুক যে এটি সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রীর অফিসে রাখা হয়েছে। তারা কোনো বিষয়ে কথা বলছেন না। যদিও গত নির্বাচনের সময়ও তারা ত্রিপুরার জনগণকে আশ্বস্ত করেছিল যে তারা এডিসিকে ক্ষমতায়ন করবে কিন্তু কিছুই করেনি। তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিলটি চাপিয়ে দেওয়ার দাবি উঠেছে।

পৃথক রাজ্যের দাবিতে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে জিতেন্দর চৌধুরী বলেন, একজন দলীয় সভাপতি সম্প্রতি বলেছেন যে "বৃহত্তর তিপরাল্যান্ড' দাবি সম্পূর্ণরূপে একটি গণতান্ত্রিক দাবি। আমরা একে অগণতান্ত্রিক বলে অভিহিত করি না। ভারতে, রাজ্যের দ্বিখণ্ডন বা ত্রিভাগ বিভক্ত করা সম্ভব এবং সেই উত্তরণের মাধ্যমে, ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ড, উত্তরাখণ্ড এবং তেলেঙ্গানা গঠন করা হয়েছে। কিন্তু ত্রিপুরার ভৌগোলিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক গঠনের কারণে এখানে তা সম্ভব নয়। তবে ৬ষ্ঠ তফসিলের সংবিধান সংশোধন ও ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজনৈতিক বিষয়ক গোষ্ঠী ঘোষণা করেছে এআইসিসি

।। অভিজিৎ রায়চৌধুরী।।

নয়াদিল্লী, ২৪ মে।। কংগ্রেসের সঙ্গে প্রশান্ত কিশোরের যোগসূত্র অপ্রচলিত ছিল না, তবে দলের নির্বাচন পরিচালনার জন্য তার প্রাক্তন সহকর্মী সুনীল কানুনগোলুকে বেছে নেওয়া হয়েছে।

কংগ্রেস আজ তার রাজনৈতিক বিষয়ক গোষ্ঠী ঘোষণা করেছে, যার মধ্যে রাহুল গান্ধী এবং দুই বিশিষ্ট ভিন্নমতাবলম্বী, গুলাম নবি আজাদ এবং আনন্দ শর্মা এবং একটি টাস্ক ফোর্স রয়েছে - উভয়ই রাজস্থানের উদয়পুরে সাম্প্রতিক বুদ্ধিমত্তার অধিবেশন থেকে মূল ফলাফল টাস্ক ফোর্স -২০২৪, যেটি পরবর্তী জাতীয় নির্বাচনের জন্য দলের কৌশল পরিচালনা করবে, "ও-২৩" বা ২৩ "বিচ্ছিন্ন" গোষ্ঠীর কোনো সদস্য নেই যারা সোনিয়া গান্ধীকে ব্যাপক সাংগঠনিক ও নেতৃত্বের সংশোধনের জন্য আহ্বান জানিয়েছিল।

২০২০. কল করার সময় লিখেছেন। ,দলটি একটি "চিন্তন শিবির" বা উদয়পুরে কৌশলগত বৈঠকে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিজেপির প্রদেশ সভাপতি হচ্ছেন কিশোর বর্মণ দিল্লী গেলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মে।। মুখ্যমন্ত্রীর পদে বিপ্লব কুমার দেবের পদত্যাগের পর প্রদেশ বিজেপির সভাপতি পদ নিয়ে গত কিছুদিন ধরে জল্পনা কল্পনা চলছিল। কাকে সভাপতির পদে বসানো হবে এনিয়ে দলের অভ্যন্তরে যেমন অস্বস্তির পরিবেশ তেমনি রাজ্য রাজনীতিতেও উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হয়েছিল। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে প্রদেশ বিজেপির সভাপতি হচ্ছেন সাধারণ সম্পাদক কিশোর বর্মন।

সভাপতির পদটি মুখ্যমন্ত্রীর পরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদ। কারণ সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে সভাপতির পদ সবচেয়ে শক্তিশালী। দলের অভ্যন্তরীণ সূত্রে জানা গিয়েছে, ডাঃ মানিক সাহা যিনি রাজ্য বিজেপির সভাপতি, তাঁকে মুখ্যমন্ত্রী করা হয়েছে। এখন সময় এসেছে সভাপতি পদে তাঁর উত্তরাধিকারীর হাতে ব্যাটন তুলে দেয়ার। সভাপতির পদের জন্য প্রথম থেকেই গুঞ্জন ছিল বিপ্লব কুমার দেবকে বসানো হতে পারে। কিন্তু, সর্বশেষ তথ্য মোতাবেক কিশোর বর্মণ হচ্ছেন সভাপতি।

বিজেপি ত্রিপুরা প্রভারি এবং সাংসদ বিনোদ সোনকরও পরিস্থিতির দিকে নজর দিতে রাজ্যে এসেছেন। উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মার বাসভবনে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৈঠকে বেশ কয়েকজন মন্ত্রী ও দলের নেতারা উপস্থিত ছিলেন। দলের রাজ্য সদর দফতরে আরেক দফা বৈঠক হবে এবং রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গে মতবিনিময়ের পর কিছু ঘোষণা করা হতে পারে। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা মঙ্গলবার বিকালে নয়াদিল্লিতে গিয়েছেন। ধারণা করা হচ্ছে রাজ্যে ফিরে এসেই বিজেপি সভাপতির নাম ঘোষণা করা হবে।

প্রসঙ্গত, মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা এবং কেন্দ্রীয় রাজ্য সড়ক পরিবহন, মহাসড়ক এবং বেসামরিক বিমান চলাচল মন্ত্রী জেনারেল ভি কে সিং একসঙ্গে নয়াদিল্লিতে যান। নতুন মুখ্যমন্ত্রীর প্রধানমন্ত্রী মোদী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনের সঙ্গে দেখা করার কথা রয়েছে। জাপানে বিদেশ সফরে থাকায় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক স্থগিত হতে পারে। তবে তিনি বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডার সাথেও সাক্ষাৎ করবেন বলে জানা গিয়েছে।

রাস্তা সংস্কারের দাবীতে টিলাবাজারে অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মে।। কংগ্রেস দল পরিচালিত কৈলাসহরের টিলাবাজার গ্রাম পঞ্চায়েতের স্বজন পোষণ এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হয়ে গ্রামবাসীরা আগুন জ্বালিয়ে কালেরকান্দি এলাকায় টিলাবাজার-রাংগাউটি রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে মঙ্গলবার। দীর্ঘ ত্রিশ বছর ধরে কংগ্রেস দল কৈলাসহরের টিলাবাজার গ্রাম পঞ্চায়েত পরিচালনা করছে।

টিলাবাজার গ্রাম পঞ্চায়েতের দুই নং ওয়ার্ডের কালেরকান্দি এলাকায় চল্লিশ পরিবারের মানুষের একমাত্র যাতায়াতের ছোট মাটির রাস্তাটি চলাচলের একেবারে অযোগ্য হয়ে রয়েছে। গ্রামবাসীরা অভিযোগ করেন যে, এই ছোট মাটির রাস্তা দিয়ে সাইকেল কিংবা ছোট গাড়িও যেতে পারে না। স্কুলের ছাত্র ছাত্রীরা সহ গ্রামের কেউ অসুস্থ হলে রোগী নিয়ে এই রাস্তা দিয়ে যাওয়া যায় না।

বিশেষ করে, বৃষ্টি হলে এই রাস্তা দিয়ে একেবারেই চলাফেরা করা যায় না। রাস্তার দুই দিকে পুকুর থাকায় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে গ্রামের বাচ্চারা এই রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করে। দীর্ঘ ত্রিশ বছর ধরে গ্রামের মানুষরা স্থানীয় পঞ্চায়েতকে কয়েকবার মৌখিক ভাবে এবং লিখিত ভাবে জানানোর পরও পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে এই মাটির রাস্তাটি পাকা রাস্তা কিংবা ইট সলিং রাস্তায় পরিনত হয় নি। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

খোয়াই নদীর জলে বৃদ্ধের মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মে।। খোয়াই নদী থেকে এক বৃদ্ধের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। মৃতের নাম শম্ভু দেববর্মা (৭৫)। মোহর ছড়া সংলগ্ন নয়নপুর থেকে মৃতদেহটি উদ্ধার হয়েছে বলে জানা যায়।

স্থানীয় লোকজন মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখে পুলিশকে খবর দেন। খবর পেয়ে কল্যাণপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায় এবং সেখান থেকে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কল্যাণপুর হাসপাতাল মর্গে পাঠায়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় শম্ভু দেববর্মা নামের ওই ব্যক্তি পারিবারিক অশান্তির জেরে হয়তো আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে। পুলিশে মৃতদেহটি উদ্ধার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

গ্যাস সিলিন্ডারের যোগান কম, দেখা দিয়েছে সংকট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মে।। মঙ্গলবার ত্রিপুরা এলপিজি ডিস্ট্রিবিউটর এসোসিয়েশন এর পক্ষ থেকে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এদিনের সম্মেলনে রাজ্যে গ্যাস সিলিন্ডারের যোগান সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরা হয়। রাজ্যে গ্যাস সিলিন্ডারের যোগান কম। এতে করে সঙ্কট দেখা দিচ্ছে। বোধজংনগর শিল্প তালুকে একটি অত্যাধুনিক বটলিং সেন্টার নির্মাণ করা হয়েছিল। যার সূচনা হয়েছিল ১ নভেম্বর ২০২১।

এরপর ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারী পর্যন্ত এই বটলিং সেন্টার থেকে পর্যাপ্ত পরিমানে সিলিন্ডার সরবরাহ করা হত। কিন্তু ফেব্রুয়ারী থেকে কমতে থেকে উৎপাদন। এপ্রিল মাসে বটলিং সেন্টার থেকে চাহিদার ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ গ্যাস সিলিন্ডার পাওয়া যাচ্ছে। এতে করে চাপ বাড়ছে এল পি জি ডিস্ট্রিবিউটারদের উপর। একই রকম ভাবে ভুক্তভোগী হচ্ছে গ্রাহকেরা। তাদের গ্যাস সিলিন্ডার দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। গ্রাহক হয়রানী বাড়ছে। যোগান ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরা থেকে ৪ কুইন্টাল কুইন প্রজাতির আনারস দিল্লি রওয়ানা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মে।। ত্রিপুরার রসালো ফল কুইন প্রজাতির আনারস দিল্লির উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছে। দিল্লিতে মাদার ডায়েরি সংস্থার ফল ও সব্জি বিক্রয় কেন্দ্র সফল-র জন্য ৪ কুইন্টাল আনারস ত্রিপুরা থেকে রফতানি হচ্ছে। গুয়াহাটি স্থিত সেসটা ডেভেলপমেন্ট সার্ভিস ওই আনারস রফতানির দায়িত্বে রয়েছে।

সিপাহিজলা জেলায় মোহনভোগ ব্লক থেকে চাষীদের কাছ ওই আনারস সংগ্রহ করা হয়েছে। ত্রিপুরার সঙ্গে রেল সংযোগ বিচ্ছিন্ন থাকায় বিমান যোগে ওই রসালো ফল দিল্লি পাড়ি দিয়েছে। ত্রিপুরার কুইন প্রজাতির আনারস ইতিমধ্যেই জিআই ট্যাগিং হয়ে গেছে। এখন দেশীয় বাজারের সাথে সারা বিশ্বের দরবারে আনারস পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা শুরু হয়ে গেছে।

কুইন আনারস ইতিমধ্যে রাজ্যের ফল হিসেবে ঘোষিত হয়েছে। ত্রিপুরায় প্রতি বছর ৮৮০০ হেক্টর জমিতে প্রায় ১.২৮ মেট্রিক টন আনারসের ফলন হচ্ছে। প্রতি হেক্টরে ১৮.৭৩ টন আনারস ত্রিপুরায় ফলন হচ্ছে, যা জাতীয় গড় ১৫.৮০ টনের তুলনায় বেশি বলেই প্রমাণিত হয়েছে। প্রসঙ্গত, সিপাহিজলা জেলা কুইন প্রজাতির আনারস ফলনে রেকর্ড করেছে। প্রায় ৪০০০ আনারস চাষী ওই ফলের চাষে পরিশ্রম করে চলেছেন।

চাকরীর দাবীতে স্বাস্থ্য অধিকর্তাকে ডেপুটেশন বেকার ফার্মাসিস্টদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মে।। বেকার ফার্মাসিস্টদের অবিলম্বে নিয়োগের দাবিতে মঙ্গলবার গোর্খাবস্তিতে স্বাস্থ্য অধিকর্তা কার্যালয়ের সামনে প্রতিবাদ বিক্ষোভ এবং ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। সংগঠনের নেতৃবৃন্দ জানান গত ডিসেম্বর মাসে রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে ৪১২জন ফার্মাসিস্ট নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল।

কিন্তু পাঁচ মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পরও এখনো পর্যন্ত বেকার ফার্মাসিস্টদের নিয়োগের কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি রাজ্য সরকার। তাতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বেকার ফার্মাসিস্টরা। তারা জানায় অবিলম্বে তাদেরকে নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে। রাজ্য সরকার বেকার ফার্মাসিস্টদের একাংশকে নিয়োগের জন্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পরও কেন তাদেরকে নিয়োগ করা হচ্ছে না সেই প্রশ্ন তুলেছে তারা।

তারা তথ্য দিয়ে জানায় রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতালে বেকার ফার্মাসিস্টদের নিয়োগের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। হাসপাতালগুলোতে ফার্মাসিস্টদের ঘাটতি রয়েছে বলেও তারা জানায়। অথচ রাজ্য সরকার মন্ত্রিসভার বৈঠকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পরও বেকার ফার্মাসিস্টদের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

যান দূর্ঘটনায় বাইক চালকের মর্মান্তিক মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মে।। খয়েরপুর-আমতলী বাইপাস রোডে দুর্ঘটনায় আহত বাইক চালকের মৃত্যু হয়েছে। মৃত বাইক চালক এর নাম কমল দেবনাথ। জানা যায় খয়ের পুর থেকে আমতলীর দিকে যাওয়ার পথে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি গাড়ি বাইককে ধাক্কা দিলে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে।

দুর্ঘটনার পর পরই স্থানীয় লোকজনরা দমকল বাহিনীকে খবর দেন।দমকল বাহিনী জওয়ানরা ছুটে এসে আহত যুবককে উদ্ধার করে প্রথমে ত্রিপুরার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে তাকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।

জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় কমল দেবনাথ নামে ওই যুবকের মৃত্যু হয়। তার মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। এদিকে স্থানীয় লোকজনরা দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ি আটক ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

খারিফ মরশুমে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে রাজ্যে কুড়ি হাজার মেট্রিক টন ধান ক্রয় করা হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মে।। ত্রিপুরার কৃষকদের কাছ থেকে এবছরের খারিফ মরশুমে ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ১৯ টাকা ৪০ পয়সা কেজি দরে ২০ হাজার মেট্রিকটন ধান রাজ্য সরকার ক্রয় করবে। সারা ত্রিপুরায় ৩২টি অস্থায়ী ক্রয় কেন্দ্রে ধান ক্রয় করা হবে। তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী আজ সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন।

এদিন তিনি জানান, খারিফ মরশুমে সহায়কমূল্যে ধান ক্রয় করার ফলে ত্রিপুরা সরকারের ব্যয় হবে প্রায় ৪৫ কোটি টাকা। জুন মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে ধান ক্রয় করার কাজ শুরু হবে। তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী জানান, বর্তমান সরকার প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর থেকে কৃষকদের কাছ থেকে এখন পর্যন্ত ১ লক্ষ ৪ হাজার ২০৮.২৭ মেট্রিকটন ধান ক্রয় করা হয়েছে। এজন্য সরকারের ব্যয় হয়েছে ১৯২ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা।

তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী চা শ্রমিক কল্যাণ প্রকল্পের অধীনে চা শ্রমিকদের কল্যাণার্থে সারা ত্রিপুরার চা শ্রমিক পরিবারকে ২ থেকে ৩ গন্ডা জমি বিনামূল্যে দেওয়া হবে। এতে সারা ত্রিপুরায় ৭ হাজার ২৩০টি চা শ্রমিক পরিবার উপকৃত হবেন। সাথে তিনি যোগ করেন, আজকের মন্ত্রিসভার বৈঠকে পরিবহণ দপ্তরের অধীনে আগামী ৫ বছরের জন্য ইলেকট্রিক ভেহিক্যাল পলিসি গ্রহণ করা হয়েছে।

তিনি জানান, এতদিন পর্যন্ত আমাদের রাজ্য ছাড়া সারা দেশের ১৪টি রাজ্যে এই পলিসি কার্যকর রয়েছে। উত্তর পূর্বাঞ্চলের মেঘালয় এবং অসমেও এই পলিসি কার্যকর রয়েছে। তাঁর দাবি, এই পলিসি চালু করার মুখ্য উদ্দেশ্য হল রাজ্যে দূষণ মুক্ত পরিবেশ বজায় রাখা। তিনি বলেন, সারা রাজ্যে মোট ৬০ হাজার ছোট বড় যানবাহন রয়েছে। এই পলিসি অনুসারে আগামী পাঁচ বছরে কমপক্ষে ১০ শতাংশ যানবাহনকে বৈদ্যুতিক যানবাহনে রূপান্তর করার প্রয়াস নেওয়া হবে।

এদিন তিনি জানান, আজকের মন্ত্রিসভার বৈঠকে পরিবহণ দফতরের অধীনে ৬টি মোটর ভেহিক্যাল ইন্সপেক্টর পদে লোক নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। টিপিএসসি-র মাধ্যমে এই নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে। তাঁর দাবি, খুব শীঘ্রই এই নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য দফতর উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

সরকারি জমিতে বেআইনি নির্মাণ উচ্ছেদ অভিযান পুর নিগমের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মে।। সরকারি জমিতে বেআইনি নির্মাণে জল নিষ্কাশনি ব্যবস্থা বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় আজ উচ্ছেদ অভিযানে নেমেছে আগরতলা পুর নিগম। মঙ্গলবার সকাল থেকে নিগমের সহকারী কমিশনারের উপস্থিতিতে চারটি জোনে ওই উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়েছে।

এ-বিষয়ে নিগমের জনৈক আধিকারিক জানান, সম্প্রতি আগরতলা শহরে বৃষ্টির জল জমে সমস্যা সম্পর্কে সকলেই অবগত রয়েছি। ওই সমস্যার জন্য আগরতলা শহরে বাড়ি তৈরির সামগ্রী রাস্তায় ফেলে রেখে জল নিষ্কাশনি ব্যবস্থায় বাধার সৃষ্টি হয়েছে। বাড়ির মালিকগণ সজ্ঞানে ওই সামগ্রী রাস্তায় দিনের পর দিন ফেলে রাখছেন। তাই, জল নিষ্কাশনি ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করার জন্য রাস্তায় ফেলে রাখা নির্মাণ সামগ্রী পরিষ্কার করা খুবই জরুরী হয়ে পড়েছে।

ওই আধিকারিকের কথায়, মুখ্যমন্ত্রী ডা: মানিক সাহা পুর নিগমকে নির্দেশ দিয়েছেন, বেআইনিভাবে রাস্তায় ফেলে রাখা নির্মাণ সামগ্রী সহ অবৈধ নির্মাণ উচ্ছেদের নির্দেশ দিয়েছেন। সে মোতাবেক ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

টেট উত্তীর্ণদের চাকুরীর ব্যবস্থা না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের হুমকি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মে।। চার দফা দাবিতে অফিস লেনে শিক্ষাভবনে টি টেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বেকাররা ডেপুটেশন প্রদান করল। ডেপুটেশন শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে টি টেট উত্তীর্ণ বেকাররা জানায়, বহু আন্দোলনের পর টেট উত্তির্ণ বেকারদের সংশাপত্র প্রদান করেছে দপ্তর। তারা জানায় রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে উত্তীর্ণ ৬০০ বেকারকে নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

কিন্তু এখনও পর্যন্ত তাদেরকে নিয়োগের কোন উদ্যোগ নিচ্ছে না সরকার। তাতে বেকারদের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি হয়েছে। টেট উত্তীর্ণ বেকাররা জানায় তাদের ৩৬৩১ জন টেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বেকার বসে রয়েছে। উত্তীর্ণদের মধ্যে মাত্র ৬০০ জনকে নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে রাজ্য সরকার। টেট উত্তীর্ণ অন্যান্য বেকারদের ভবিষ্যৎ কি হবে তা নিয়ে তারা দুশ্চিন্তা রয়েছে। রাজ্য মন্ত্রিসভা যাদেরকে নিয়োগ করার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে তাদেরকেও এখনো পর্যন্ত নিয়োগ না করায় তারা হতাশা ব্যক্ত করেছে।

অবিলম্বে উত্তীর্ণ প্রত্যেক বেকারকে একসাথে নিয়োগ করার জন্য তারা দাবি জানিয়েছে। টেট উত্তীর্ণ প্রত্যেক বেকারকে একসাথে নিয়োগের দাবিতে মঙ্গলবার অফিস লেনে শিক্ষা ভবনে দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকের কাছে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়েছে। তারা জানায় রাজ্যের আটটি জেলাতে শিক্ষা আধিকারিকের কাছে একই দাবিতে তারা ডেপুটেশন প্রদান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। পর্যায়ক্রমে প্রতিটি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা২৩৬ ▫ ২৫ মে ২০২২ ইং ▫১০ জ্যৈষ্ঠ ▫বুধবার ▫১৪২৯ বঙ্গাব্দ

সুদের হার হ্রাসে বিপাকে বৃদ্ধ-বৃদ্ধারাও

দেশে ব্যাঙ্কগুলি যে পরিমাণ সুদ গচ্ছিত অর্থের বিনিময়ে প্রদান করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল সেই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সুদ মিলিতেছে না। ফলে বিশেষ করিয়া বার্ধক্যে সমস্যার সম্মুখীন হইতেছেন অসংখ্য মানুষ। ইহার তাই কোনভাবেই ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক এবং ভারত সরকার ও স্বীকার করিতে পারিবে না।

অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীদের ভাগ্য নিয়ে খেলা খেলিবার চক্রান্তে লিপ্ত হইয়াছে সরকার।জীবনের শেষ সম্বলটুকু নিয়া আরও বড় ফাটকা খেলার কথা ভাবছে সরকার। সাধারণ চাকরিজীবী মানুষের কর্মজীবনের শেষ সম্বল হইল প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা। ব্যাঙ্ক বা অর্থলগ্নি সংস্থায় ফিক্সড ডিপোজিট রাখিয়া প্রতিমাসে সুদ বাবদ যে সামান্য অর্থ পাওয়া যায়, তাহার থেকে পিএফের সুদের হার বেশি। চাকরিজীবীদের ভরসার জায়গা এই পিএফ। কিন্তু মোদি জমানায় ব্যাঙ্ক ফিক্সড ডিপোজিটে সুদের হার যেমন দফায় দফায় কমিয়াছে, তেমনই গত চল্লিশ বছরের মধ্যে পিএফে সুদের হার হইয়াছে সর্বনিম্ন। কেন্দ্রের সেই সিদ্ধান্তে সঙ্গত কারণেই মানুষের মধ্যে ক্ষোভ রহিয়াছে। সেই ক্ষোভের আগুন চাপা দিতে না পারিয়া আরও বিপজ্জনক সিদ্ধান্ত নিতে চলিতেছে কেন্দ্র! পিএফের জমানো অর্থ আরও বেশি পরিমাণে শেয়ার বাজারে লগ্নি করিতে চাইছে তাহারা। সম্প্রতি কলকাতায় আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এমনই ইঙ্গিত দিয়াছেন দপ্তরের এক শীর্ষকর্তা। এমন ভাবনাচিন্তার কারণ হিসেবে অদ্ভুত সব যুক্তিও খাড়া করা হইয়াছে। যুক্তি হইল, পিএফের সুদ কমিয়া যাওয়ায় অসুবিধায় পড়া জনগণকে কিছুটা সুরাহা দিতে আরও বেশি টাকা শেয়ারে লগ্নির কথা ভাবা হইতেছে। শেয়ারে লগ্নি করিলে ভালো রিটার্ন মেলে। তাই এমন পরিকল্পনা। নিঃসন্দেহে এমন ভাবনা মানুষের দুশ্চিন্তা বাড়াইবে। কারণ সকলেই জানেন, শেয়ারের ওঠানামা নির্ভর করে মূলত বাজারের ভালোমন্দের উপর। এটা একপ্রকার ফাটকা খেলাই। এখানে লগ্নি করিয়া কেউ আমির হতে পারেন, আবার হতে পারেন ফকিরও। শেয়ারে লগ্নির বিষয়টা অনেকটা সাপলুডো খেলার মতো। ভীষণ ঝুঁকিপূর্ণ। সাপ-লুডো খেলায় যেমন মইয়ের ডগায় উঠিয়াও একেবারে নীচে নামিয়া যাওয়া অসম্ভব নয়, ঠিক তেমনই শেয়ার বাজারের ওঠানামার উপর নির্ভর করে রিটার্ন মেলার বিষয়টি। কেন্দ্র দেশের কয়েক কোটি পিএফ গ্রাহকের জমানো তহবিলকে শেয়ারমুখী করিয়া তাঁহাদের ভবিষ্যতকে আরও অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলিয়া দিতে চাইছে। এই সর্বনাশা পথ গ্রহণের বিষয়টি এখন স্রেফ একটা বৈঠকের উপর নির্ভরশীল।এমন নয় যে পিএফের অর্থ শেয়ার বাজারে লগ্নি করে না সরকার। বর্তমান নিয়মানুযায়ী, পিএফের বিপুল অর্থ কোন খাতে লগ্নি করা হইবে তা ঠিক করে অছি পরিষদ। সেইমতো এই তহবিলের ৪৫ শতাংশ অর্থ লগ্নি করা হয় সরকারি খাতে। বিভিন্ন ঋণপত্র ও ব্যাঙ্কের বিভিন্ন স্থায়ী আমানতে লগ্নি করা হয় ৩৫ শতাংশ অর্থ। মানি মার্কেটে ৫ শতাংশ অর্থ। আর শেয়ার বাজারে ৫-১৫ শতাংশ অর্থ লগ্নি করা যায়। এই সর্বোচ্চ হার ১৫ শতাংশ থেকে বাড়াইয়া ২০ শতাংশ করার পরিকল্পনা রহিয়াছে কেন্দ্রের। আগামী জুনে অছি পরিষদের বৈঠকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হওয়ার কথা। প্রশ্ন হইল, যে পিএফের অর্থ সাধারণ কর্মচারীদের ভবিষ্যতের নিরাপত্তা দেয় সেই টাকার একটা বড় অংশ শেয়ার বাজারে খাটানোর যৌক্তিকতা আছে কি? যে যুক্তিতে এমন ভাবনাচিন্তা অর্থাৎ ভালো রিটার্ন, সত্যিই যদি তাহা হয়, তাহা হইলে সেই টাকা কি গ্রাহককে দেবে সরকার? এই বিষয়টিকে স্পষ্ট না করিয়াই পিএফ নিয়ে ফাটকা খেলার পরিকল্পনা করা হইতেছে। প্রশ্ন উঠিয়াছে, কেন সাধারণ মানুষের বেতন থেকে পিএফ বাবদ কাটিয়া নেওয়া টাকা এবং কর্মদাতা সংস্থার জমা করা টাকার দিকে নজর দিয়া সরকার আর্থিক অনিশ্চয়তার দিকে পিএফ গ্রহককে ঠেলিয়া দেওয়ার কথা ভাবছে? শেয়ারে যেহেতু উত্থানপতন ঘটে, তাই সারা কর্মজীবনের সঞ্চয়ের একটা বড় অংশ শেয়ার বাজারে খাটানোর ভাবনায় আশ্বস্ত থাকিতে পারিতেছেন না চাকরিজীবীরা। কারণ সরকার ভাবছেই না দেশের একটা বড় অংশের মানুষের সামাজিক সুরক্ষার বিষয়টি এর সঙ্গে যুক্ত।

পিএফে সুদের হার কমিয়া যাওয়ায় সর্বত্রই মানুষ ক্ষুব্ধ। শুধু তাই নয়, পিএফের সুদ দেওয়ার ক্ষেত্রেও সরকারি টালবাহানায় মোদি সরকারের ব্যর্থতা প্রকট হইয়াছে। দশমাস পর ২০২০-২১ সালের সুদ মিলিয়াছে এবছর জানুয়ারিতে। লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধিতে সংসার চালাইতে যখন মানুষ হিমশিম খাইতেছে তখন পিএফের সুদের হারও কমাইয়া দিয়াছে কেন্দ্র। পিএফ থেকে যাঁহারা পেনশন পান তাঁহারাও বঞ্চিত হইতেছেন। গ্রাহকের স্বার্থের কথা না ভাবিয়া রিটার্ন বেশি পাইতে মরিয়া সরকারের নজর এবার পিএফ তহবিলের দিকে। পিএফের টাকা বেশি করিয়া শেয়ার বাজারে খাটানোর ভাবনাচিন্তাতেই রহিয়াছে যথেষ্ট ঝুঁকি। জনস্বার্থ রক্ষায় ব্যর্থ এই সরকার চাকরিজীবীদের শেষ সঞ্চয়টুকু নিয়াও ঝুঁকিপূর্ণ ফাটকা খেলা খেলিতেছে। তাঁহাদের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ঠেলিয়া দিতেছে। অবিলম্বে এমন বিপজ্জনক ভাবনাচিন্তা পরিহার করা বাঞ্ছনীয় বলিয়াই মনে করেন কর্মচারী সমাজ। কেন্দ্রীয় সরকার এ ব্যাপারে সময় উপযোগী উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে কর্মচারী সমাজ সরকারকে কোনভাবেই ক্ষমা করিবে না। এই গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে সরকারকে ভাবিয়া চিন্তিয়া পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে। অন্যথায় ইহার জন্য সরকারকে মাশুল দিতে হইবে। মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির নিয়া এসব বিষয়ে বিচার বিবেচনা করা প্রয়োজন। জীবন যৌবন উজাড় করিয়া যেসব সরকারি কর্মচারী পরিষেবা প্রদান করিয়াছেন তাহারা জীবন সায়াহ্নে এহেন বিপর্যয়কর পরিস্থিতির সম্মুক্ষিন হইলে তাহাদের পরিবার প্রতিপালন করা কষ্টকর হইয়া উঠিবে। একথা অনস্বীকার্য যে বার্ধক্য জীবনে নানা রোগব্যাধি নানা ভাবে আক্রমণ করিয়া থাকে। সেক্ষেত্রে উপযুক্ত চিকিৎসা করিবার তাগিদে যে অর্থের প্রয়োজন তাহা নিশ্চিত করা কষ্টকর হইয়া ওঠে। অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী কিংবা অন্যান্য বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা তাহাদের কষ্টার্জিত অর্থ-সম্পদের উপর নির্ভরশীল থাকেন। ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থের সঠিক পরিমাণ সুদ না পাইলে তাহাদের সমস্যা যে কতটা জটিল আকার ধারণ করে নানা ঘটনাবলী তাহার প্রমাণ বহন করিতেছে।

২৫ জুন বাংলাদেশের পদ্মা সেতু উদ্বোধন করা হবে

ঢাকা,২৪ মে (হি.স) : বাংলাদেশের বহুপ্রতীক্ষিত পদ্মা সেতু ২৫ জুন উদ্বোধন করা হবে। সকাল ১০টায় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পদ্মা সেতুর উদ্বোধন করবেন বলে জানিয়েছেন সে-দেশের সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। মঙ্গলবার বাংলাদেশের গণভবনে সে দেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক শেষে ব্রিফিংয়ে এ কথা বলেন তিনি।

ওবায়দুল কাদের আরও বলেন, পদ্মা সেতুর নাম পদ্মা নদীর নামেই রাখা হবে। বঙ্গবন্ধু পরিবারের কারও নামেই এ নাম রাখা হবে না। এর আগে গত ১৭ মে পদ্মা সেতু উদ্বোধনের তারিখ ঘোষণার বিষয়ে ওবায়দুল কাদের বলেছিলেন, পদ্মাসেতুর উদ্বোধনের তারিখ শেখ হাসিনাই নির্ধারণ করবেন। এ নিয়ে দলীয় একেক নেতা একেক তারিখ না দেওয়ার অনুরোধ করেছিলেন তিনি।

পদ্মা সেতু প্রকল্পের সংশোধিত ব্যয় ৩০ হাজার ১৯৩ কোটি ৩৯ লাখ টাকা। গত এপ্রিলের শুরুতে পাওয়া পদ্মা সেতুর অগ্রগতির প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রকল্পের সার্বিক কাজের অগ্রগতি ছিল ৯২ শতাংশ। ওই সময় নদীশাসনের কাজ শেষ হয়েছিল ৯০ দশমিক ৫০ শতাংশ। এ ছাড়া মূল সেতুর কার্পেটিং কাজ হয়েছিল ৬৬ শতাংশ। গ্যাস পাইপলাইনের কাজের অগ্রগতি ছিল ৯৯ শতাংশ এবং ৪০০ কেভি বিদ্যুৎ লাইনের কাজের অগ্রগতি ছিল ৭৯ শতাংশ।---হিন্দুস্থান সমাচার / কিশোর

মহামানবদের জীবনী ও বাণী

মিঠু ঘোষাল

বহু প্রাচীন যুগের কথা, - হিমালয়ের পাদদেশে একটা রাজ্য ছিলো, নাম কৌশল। কৌশলের রাজধানীর নাম ছিলো কপিলাবস্তু। আর রাজার নাম শুদ্ধোধন। তিনি ছিলেন শাক্য বংশিয়। বহুদিন নিঃসন্তান থাকার পর অবশেষে রাজা শুদ্ধোধনের স্ত্রী মায়াদেবী লুম্বিনী উদ্যানে এক পুত্র সন্তানের মিঠু ঘোষাল (সিদ্ধার্থ) জন্ম দিয়ে গত হলেন। জন্যেই মাতৃহীন সিদর্থকে বড় করে তুললেন তার মাসী গৌতমী। তাই তার অপর নাম গৌতম। রাজপুত্র সিদ্ধার্থ বড় হলে তার সঙ্গে বিয়ে হলো যশোধরা (গোপা)'র। যথাসময়ে তাদের পুত্র জন্মালো। তার নাম রাখা হলো রাহুল। এরপরে (বিবাহের ১৩বছর পরে) একদিন সুখী রাজপুত্র সিদ্ধার্থ রাজপ্রাসাদ থেকে বাইরে গিয়ে জরা, রোগ ও মৃত্যুকে সামনে থেকে দেখে জীবনের সারসত্য অনুভব করলেন এবং সংসার ত্যাগ (২৯ বছর বয়সে)করে ক্রমশঃ প্রস্তা বা বোধির জগতে প্রবেশ করলেন। (৩৫বছর বয়সে) বোধিত্ব বা বুদ্ধতব প্রাপ্তির পর তিনি গোটা পৃথিবীকে অহিংসা ও শান্তির ললিত বাণী শোনাতে লাগলেন। তার প্রবর্তিত ধর্মের নাম বৌদ্ধধর্ম।

বাণী

- জীব হত্যা করবেনা। -চুরি করবেনা। - ব্যাভিচার/অনাচার করবেনা। - প্রতারনা করবেনা। - মাদক দ্রব্য গ্রহণ করবেনা। - আহারে সংযমী হও। দুপুরের পর আহার করবেনা। - নৃত্যগীত উপভোগ করবেনা। - সাজসজ্জা, অলংকার বর্জন করো। - বিলাসবহুল শয্যা বর্ন করো। - সোনা, রূপো বর্জন করো। -মন থেকে সমস্ত ভ্রান্তি দূর করতে হবে। -নিত্য ও অনিত্য বস্তুর মধ্যেকার প্রভেদ উপলব্ধি করতে হবে। - যে আমার উপদেশ গ্রহণ করবে, সে সম্যক দৃষ্টি বা সত্য জ্ঞান উপলঘি করবে। - সংসারের পার্থিব বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার আকাঙক্ষা রাখতে হবে। -পরম জ্ঞানকে উপলখ্য করার জন্য গভীর আত্মসংযমের পথ ধরে এগিয়ে চলতে হবে। -সম্যক বা সত্য বাক্য বলবে। - কাউকে মিথ্যা বলবেনা। -কুঁবাক্য বলবেনা। - গালিগালাজ করবেনা। - সত, পবিত্র, করুনায় পূর্ণ বাক্য বলো। - সৎ আচরণ করো। -সৎ প্রচেষ্টা করতে হবে। - ভোগবিলাস ত্যাগ করে সৎ জীবন যাপন করতে হবে। - সংযম ও শৃঙ্খলার সাথে সমস্ত কাজ করতে হবে। - সকলের প্রতি দয়া, মায়া, ভালোবাসা রাখো। - সত্য জীবন বা সম্যক জীবিকা লাভের চেষ্টা করবে। -সৎভাবে অর্থ উপার্জন করতে হবে। - সততা ও পবিত্রতার পথ অবলম্বন করে জীবন ধারণ করতে হবে - সৎ চেষ্টা করো। -মন থেকে দূর করো সমস্ত অসৎ, অশুভ চিন্তা। - মনকে পূর্ণ রাখো পবিত্র ও সৎ চিন্তা ভাবনার দ্বারা -পরম স্তরে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। -আমার উপদেশই নির্দেশ করবে আমার পথ। মহামতি অশোকের জীবনী ও বাণী জীবনী মৌর্যরাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য তার মৃত্যুর পর মগধের শূন্য সিংহাসনে আসীন হলেন বিন্দুসার। কালের নিয়মে গত হলেন বিন্দুসারও উ তখন নিজের ভাইকে হত্যা করে সিংহাসনে বসলেন বিন্দুসারের দ্বিতীয় পুত্র অশোক (খ্রীঃপুঃ ২৭২ অব্দ)। তার এ নৃশংস চরিত্রের জন্য তাকে বলা হতো চন্ডাশোক। কিন্তু কলিঙ্গ যুদ্ধের ভয়ংকরতা ও নির্মমতা তাকে রূপান্তরিত করে ধর্মাশোকে। বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন তিনি এবং এই ধর্মকে ও অহিংসা এবং প্রেমের বাণীকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দিতে প্রয়াসী হয়ে ওঠেন। এই সুশাসক, সাধারণ মানুষের মতো জীবনযাপনকারী, বৌদ্ধবিহারে বসবাসকারী, দয়ালু, পশু ও প্রকৃতিপ্রেমিক রাজার পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সংঘমিত্রা তার অনুগত হলেও তীর স্ত্রী এবং পৌত্র সম্পতি তীর গৃহীত ধর্মের অনুসারী ছিলেননা। বাণী - অপ্রয়োজনীয় ব্যয় করবেনা। - যতটুকু প্রয়োজন সঞ্জয় করবে। -সদা সত্য কথা বলবে। -সামর্থয অনুসারে দান করবে। - প্রত্যেককে দয়া করবে। - প্রত্যেকের প্রতি বিনয় প্রকাশ করবে -পরোপকারে ব্রতী হবে। -মন থেকে হিংসা-দ্বেষ দূর করবে। - সর্বদা শুচিতা রক্ষা করবে। পাপ পরিহার করবে। -সংযমী জীবন যাপন করবে। - সাধু স্বভাব অর্জন করতে চেষ্টা করবে। - সর্বশ্রেষ্ঠ দান ধর্মদান। তোমরা সেই ধর্মদান করো। - মাতাপিতা, উচ্চপদস্থ ব্যক্তি, গুরুজন, বৃদ্ধদের বাধ্য থাকবে। কবীরের জীবনী ও বাণী জীবনী কবীরের শৈশব সম্পর্কে বিশেষ কিছু কথা জানা যায়না। তবে,এটুকু মোটামুটি নিশ্চিত ভাবেই বলা যায় যে, ১৩৯৯ সালে তার জন্ম হয়েছিলো এক হিন্দু পরিবারে, যদিও তাঁকে বড় করে তোলেন এক মুসলমান দম্পতি। শোনা যায় যে, পুথিগত শিক্ষালাভের সুযোগ তার ঘটেনি। এবংশৈশবে কবীর ছিলেন অত্যন্ত দুরন্ত প্রকৃতির। বড় হওয়ার পরও তার মধ্যে থেকে হেচ্ছাচারিত্ব ও বিশৃঙালা দূরীভূত হয়নি। কিন্তু জীবন তার জন্য নির্ধারিত করে রেখেছিলো অন্য কিছু। - কাশীধামে গুরু রামদাস স্বামীর সঙ্গে তার পরিচয় ঘটলো এবং তিনি সম্পূর্ণভাবে বদলে গেলেন।

নিজে বদলে যাওয়ার পর তিনি চেষ্টা করতে লাগলেন সমাজকে বদলানোর। মানুষে মানুষে ভেদাভেদ দেখার বিপক্ষে ছিলেন কবীর অস্পৃশ্যতা, জাতিভেদ ইত্যাদি ছিলো তার চক্ষুশূল। তিনি কিছু সংস্কারমূলক ভাবধারার প্রবর্তন করেছিলেন, যা ছিলো সম্পূর্ণভাবেই তার নিজস্ব চিন্তাধারার ফসল। কবীর হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের কুসংস্কারাছন্ন আনুষ্ঠানিকতাকে অপছন্দ করতেন। তিনি তার সারাটা জীবন উৎসর্গীকৃত করেছিলেন হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টায় কিংবদন্তী চলিত আছে যে তর মৃত্যুর (১৫১৮ সালে ১১৯ বছর বয়সে) পর তীর শিষ্যদের মধ্যে প্রবল বিতর্কের সৃষ্টি হয় যে তাকে দাহ করা হবে না সমাধিস্থ করা হবে। তারপর তার মৃতদেহের ওপর থেকে আচ্ছাদন তুলে নিয়ে দেখা যায় যে সেখানে মৃতদেহ নয় পড়ে রয়েছে ফুল।

কবীর সমাজ সংস্কারক হওয়ার পাশাপাশি একজন উচ্চ স্তরের কবিও ছিলেন। তার রচিত দৌহাহিন্দী কবিতা)গুলো আজও জনপ্রিয়। বাণী -আমরা সবাই পরম ঈশ্বরের সন্তান। - চোখের জলে ঈশ্বরের চরণ ধুয়ে দিতে হয়।

- আমরা কখনো বিবাদে অংশ নেবোনা। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখবো। -আমাদের উচিত কুসংস্কারের বিরুধে যুদ্ধ করা। -আমাদের আচরণ যেন অন্য ধর্মের মানুষদের আঘাত না করে।

শাস্ত্রবাক্য (প্রাচীন,আধুনিক) -একটা পবিত্র দিনে কর্মফলের হাত থেকে বাচার জন্য একটা নারকেল এনে নিজের মাথা,কীধ, বুক, সারা শরীরের ওপর বুলিয়ে নিয়ে ঘরের বাইরে গিয়ে এমন ভাবে ভাঙুন যাতে তার জলটা আপনার গায়ে না লাগে। এবার ফিরে আসুন। কর্মফল থেকে বাঁচার জন্য ক্রিয়াকর্ম করুন মকরসংক্রান্তীতে। কর্মফল থেকে বাঁচার জন্য সূর্য দেবতার কাছে প্রার্থনা করুন। - রোজ ভোরে স্নান করে সূর্য দেবতাকে অর্ঘ দিলে গ্রহদোষ থেকে মুক্ত থাকা যায়।

- সম্যাবেলা ঘর সম্পূর্ণ অন্ধকার রাখবেননা। খুব ছোট্ট হলেও একটা অন্ততঃ আলো জালিয়ে রাখবেন। -পান্না পরলে সঙ্গে পরুন হীরে।-স্নানের সময় পায়ের তলা থেকে শুরু করে মাথা অবধি (নীচ থেকে ওপর দিকে) জল ঢালবেন। রোজ বেলা দশটা থেকে দুপুর তিনটের মধ্যে ২০-৩০ মিনিট গায়ে রোদ লাগান। -গলায় পরুন তুলসী কাঠের দানার মালা। -ভাদ্রমাসে শিল কাটান। দরজায় লাগান গণেশের যোর শুঁড় নিচের দিকে থাকবে) - শ্রাবণ মাস জুড়ে লক্ষ্মীদেবীর পুজো করুন। -মকরসংক্রান্তীর দিন খুব সামান্য হলেও চালগুঁড়ো দাঁতে কাটবেন। - বিয়ের কণেকে নিয়মিত খাওয়ান নিম, হলুদ, গাজর।

ত্রিপুরা সুন্দরীর সাধনার জন্য প্রয়োজন রক্তচন্দন কাঠের মালার জপ। হরিদ্রার মালা প্রশস্ত বগলা বিষয়ে সাধনার জন্য।

ভৈরবী সাধনার জন্য মণি, মুগা, সোনা, শঙমালা, স্ফটিক দিয়ে তৈরী মালা দিয়ে জপ করা উচিত। রুংপোর মালা প্রয়োজন কামনাসিঘি অর্থাৎ সাত্তক/রাজসিক কার্যের জন্য। উচ্চাটন, বিদ্বেষণ, মারণ ইত্যাদি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য জপ করতে হয় পদ্মবীজের মালা নিয়ে। পাপমুক্তির জন্য কুশমূলের গাঁট নির্মিত মালা দিয়ে জপ করুন। সন্তান লাভের জন্য প্রশস্ত পত্রবীজের মালা। -একসঙ্গে জোড়া উপবাস রাখবেননা। - যেখানে সেখানে থুথু ফেলতে নেই, বাড়ি ফিরে যেখানে সেখানে জুতো,মোজা ফেলে দিতে নেই, বিছানা অপরিষ্কার রাখতে নেই। - খেয়ে উঠে নিজের থালা বাসন নিজেকেই বাথরুমে রেখে আসতে হয়, পায়ের তলা পরিষ্কার রাখতে হয়, রোজ গাছে জল দিতে হয়, বাড়িতে কেউ এলে তাকে জল খেতে দিতে হয়, খালি হাতে বাড়ি ফিরতে নেই -সামান্য কিছু অত্যন্ত কিনে বাড়িতে ঢুকতে হয়। - পুজো করতে বসুন কপালে টি কা লাগিয়ে। - নবরাত্রির প্রথম দিনে শরীর সুস্থ রাখতে গাওয়া ঘি দান করুন। -স্তানের জননীদের গলা খালি রাখা উচিত নয়। একটা কোনও হার পরে নেওয়া দরকীর। -সারা দিনের কাজকর্ম সেরে হাক্ষা জলযোগ করে মুখ - হাত - পা ধুয়ে খোলামেলা, নির্জন ঘরে সুগন্ধী ধূপ জ্বালিয়ে বসে ধ্যান করুন (নীচে ধ্যানের পদ্ধতি বলা হলো)- বজাসনে বা পদ্মাসনে বসে চোখ বুজিয়ে দুই ভুর মাঝখানে অবস্থিত একটা বিন্দুতে মনটাকে ধীরে ধীরে স্থির করুন। এবার ১০ থেকে ০ অবধি সংখ্যাগুলোর ছবি দুই ভ্রুর মাঝখানে আঁকুন। শাস নেবেন ও ছাড়বেন ধীরে ধীরে অনেকক্ষণ ধরে। **ক্রমশঃ**

আগামী কয়েক দশকে কোন পথে বিজ্ঞান?

শোভনলাল চক্রবর্তী

আগামী কয়েকটা দশকে যে মেশিন লার্নিং আর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তো একটা বড়সড় ভূমিকা নিতে চলেছে, সেটা নিয়ে বিশ্বের প্রথম সারির বিজ্ঞানীদের মধ্যে দ্বিমত প্রায় নেই বললেই চলে। প্রথম, গোটা পরিবহণ বিশ্লের খোলনলচে পাল্টে যেতে পারে। স্বনিয়ন্ত্রিত গাড়ি আর ট্রাক থেকে শুরু করে কাতারে কাতারে সুনিয়ন্ত্রক ড্রোন এমনকি রকেটও এর আওতায় আসবে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ দেখা যাবে কারখানার রোবটের কাজকর্মে, মাল সরবরাহের জটিল সব বন্দোবস্ত করতে, শেয়ার বাজারে লগ্নিপুঁজির সিদ্ধান্ত নিতে, স্বাস্থ্যপরিষেবায় বা নতুন ওষুধ বানাতে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনটা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হতে চলেছে। বিপুল তথ্য বিশ্লেষণ, যন্ত্র চলাকালীন নতুন তথ্যের ভিত্তিতে নিজেকে পাল্টানোর ক্ষমতা এবং শেষ বিচার বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া এই তিনের জোরে বুদ্ধিমান যন্ত্র পাকাপাকিভাবে আমাদের জীবনে জায়গা করে ফেলবে। খুব তাড়াতাড়িই একমসয় আসবে যখন বিভিন্ন ধরনের অনেক ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি একে অপরের সাথে কথা বলতে পারবে, হয়ে যাবে একটা যন্ত্রের অন্তর্জালের অংশ। প্রয়োজনতো সেগুলো সুরক্ষিত চ্যানেলে ফোন অথবা কম্পিউটারের কোন অ্যাপের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারবে এবং তথ্যের আদানপ্রদান করতে পারবে। এরই নাম ইন্টারনেট অব থিঙ্গস। এই নেটওয়ার্ক ফোন বা কম্পিউটারে সীমিত না থেকে সরাসরি ধরাছোঁয়া বস্তুজগতের সাথে ভার্চুয়াল জগতের একটা যোগসূত্র তৈরি করে দেবে। ২০২৫ সালের মধ্যে একশো লক্ষ যন্ত্র এইরকম 'স্মার্ট হয়ে যাবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। এর সাথ যুক্ত অর্থনৈতিক লেনদেনের হিসেবে দাঁড়াবে বছরে ২.৭ থেকে ৬.২ ট্রিলিয়ন ডলার। এই আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক মাথা তুলে দাঁড়াবে ৫জি এবং তার পরবর্তী প্রযুক্তির হাত ধরে। ৫জি এবং তার পরবর্তী প্রযুক্তির হাত ধরে। ৫ জি প্রযুক্তি গোটা যোগাযোগ ব্যবস্থার একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে চলেছে। এর ফলে বাস্তব আর ভার্চুয়াল জগতের ব্যবধান অনেক কমে যাবে। যেমন, ভিডিও গেম খেলার সময় শুধু পর্দার দিকে তাকিয়ে থাকার বদলে গেমের জগতের আরও গভীরে যাওয়া যাবে। ঘরের আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি সব মানুষের ছোঁয়ার অপেক্ষা না করে দূর থেকেই পরিচালিত হবে যা আমাদের অভ্যেস বুঝে নিয়ে আদেশ চাড়াই স্বনিয়ন্ত্রিত ভবে কাজ সারবে। একইভাবে, অফিস কাছারির নিত্যকর্মের অনেক কিছুই দূর থেকে সারা যাবে বা নিজে থেকেই হয়ে যাবে। সেই কবে ১৯৫৯ সালের ২৯ ডিসেম্বর আমেরিকান ফিজিক্যাল সোসাইটির এক বার্ষিক সবায় পদার্থবিদ রিচার্ড ফাইনম্যান বলেছিলেন '(There's plenty of room at the bottom) সেই নিজের দিকে তলিয়ে দেখার জায়গা কিন্তু এখানো রয়েছে যথেষ্টই। ন্যানোমিটার বা তার নিচের স্তরে ন্মে গেলে পদার্থের গতিবিধি বুঝতে নিউটনের সূত্রে মতো প্রচলিত সূত্রও আর কাজে আসে না। পদার্থের ধর্মের ব্যাখ্যা দিতে গেলে তখন কোয়ান্টাম মেকানিক্সের আশ্রয় নিতে হয়। আর সেব ধর্মগুলোরও নিত্যনতুন উপযোগিতা বেরোচ্ছে। ন্যানো -কণা, ন্যানো তার, ন্যানো নল বা গ্রাফিনের মতো দ্বিমাত্রিক পদার্থের গুরুত্ব উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। ন্যানো স্তরে যাওয়ার আর একটি উপযোগিতা হচ্ছে খুব অল্প পরিমাণ পদার্থ ব্যবহার করে প্রচুর পরিমাণ পৃষ্ঠতল তৈরি করতে পারর ক্ষমতা। এই সমস্ত অভূতপূর্ব ধর্ম ব্যবহার করে ন্যানো-তার ভিত্তিক সেন্সর, তথ্য সঞ্চয়ের মেমরি ডিভাইস, স্নায়ুতন্ত্রের আদলে ইলেকট্রনিক সার্কিট, ন্যানোটিউব ভিত্তিক জল পরিশোধন ব্যবস্থা, দেহের যেখানটাতে দরকার ঠিক সেইখানে ওষুধ পাঠানো, এক এক করে এই ভাবে ন্যানো প্রযুক্তি সূক্ষাতিসূক্ষ্ম প্রয়োগের মাধ্যমে দৈনন্দিন জীবনে নিজের জায়গা করে নিচ্ছে। অন্যদিকে, গ্রাফিন এবং ম্যাক্সিন জাতীয় দ্বিমাত্রিক পদার্থ নিয়ে নতুন যেসব তথ্য বেরোচ্ছে, তাই দিয়ে সম্ভব হয়ে উঠছে অভাবনীয় সব প্রযুক্তি। এরকম প্রযুক্তির কয়েকটা নমুনা দেওয়া যাক। এই ধরনের পদার্থের আধান ধরে রাখার ক্ষমতা এবং ক্ষতিগ্রস্ত না হয়ে বারাবারে মুহূর্তের মধ্যে চার্জ-ডিসচার্জ করার অসীম ক্ষমতা। এগুলোকে বথ্যাটারিতে বা সুপারক্যাপাসিটরে শক্তি সঞ্চয়ের জন্য লোভনীয় করে তুলেছে। অন্যদিকে, এদের দিয়েই তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে বা হবে নমনীয় ইলেকট্রনিক বস্তু যেগুলো বাঁকানো চোরানো সম্ভব বা এমন অতিপরিবাহী যাদের আচরণ বিশেষ বস্তুদের জ্যামিতিক অভিমুখের উফর নির্ভরশীল। একই ধারায় আরেকটা গবেষণার বিষয় হলো মাইক্রো এবং ন্যানো স্তরে

আবদ্ধ তরলের আচরণ আগামী দিনে এই গবেষণার ফলে পাল্টে যেতে পারে রোগ শনাক্তকরণের পদ্ধতি বা ভর এবং তাপের নিয়ন্ত্রিত আদানপ্রদান। সম্ভব হতে পারে মাইক্রোফ্লুইডিক চিপ ব্যবহার করে স্বল্প ব্যয়ে নিয়ন্ত্রিতক ন্যানো সাইজের কণা ও অন্যান্য ন্যনো পদার্থ উৎপাদন। যে হারে যন্ত্রপাতির সাইজ কমানোর বহর চলছে, নিশ্চিতভাবেই বলাই যায় যে সামনের কয়েক দশক ধরে মাইক্রো এবং ন্যানো জগতের গবেষণা দাপটে রাজত্ব করবে। উড়ানের ফলে এই জলবায়ু পরিবর্তিত পৃথিবীতে আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনা এবং যত্রতত্র খরা অধুনা স্বাভাবিক বা নিউ নরম্যালের এর নতুন সংজ্ঞা তৈরি করছে। আজকের দিনে সব থেকে বড় চ্যালেঞ্জ হল আটশো কোটি বিশ্ববাসী সমৃদ্ধ এই ক্ষুধার্ত পৃথিবীকে পর্যাপ্ত খাদ্য এবং পানীয় জলের যোগান দেওয়া। আমাদের পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশ সমুদ্র হলে কি হবে, মিঠে জলের অবাবে কৃষিকাজ বা রোজকারের ব্যবহার্য পানীয় জলের যোগান আজ চরম সংকটের মুখে। তাই খোঁজ চলছে মিঠে জল তৈরির এমন পদ্ধতির যেটা বারে বারে ব্যবহার করলেও চট করে জল ফুরিয়ে যাবে না, যেমন প্রকৃতির অনুকরণে জল লবণ মুক্ত করা, জল ছেঁকে পরিশ্রুতি করা, কুয়াশা জাতীয় উৎস থেকে জল ধরে সংরক্ষেণ করা, বা এইরকম অনেক কিছু। খাদ্য সংগ্রহেও একই সমস্যা। এখানেও নতুন কিছু দিশা দেখা যাচ্ছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ করে, জমি ছেড়ে একের ঘাণে আরেক ফসল ফলিয়ে, জিনগত পরিবর্তন করে স্বল্প ব্যয়ে নিয়ন্ত্রিতক ন্যানো সাইজের কণা ও অন্যান্য ন্যনো পদার্থ উৎপাদন। যে হারে যন্ত্রপাতির সাইজ কমানোর বহর চলছে, নিশ্চিতভাবেই বলাই যায় যে সামনের কয়েক দশক ধরে মাইক্রো এবং ন্যানো জগতের গবেষণা দাপটে রাজত্ব করবে। উড়ানের ফলে এই জলবায়ু পরিবর্তিত পৃথিবীতে আবহাওয়ার খামখেয়

জ্ঞানবাপী মামলার পরবর্তী শুনানি ২৬ মে, কমিশনের প্রতিবেদনে উভয় পক্ষের আপত্তি চেয়েছে আদালত

বারাণসী, ২৪ মে (হি.স.): পিছিয়ে গেল জ্ঞানবাপী মামলার শুনানি। আগামী বৃহস্পতিবার এই মামলায় মসজিদ কমিটির আবেদন শুনবে বলেই জানিয়েছে বারাণসী জেলা আদালত। আদালত উভয় পক্ষকেই কমিশনের প্রতিবেদনে আপত্তি জানাতে এবং এক সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। প্রসঙ্গত, জ্ঞানবাপী মসজিদ চত্বরের 'মা শৃঙ্গার গৌরী অঞ্চলে' (ওজুখানা ও ভূগর্ভস্থ তহ্খানা) পুজোর অধিকার চেয়ে পাঁচ মহিলা ভক্তের দায়ের করা আবেদনের শুনানির পরে সোমবার নির্দেশ সংরক্ষিত রেখেছিলেন জেলা বিচারক একে বিশ্বেস। মঙ্গলবারও জ্ঞানবাপী মামলার শুনানি হয় বারাণসী জেলা আদালতে। হিন্দুপক্ষের আইনজীবী বিষ্ণু জৈন জানিয়েছেন, মামলা খারিজ সংক্রান্ত আদেশ ৭, রুল ১১ সিপিসি-র অধীনে মসজিদ পক্ষের আবেদনের শুনানি হবে ২৬ মে। আদালত উভয় পক্ষকে কমিশনের প্রতিবেদনে আপত্তি জানাতে এবং এক সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট জমা দিতে বলেছে। প্রসঙ্গত, জ্ঞানবাপী মসজিদ মামলা শুনানির জন্য বারাণসী জেলা আদালতে পাঠিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। 'অঞ্জুমান ইন্তেজামিয়া (জ্ঞানবাপী) মসজিদ কমিটি'র আবেদনের জেরেই বারাণসী দায়রা আদালতে থেকে সরানো হয় ওই 'স্পর্শকাতর' মামলা।

হরিয়ানার জিন্দে পিকআপ গাড়ি ও ট্রাকের সংঘর্ষে মৃত ৬, আহত কমপক্ষে ১৭ জন

হিসার, ২৪ মে (হি.স.): হরিয়ানার জিন্দে পিকআপ গাড়ি ও ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন ৬ জন। মঙ্গলবার সকালের ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন কমপক্ষে ১৭ জন। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে জিন্দ-কৈথাল হাইওয়েতে কান্দেলা গ্রাম সংলগ্ন মিল্ক প্লান্টের কাছে। পুলিশ জানিয়েছে, হরিদ্বার থেকে পিকআপ গাড়িতে ফিরছিলেন একই পরিবারের ২৩ জন সদস্য। মঙ্গলবার সকালে কৈথালের দিকে যাওয়া ট্রাকে ধাক্কা মারে পিকআপ গাড়িটি। মুখোমুখি সংঘর্ষের জেরে পিকআপ গাড়ির সামনের অংশ ভেঙে দুমড়ে মুচড়ে যায়। দুর্ঘটনায় মৃতদের নাম-চান্নি দেবী (৪৫), শিষপাল (৩৯), অঙ্কুশ (১৯), ধান্না (৭০), সুরজি দেবী (৬৫)। প্রত্যেকের বাড়ি নারনাউল জেলায়। আহতদের জিন্দ ও রোহতকের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ইরানে বহুতল ভবন ধসে নিহত ১০, নিখোঁজ আরও কয়েকজন

আবাদান (ইরান), ২৪ মে (হি.স.) : ইরানের দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর আবাদানে একটি ভবন ধসে পড়ে ১০ জন নিহত হয়েছেন। ১০ তলা একটি ভবন আংশিক ধসে পড়ার ঘটনায় নিখোঁজ রয়েছেন আরও বেশ কিছু লোক। স্থানীয় সময় গতকাল সোমবার ভবনটি আংশিক ধসে পড়ে। এতে কমপক্ষে ৮০ জন ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়েন।

১০ তলা ভবনটিকে আবাসিক ও বাণিজ্যিক দুই কাজেই ব্যবহার করা হতো। খুজেস্তান প্রদেশের একজন ডেপুটি গভর্নর আইআরএনএ বলেন, কয়েক ঘণ্টার প্রচেষ্টার পর ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে পড়া ৩০ জনকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে। তাদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ওই ধ্বংসস্তূপে আরও অনেকে আটকা পড়ে আছেন। তবে কতজন আটকা পড়ে আছেন, তা এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি। খুজেস্তান প্রদেশের বিচার বিভাগীয় প্রধান ভবন ধসের ঘটনা তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। ভবনটির মালিক ও এর নির্মাণকারী ঠিকাদারকে গ্রেফতার করা হয়েছে।—হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

কর্ণাটকের হুবলিতে বাস ও লরির সংঘর্ষে মৃত ৮, আহত কমপক্ষে ২৬ জন

হুবলি, ২৪ মে (হি.স.): কর্ণাটকের হুবলি শহরের উপকণ্ঠে হুবলি-ধারওয়াড় বাইপাসে যাত্রীবাহী বাস ও লরির মুখোমুখি সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন ৮ জন। এই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্ততপক্ষে ২৬ জন। আহতদের হুবলি কেআইএমএস হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে বাস ও লরির চালকের। সোমবার মধ্যরাতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। পুলিশ জানিয়েছে, কোলহাপুর থেকে আসা বাসটি বেঙ্গালুরু অভিমুখে যাচ্ছিল, লরিটি যাচ্ছিল ধারওয়ারের দিকে, সোমবার রাত ১২.৩০ থেকে একটার মধ্যে হুবলি শহরের উপকণ্ঠে বাস ও লরির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়, দুর্ঘটনাস্থলে ৬ জনের মৃত্যু হয় পরে আরও দু'জন প্রাণ হারান। আহত অবস্থায় ২৬ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মামলা রুজু করে দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। আহতদের মধ্যে কয়েকজনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়কে শ্রেষ্ঠ হিসেবে গড়ে তোলাই রাজ্য সরকারের লক্ষ্য : শোভন দেব চট্টোপাধ্যায়

নদীয়া, ২৪ মে (হি.স.): বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়কে শ্রেষ্ঠ বিশ্ব বিদ্যালয় হিসেবে গড়ে তোলাই রাজ্য সরকারের লক্ষ্য। বললেন রাজ্যের কৃষি মন্ত্রী শোভন দেব চট্টোপাধ্যায়। মঙ্গলবার নদীয়া জেলার মোহনপুরে বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন করেন তিনি। মন্ত্রী এদিন বলেছেন, বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়কে আগামী দিনে দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে গড়ে তোলাই রাজ্য সরকারের লক্ষ্য। তিনি এদিন বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র, একটি শিক্ষামূলক সংগ্রহালয়, একটি ভ্রাম্যমাণ মাটি পরীক্ষা কেন্দ্র এবং গবেষণা বিষয়ক অধিকর্তার নতুন ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের এগ্রিকালচার ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ছাত্র-ছাত্রীরা চাকরির দাবিতে এদিন মন্ত্রীর কাছে দরবার করেন।

শ্রীনগরে জঙ্গি হামলায় পুলিশ কর্মীর মৃত্যু, গুরুতর জখম তাঁর মেয়ে

শ্রীনগর, ২৪ মে (হি.স.): সন্ত্রাসবাদী হামলায় জম্মু-কাশ্মীরে প্রাণ হারালেন আরও এক পুলিশ কর্মী। এবার শ্রীনগরের সৌরা এলাকায় জঙ্গিদের গুলিতে পড়ান হারিয়েছেন সাইফুল্লাহ কাদরি নামে এক পুলিশ কর্মী। গুরুতর জখম হয়েছেন ওই পুলিশ কর্মীর মেয়ে। পুলিশের মুখপাত্র জানিয়েছেন, সৌরা (আঞ্চার) এলাকায় এক পুলিশ কর্মীকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় জঙ্গিরা। জখম হন তাঁর মেয়েও। এসকেআইএমএস সৌরা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর ওই পুলিশ কর্মীকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। ডাঃ জি এইচ ইয়াতু জানিয়েছেন, মৃত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছিল ওই পুলিশ কর্মীকে। তাঁর মেয়ে স্থিতিশীল রয়েছে। হামলাকারীদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে সুরক্ষা বাহিনী।

কিশিদার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক মোদীর, জাপানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীদের সঙ্গেও সাক্ষাৎ

টোকিও, ২৪ মে (হি.স.): জাপানের রাজধানী টোকিও-তে সে দেশের প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভারত ও জাপানের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক এই বৈঠকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে প্রথম কোয়াড শিখর সম্মেলনে মিলিত হন ভারত-সহ ৪ দেশের রাষ্ট্রনেতারা। পরে একে-একে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট, অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী ও জাপানের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রী এদিন জাপানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীদের সঙ্গেও দেখা করেছেন। জাপানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইয়োশিহিদে সুগা, শিনজো আবে, ইয়োশিরো মোরির সঙ্গে দেখা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। পরে প্রধানমন্ত্রী টুইট করে জানিয়েছেন, আমরা বিভিন্ন বিষয়ে চমৎকার আলোচনা করেছি। জাপান-ভারত অ্যাসোসিয়েশন আমাদের দেশের মধ্যে সম্পর্ক বৃদ্ধিতে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করছে।

রাজস্থানের কোটায় ট্রাক ও বাসের সংঘর্ষে মৃত ৪, আহত ৫ জন

কোটা, ২৪ মে (হি.স.): রাজস্থানের কোটায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্রাকে ধাক্কা মারল যাত্রীবোঝাই একটি বাস। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের, এছাড়াও ৫ জন কমবেশি আহত হয়েছেন। মঙ্গলবার ভোররাত তিনটে নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। মৃতদের নাম-বীরেন্দ্র, নারায়ণ, জিতেন্দ্র সিং ও জিতু। কোটা (গ্রামীণ)-র পুলিশ সুপার কাভেন্দ্র সিং সাগর জানিয়েছেন, দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসটিতে মোট ৫০ জন যাত্রী ছিলেন। পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, গুজরাটের রাজকোট থেকে উত্তর প্রদেশের কানপুরে যাচ্ছিল যাত্রীবোঝাই বাসটি। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, চালক থুতু ফেলার জন্য জানালা দিয়ে মুখ বের করার সময় ঘাড় আটকে যায়, তাই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন চালক। ওই বাসটি ধাক্কা মারে ট্রাকে। ডেপুটি পুলিশ সুপার, সিমলিয়া, নেত্রপাল সিং জানিয়েছেন, দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের ও ৫ জনকে আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে ভারতের কৌশলগত অংশীদারিত্ব সমগ্র বিশ্বের জন্য উপকারী : প্রধানমন্ত্রী

টোকিও, ২৪ মে (হি.স.): জাপানের রাজধানী টোকিও-তে অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবানিজের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলবার সকালে প্রথমে কোয়াড নেতাদের সম্মেলনে মিলিত হন মোদী ও অ্যান্থনি। কোয়াড শিখর সম্মেলনের পর দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেছেন ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী। বৈঠকের পর প্রধানমন্ত্রী টুইট করে জানিয়েছে, অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে ভারতের ব্যাপক কৌশলগত অংশীদারিত্ব শক্তিশালী, এই সম্পর্ক শুধুমাত্র দুই দেশের জনগণের জন্য নয়, বিশ্বের জন্যও উপকারী। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আরও জানিয়েছেন, অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবানিজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আমি আনন্দিত। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁদের মধ্যে কথা হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। এদিনই পরে অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন, 'ভারতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে দেখা করাটা খুবই সম্মানের বিষয়।'

শ্রীলঙ্কায় জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি ; পেট্রোল সর্বকালের সর্বোচ্চ ৪২০ টাকা, ডিজেল ৪০০ টাকা প্রতি লিটার

কলম্বো, ২৪ মে (হি.স.): আর্থিক দুরাবস্থায় এমনিতেই দুর্বিষহ অবস্থা শ্রীলঙ্কায়, এই পরিস্থিতিতে জ্বালানি তেলের দাম বাড়ল শ্রীলঙ্কায়। পেট্রোলের দাম বেড়েছে সর্বকালের সর্বোচ্চ ৪২০ টাকা, ডিজেল ৪০০ টাকা প্রতি লিটার। মঙ্গলবার পেট্রোলের দাম ২৪.৩ শতাংশ এবং ডিজেলের ৩৮.০৪ শতাংশ বৃদ্ধি করেছে শ্রীলঙ্কা, যা বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের ঘাটতির কারণে দেশের সবচেয়ে খারাপ অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে জ্বালানির দামে রেকর্ড বৃদ্ধি করেছে।

গত ১৯ এপ্রিল থেকে দ্বিতীয়বার জ্বালানির দাম বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই, এখন সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত অকটেন ৯২ পেট্রোলের দাম হবে ৪২০ টাকা এবং ডিজেল ৪০০ টাকা প্রতি লিটার, যা সর্বকালের সর্বোচ্চ। অকটেন ৯২ পেট্রোলের দাম ২৪.৩ শতাংশ বা ৮২ টাকা এবং ডিজেলের ৩৮.৪ শতাংশ বা ১১১ টাকা প্রতি লিটার বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে জ্বালানি সংস্থা সিলন পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (সিপিসি)।

বুলন্দশহরে পথ দুর্ঘটনায় মৃত ৫ জন

বুলন্দশহর, ২৪ মে (হি. স.): উত্তরপ্রদেশের বুলন্দশহরে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল ৫ জনের। ঘটনায় আহত হয়েছে আরও ৬ জন। মঙ্গলবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে। এদিন সকালে কেদারনাথ যাওয়ার পথে গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খুশলপুর গ্রামের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকের পেছনে ধাক্কা মারে গাড়িটি। ঘটনায় সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ হারান ৫ জন যাত্রী। আহত আরও ছয়জন। মৃতদের মধ্যে দুই শিশু ও একজন নারী রয়েছে। ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে বিষয়টি খতিয়ে দেখছেন। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি / কাকলি

আবুধাবিতে রেস্টুরেন্টে বিস্ফোরণে নিহত ২, আহত হয়েছেন ১২০ জন

আবুধাবি, ২৪ মে (হি.স.) : সংযুক্ত আরব আমিরাতের একটি রেস্টুরেন্টে বিস্ফোরণে দুজন নিহত ও ১২০ জন আহত হয়েছেন।আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমের খবর অনুযায়ী সোমবার রাজধানী আবুধাবির ব্যস্ততম আল খালিদিয়া রেস্তোরাঁয় এ ঘটনা ঘটে। আহত সবাইকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এদের মধ্যে ৬৪ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছেন সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা। বাকি ৫৪ জনকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার পর হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

একজন প্রত্যক্ষদর্শী স্থানীয় সংবাদমাধ্যম দ্য ন্যাশনালকে জানান, দুপুরের সময় দুটি বিস্ফোরণের শব্দ শুনেছেন। আবুধাবি পুলিশ জানিয়েছে, রেস্তোরাঁর গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে বিস্ফোরণের ঘটনাটি ঘটেছে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ দাবি করছে, এটি কোনও হামলার ঘটনা নয়। এর আগে ১৭ জানুয়ারি ইয়েমেনের ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় তিনজন নিহত হওয়ার পর থেকে সংযুক্ত আরব আমিরাত উচ্চ সতর্ক অবস্থায় রয়েছে। দেশটি সৌদি নেতৃত্বাধীন সামরিক জোটের অংশ। এই জোট ইয়েমেনে হুথি বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ২০১৫ সাল থেকে লড়াই চালিয়ে আসছে।

সপ্তাহের দ্বিতীয় দিনেও পতন শেয়ারবাজারে, দুশ্চিন্তায় বিনিয়োগকারীরা

মুম্বই, ২৪ মে (হি. স.) : সপ্তাহের দ্বিতীয় দিনেও পতন অব্যাহত শেয়ারবাজারে। এদিন বাজার বন্ধের সময়ে ২৩৬ সূচক খুঁইয়ে সেনসেক্স দাঁড়িয়েছে ৫৪ হাজার ৫২ দশমিক ৬১ পয়েন্টে। সেনসেক্সের পাশাপাশি নিফটিও ছিল নিম্নমুখী। একদিনে ৮৯ দশমিক ৫৫ পয়েন্ট খুঁইয়ে ১৬ হাজার ১২৫ দশমিক ১৫ সূচকে দাঁড়িয়েছে। মূলত ওষুধ, ধাতব পদার্থ ও এফএমসিজি সংস্থার শেয়ার দর অনেকটা হ্রাস পাওয়াতে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। শেয়ারবাজারের পতনে দুশ্চিন্তায় পড়েছেন বিনিয়োগকারীরা।

সোমবার বাজার শুরুর দিকে ঊর্ধমুখী হলেও দিন পতনের মধ্য দিয়েই বন্ধ হয়েছিল শেয়ারবাজার। এদিন সকালেও বাজার খোলার সঙ্গে সঙ্গেই নিম্নমুখী হয় সেনসেক্স ও নিফটি। এদিন শেয়ারবাজারে পতনের মধ্যেও লাভের মুখ দেখেছে ডক্টর রেড্ডিস ল্যাবরেটরিজ, কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক, এইচডিএফসি, নেসলে ইন্ডিয়া, এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক। আর লোকসানের মুখ দেখতে হয়েছে ডিভিস ল্যাব, টেক মাহিন্দ্রা, গ্রাসিম ইন্ডাস্ট্রিজ ও হিন্ডালকো। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা গেইল —এর শেয়ার দরও অবশ্য এক লাফে অনেকটাই বেড়েছে। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি / কাকলি

২৬ মে হায়দরাবাদ ও চেন্নাই যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী, একাধিক কর্মসূচি রয়েছে মোদীর

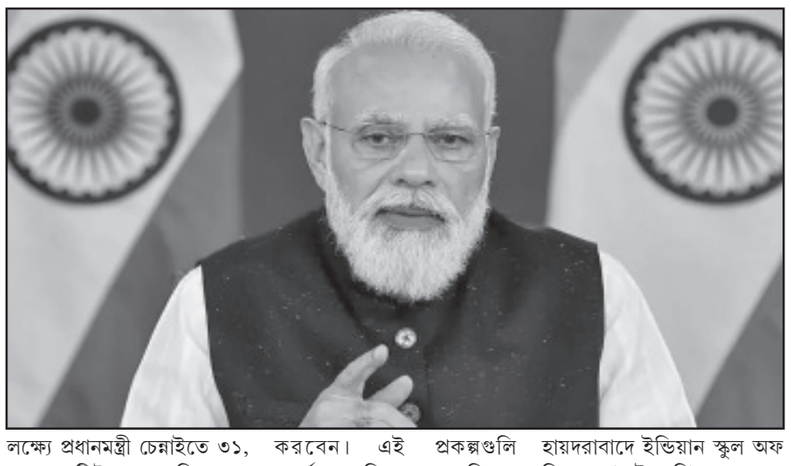

নয়াদিল্লি, ২৪ মে (হি.স.): আগামী ২৬ মে, বৃহস্পতিবার হায়দরাবাদ ও চেন্নাই যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দক্ষিণ ভারতের এই দুই শহরে একাধিক কর্মসূচি রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর। চেন্নাইয়ে ৩১,৪০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের ১১টি প্রকল্প দেশকে উৎসর্গ ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পাশাপাশি হায়দরাবাদে ইন্ডিয়ান স্কুল অফ বিজনেস (আইএসবি)-র ২০ বছর পূর্ণ হওয়ার উদযাপনে অংশ নেবেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী।

মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী দফতর থেকে বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, পরিকাঠামো উন্নয়ন, যোগাযোগ বৃদ্ধি এবং জীবনযাত্রা সহজ করার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী চেন্নাইতে ৩১, ৪০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের ১১টি প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন এবং দেশকে উৎসর্গ করবেন। এই প্রকল্পগুলি আর্থ-সামাজিক সমৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নতিসাধনে সহায়ক হবে। ওই দিনই হায়দরাবাদে ইন্ডিয়ান স্কুল অফ বিজনেস (আইএসবি)-র ২০ বছর পূর্ণ হওয়ার উদযাপনে অংশ নেবেন প্রধানমন্ত্রী।

নারী শাসকদের কীর্তিকলাপ দেখে মেয়ে হিসেবে লজ্জা বোধ করেন তসলিমা

কলকাতা, ২৪ মে (হি. স.) : "নারী শাসকদের কীর্তিকলাপ দেখলে মাঝে মাঝে মেয়ে হিসেবে বড়ই লজ্জা বোধ করি।" মঙ্গলবার সামাজিক মাধ্যমে এই মন্তব্য করলেন লেখিকা-চিকিৎসক তসলিমা নাসরিন। এই প্রসঙ্গে তিনি আলাদা করে মমতা বন্দোপাধ্যায়, শেখ হাসিনা, মায়াবতী এবং জয়ললিতার নাম উল্লেখ করেছেন।

মঙ্গলবার তসলিমা ফেসবুকে লিখেছেন, "পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় থেকে যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদি করা হয়, তার সব পোস্টার আর ব্যানারের মাথায় বড় বড় হরফে লেখা থাকে ''মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের উদ্যোগে''। তাঁর বড় বড় ছবিও একসময় থাকতো ওসবে, এমনকী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবির চেয়েও বড় ছবি। আমার একটি প্রশ্ন, মমতা বন্দোপাধ্যায় কি বলে দেন তাঁর ছবি এবং নাম থাকতে হবে প্রতিটি পোস্টার এবং ব্যানারে? নাকি মন্ত্রণালয়ের লোকেরা নিজেরাই সিদ্ধান্ত নেন? যদি এমন সিদ্ধান্ত নেন, কেন নেন, না নিলে তাঁদের অসুবিধে করবেন উনি? নাকি নিলে খাতির জুটবে বেশি, সে কারণে? ওই বাংলায় আবার হাসিনার জয় জয়কার। সব ব্যানারে পোস্টারে তাঁর এবং তাঁর বাবার ছবি। দেশনেত্রী, মহানেত্রী ইত্যাদি সব বিশেষণও জুড়ে দেওয়া। সব কিছুই তাঁর উদ্যোগে, তাঁর অনুপ্রেরণায়। এ কি হাসিনা বলে দেন বলে, নাকি চাটুকাররা বুঝে নেয় কী করলে প্রধানমন্ত্রী খুশি হবেন, ইনাম দেবেন?

উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মায়াবতী, তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী জয়ললিতারও এই বাতিক ছিল। নিজের মূর্তি গড়ার, নিজেকে দেবী রূপে প্রতিষ্ঠিত করার বাতিক। ওসব কি তাঁদের আদেশ অনুযায়ী করা হতো, নাকি চাটুকারদের ধর্ম অনুযায়ী চাটুকাররা তা করতো? মেয়েরা যে সুযোগ পেলে পুরুষের মতোই ভয়ঙ্কর লোভী হতে পারে, সে আমি জানি। কিন্তু জনগণের সেবা করার জন্য যে মেয়েরা মসনদে রয়েছেন, তাঁদের কীর্তিকলাপ দেখলে মাঝে মাঝে মেয়ে হিসেবে বড়ই লজ্জা বোধ করি।" পোস্ট করার পর প্রথম তিন ঘন্টায় লাইক, মন্তব্য ও শেয়ার হয়েছে যথাক্রমে ১ হাজার ৯০০, ২৫ ও ৫৪।

দুর্নীতির অভিযোগে পঞ্জাবের স্বাস্থ্যমন্ত্রী বরখাস্ত, ভগবন্ত বললেন বিজয়ের বিরুদ্ধে প্রমাণ মিলেছে

চন্ডীগড়, ২৪ মে (হি.স.): দুর্নীতির অভিযোগে পঞ্জাবের স্বাস্থ্যমন্ত্রী বিজয় সিংলাকে বরখাস্ত করলেন পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান। মঙ্গলবার পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী বিজয় সিংলা চুক্তির জন্য ১ শতাংশ কমিশন দাবি করেছিলেন। সিংলার বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান এদিন বলেছেন, 'আমার সরকারের একজন মন্ত্রী প্রতি টেন্ডারে ১ শতাংশ কমিশন দাবি করেছিলেন। আমি বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে নিয়েছিলাম। কেউ এ বিষয়ে জানতেন না, আমি চাইলেই বিষয়টি ধামাচাপা দিতে পারতাম। কিন্তু এমনটা করলে যারা আমাকে বিশ্বাস করেছেন, তাঁদের বিশ্বাস আমি ভেঙে ফেলতাম।'

মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান আরও বলেছেন, 'ওই মন্ত্রীর বিরুদ্ধে আমি কঠোর ব্যবস্থা নিচ্ছি, তাঁকে মন্ত্রিসভা থেকে বরখাস্ত করেছি এবং পুলিশকে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করার নির্দেশ দিয়েছি। সেই মন্ত্রী হলেন বিজয় সিংলা। তিনি নিজের দফতরে দুর্নীতিতে লিপ্ত ছিলেন, তিনি তা স্বীকারও করেছেন। দুর্নীতির বিরুদ্ধে আপ-এর জিরো-টলারেন্স নীতি রয়েছে।' দুর্নীতির অভিযোগে পঞ্জাবের স্বাস্থ্যমন্ত্রী বিজয় সিংলাকে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করেছে পঞ্জাব পুলিশের দুর্নীতি দমন সেল।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

করোনা আক্রান্তের ডায়েট কেমন হওয়া উচিত, জেনে নিন

সতর্ক না থাকলে ফল হতে পারে মারাত্বক। করোনা আক্রান্ত হওয়ার সময় ও সেরে ওঠার পরেও পুষ্টি রোগীর জন্য ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কারণ স্বাস্থ্যকর ও পুষ্টি সম্বৃদ্ধ খাবার দেহের রোগ প্রতিরোধ সিস্টেমকে ভাইরাসের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করে। মনে রাখতে হবে যে সব করোনা রোগীর মৃদু উপসর্গ থাকে তারা হয়তো দ্রুত সুস্থ হয়ে যান। কিন্তু তার পরবর্তী কালে সতর্ক না থাকলে ফল হতে পারে মারাত্বক। তাই সুস্থ হয়ে ওঠার পরও শরীরে প্রোটিন, ভিটামিন, খনিজ পদার্থের পরিপূর্ণ যোগান প্রয়োজন। কারণ সুস্থ হওয়ার পর শারীরিক সিস্টেমে যে ঘাটতি তৈরী হয়ে, এই উপাদান গুলি পুনরায় সেটা আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করে।

করোনা আক্রান্ত হওয়ার পর স্বাদ ও গন্ধের অনুভূতি চলে যায়। এটি অন্যতম একটি প্রধান লক্ষণ । এর ফলে আমাদের খিদের ওপর প্রভাব পড়ে। প্রয়োজনীয় ও পরিমান মতো খাদ্য রোগী গ্রহণ করতে পারে না যার ফলে দেখা দেয় শারীরিক দুর্বলতা। তাই এই সময়ে যেটুকু খাবার খাওয়া সম্ভব সেই খাবার যেনো হয় স্বাস্থ্যগুনে সম্পন্ন ও পুষ্টিকর।

ঘুম থেকে ওঠার পর দিনের শুরুতেই অ্যান্টিঅক্সিডন্ট সমৃদ্ধ , রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এমন খাবার খাওয়া প্রয়োজন। কোভিড রোগে চলাকালীন দিনের শুরুতে রসুন, ৩০ মিলি লিটার আমলকি ও অ্যালোভেরা জুস, জিরা ও জোয়ান ভেজানো জল বা মেথি ভেজানো জল বা দারচিনি ভেজানো জল খাওয়া যেতে পারে। এরপর সকালে ৫ টি আমন্ড, ২ টি আখরোট, ১ টি খেজুর খাওয়া যায়, এর সঙ্গে একটু মরসুমি ফল খেলে আরও ভালো। ব্রেকফাস্টে আমন্ড মিল্কের সাথে ওটস মিল খেতে পারেন, চিনির পরিবর্তে ব্যবহার করুন গুড়। সঙ্গে খেতে পারেন কয়েকটি ডিমের সাদা অংশ। শরীরকে ঠান্ডা ও হাইড্রেটেড রাখার জন্য খেতে পারেন ডাবের জলও।

লাঞ্চে এনার্জির জন্য কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাবার প্রয়োজন। লাঞ্চে ব্রাউন রাইস, মিষ্টি আলু , গমের রুটি খাওয়া চলতে পারে। প্রোটিনের জন্য কলাইয়ের ডাল, মাংস, মাছ খাওয়া যেতে পারে। এর থেকে প্রয়োজনীয় অ্যামিনো অ্যাসিডও পাওয়া যায়। দু এক রকমের ফাইবার , ভিটামিন, মিনারেল সমৃদ্ধ মরসুমি সবজি ডায়েটে রাখতে। লাঞ্চ ও ডিনারের মাঝখানে ভিটামিন সি সম্বৃদ্ধ ফল যেমন কমলালেবু, আঙ্গুর, কিউই খাওয়া যেতে পারে। এর পাশাপশি হলুদ দেওয়া দুধ, আদা চা, বা গ্রীন টি খাওয়া যেতে পারে। ডিনারে হাই প্রোটিন সম্বৃদ্ধ খাবার খাওয়া দরকার। বোন ব্রথ সুপ, ডিম, গ্রিলড ফিশ, ব্রকলি, সবজি ইত্যাদি খাওয়া যেতে পারে। ঘুমানোর কমপক্ষে ৩ থেকে ৪ ঘন্টা আগে ডিনার সেরে ফেলতে হবে। এবং এই সময়ে প্যাকেটজাত খাবার, প্রিজার্ভড ফুড, ভাজাভুজি সম্বৃদ্ধ খাবার, কুকিজ, ক্যাফিন, জাঙ্ক ফুড, অ্যালকোহল, ও ধূমপান করা থেকে বিরত থাকা উচিত।

খাবারের পাতে রাখুন ভেজিটেবিল প্যানকেকে, বাড়বে ইমিউনিটি

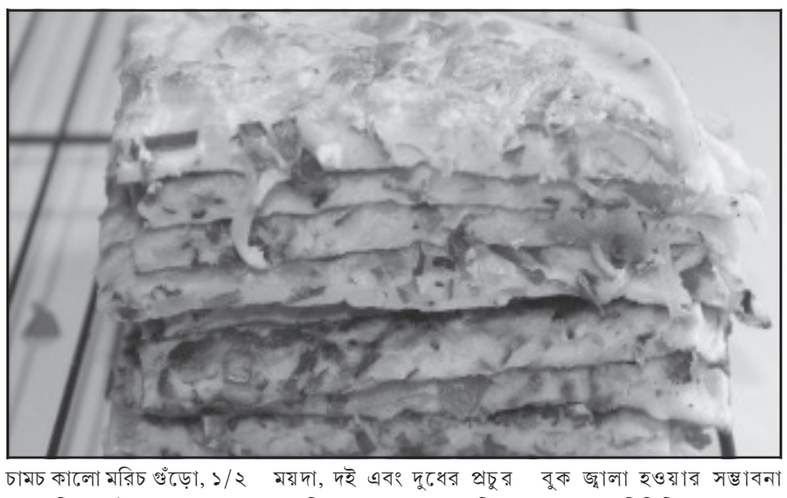

গোটা দেশজুড়ে তান্ডব চালাচ্ছে করোনা ভাইরাস। মানুষ বনাম ভাইরাসের যুদ্ধে এখনও অনেকটাই এগিয়ে রয়েছে এই ভাইরাস। তবুও দেশের বহু মানুষ প্রতিটা দিন হার না মানার লড়াই করে চলেছে। আবার অনেকে রয়েছে যারা ইতিমধ্যে ভাইরাসের কাছে হার মেনে মৃত্যুর কবলে ঢলে পড়েছে। মহামারীর এই কঠিন সময়ে স্বাস্থ্য ভালো রাখাটা একটা বড়ো চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে সকল মানুষের কাছে। প্রতিটা দিন অতিবাহিত করাটাই যেন এখন কঠিন হয়ে পড়েছে। এই সময়ে আমাদের সকলের মানসিক সুস্থ্যতার সঙ্গে স্বাস্থ্য ভালো রাখা খুব দরকার। তার কারণ স্বাস্থ্য ভালো না থাকলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাবে এবং তা হলে সহজে শরীরে দানা বাঁধবে করোনা।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য একটা ভালো ডায়েট মেনে চলা উচিত সকলকে। একটা সঠিক ডায়েট অনেক পরিমাণে শরীরে প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে থাকে। যেমন পনিরের স্যুপ হোক কিংবা মটরশুটির স্যালাড মহামারীর সময়ে এগুলি খুব উপকারী। তবে প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর তালিকায় আরও একটি মেনু আমারা যুক্ত করতে পারি। গাজর, পেঁয়াজ দিয়ে তৈরি ভেজিটেবিল প্যানকেক যা স্বাদের সঙ্গে আমাদের শরীরের পক্ষে খুব উপকারী। এর পাশাপাশি এই প্যানকেক খাওয়ার জন্য একটি চাটনি পাতে রাখা যেতে পারে, যা থেকেও মিলতে পারে ইমিউনিটি। আসুন দেখে নেওয়া যাক এই প্যানকেক তৈরি তে কী কী উপাদানের প্রয়োজন এবং কী ভাবে এটা তৈরি করতে হবে।

উপকরণ: ১/৪ কাপ গাজর ১/৪ কাপ শাক, ১/৪ কাপ বাঁধাকপি, ১/৪ কাপ পেঁয়াজ ১/৪ কাপ ধনে পাতা, ২ টো কাঁচা লঙ্কা , এবং ১ ইঞ্চি আদা, ৭৫ গ্রাম আটা, ২৫ রাম ছাতু, ২৫ গ্রাম বেসন, ২৫ গ্রাম ওটস, ১ কাপ দুধ, ২ টো ডিম, ২ চামচ রিফাইন তেল, ১/২ চামচ বেকিং সোডা, ১/২ চামচ কালো মরিচ গুঁড়ো, ১/২ চামচ জিরে গুঁড়ো, সাদা তেল ১ চামচ এবং স্বাদ অনুযায়ী নুন।

অন্যদিকে প্যানকেকের সঙ্গে চাটনির উপকরণের জন্য তালিকায় রাখতে হবে ১ চামচ কুমড়ো বীজ, ১ চামচ (সাদা) তিলের বীজ, এক মুঠো পুদিনা, ২ চামচ দই, ২ টো কাঁচা লঙ্কা, ২ টো রসুন।

কীভাবে বানাবেন: ময়দা, ওটস, ছাতু, লবণ, হলুদ, বেকিং পাউডার, জিরে গুঁড়ো এবং গোলমরিচ গুঁড়ো সহ সমস্ত গুঁড়ো উপাদান একসঙ্গে মিশিয়ে নিতে হবে। অন্যদিকে কেটে নিতে হবে বাঁধাকপি, পেঁয়াজ শাক, কাঁচা লঙ্কা, ধনে পাতা, গাজর এবং আদা। এর পরে ময়দা মিশ্রণে এই সমস্ত উপাদান দিয়ে তার মধ্যে দুধ এবং ডিম যুক্ত করে তা ভালো করে মিশিয়ে দিতে হবে। প্রয়োজন হলে মিশ্রনে যুক্ত করা যেতে পারে কয়েক চামচ দুধ। কমপক্ষে ১০ মিনিট মিশ্রনটি রেখে দেওয়ার পর একটি নন-স্টিক প্যানে সামান্য তেল দিয়ে তা আলতো করে ছেড়ে দিতে হবে গরম তেলের ওপরে। সোনালি বাদামি রঙ এলে উল্টোদিকটি ভেজে নিন।

চাটনি তৈরির জন্য সব উপকরণ পিষে নেওয়ার পর তাতে দই যুক্ত করতে হবে এবং ভালভাবে তা মেশাতে হবে।

উপকার: ভেজিটেবিল প্যানকেকে প্রোটিন, সমস্ত ধরণের খনিজ, ভিটামিন এবং জটিল শর্করা সহ সমস্ত পুষ্টি রয়েছে। এছাড়া ডিম, ছোলা ময়দা, দই এবং দুধের প্রচুর প্রোটিন রয়েছে যা কোভিড রোগীদের ক্ষেত্রে উপকারী। কাঁচা লঙ্কা , হলুদ, জিরে, তিলের বীজ এবং রসুনের মতো মশলা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সহায়তা করে।

করোনা থেকে বাঁচতে মুঠোমুঠো ভিটামিন-সি খাচ্ছেন! সাবধান, নাহলে বিপদ বেশিরভাগ মানুষ ডাক্তারের কোনও পরামর্শ ছাড়াই ভিটামিন-সি গ্রহণ করছেন।

থেকে নয় সমস্ত রকম ভাইরাস থেকে বাঁচতে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে আরো শক্তিশালী করা দরকার। এর জন্য স্বাস্থ্যকর ডায়েট, যোগব্যায়াম এবং এক্সারসাইজ-এর পাশাপাশি সীমিত পরিমাণে ভিটামিন সি -ও নেওয়া যেতে পারে। তবে আজকাল করোনা থেকে বাঁচতে বেশিরভাগ মানুষ ডাক্তারের কোনও পরামর্শ ছাড়াই ভিটামিন-সি গ্রহণ করছেন। কিছু লোক কেবল সাইট্রাস জাতীয় ফলের মাধ্যমে দেহে ভিটামিন সি-র চাহিদা পূরণ করে। আবার কিছু লোক ফলের পাশাপাশি ভিটামিন-সি ট্যাবলেটও নিচ্ছেন। তবে আপনি কি জানেন যে অতিরিক্ত পরিমাণে ভিটামিন-সি খাওয়া আপনার শরীরের অনেক সমস্যা বাড়িয়ে তুলতে পারে। চলুন জেনে নেওয়া যাক অতিরিক্ত ভিটামিন সি খেলে শরীরে কি ক্ষতি হতে পারে।

বুক জ্বালা: বেশি পরিমাণ ভিটামিন সি ট্যাবলেট খেলে বুক জ্বালা হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে। অ্যাসিডিটির সমস্যা হতে পারে।

তলপেটে ব্যথা: ভিটামিন সি ট্যাবলেট বেশি খেলে তলপেটে ব্যথা হতে পারে। ক্র্যাম্প ধরতে পারে। তাই বাজারে বিক্রি হওয়া ভিটামিন সি ট্যাবলেট চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়েই খাওয়া উচিত।

অনিদ্রা: বেশি পরিমাণ ভিটামিন সি ট্যাবলেট নিদ্রাহীনতার কারণ হতে পারে। রাতে ঘুম আসতে চায় না। শরীরে অস্বস্তি বোধ হতে পারে। কিডনি সমস্যা: অতিরিক্ত পরিমাণে ভিটামিন সি সেবন করলে কিডনিতে খারাপ প্রভাব ফেলে। স্টোন তৈরি হয় ক্যালসিয়াম অক্সালেটস। ভিটামিন সি-তে কিন্তু অক্সালেটস রয়েছে। তা থেকে কিডনি স্টোন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

মাথা ব্যাথা: ভিটামিন-সি ট্যাবলেট অতিরিক্ত গ্রহণের কারণে মাথা ব্যথাও হতে পারে। এর পাশাপাশি ঘুমের অভাবজনিত সমস্যাও হতে পারে।

ডায়রিয়া: দিনে ২০০০ মিলিগ্রামের বেশি ভিটামিন সি পাকস্থলীর বাড়িয়ে তুলতে পারে নানা সমস্যা। এমনকী ডায়েরিয়াও পর্যন্ত হতে পারে।

কতটা খাওয়া উচিত? চিকিৎসকরা বলছেন, বেশ কয়েকটি স্টাডি বলছে, প্রতিদিন ৬৫ থেকে ৯০ মিলিগ্রামের বেশি ভিটামিন সি নেওয়া ঠিক নয়। একদিনে ২ হাজার গ্রামের বেশি ভিটামিন সি মারাত্মক ক্ষতিকারক। যার নির্যাস, একদিনে ২টি লেবু নিশ্চিন্তে খেতে পারেন।

শরীর ভালো রাখতে উপযোগী ব্রাউন রাইস, দেখে নিন গুণাগুণ

ভাত বাঙালির কাছে একটা আবেগের মতো। সেই দীর্ঘকাল ধরে দুপুরের বা রাতের খাওয়ার মেনুতে জায়গা করে নিয়েছে ভাত। কিন্তু বর্তমানে যারা হাই ডায়াবেটিসে ভোগেন বা হঠাৎ করেই বাড়িয়ে ফেলেছেন ওজন তাঁদের জন্য সাদা ভাত লাভের থেকে বেশি ক্ষতি করে। কারণ ভাতে থাকে কার্বোহাইড্রেট যা ওজন বৃদ্ধি করতে পারে বা, শরীরের ব্লাড সুগারের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। তাই এখন অনেক চিকিৎসক ও ডায়েটিশিয়ানের মতে ভাত যত দূর সম্ভব কম খাওয়া বা না খেলেই ভালো।

কিন্তু ভাত বর্জন করা যে অত সহজ নয়। তাই ভাতের বিকল্প হিসেবে উঠে আসছে ব্রাউন রাইস বা ঢেঁকি ছাঁটা চাল। ব্রাউন রাইস আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব উপকারী। শরীরের পুষ্টিগত চাহিদা বজায় রাখার পাশাপাশি স্বাস্থ্যের প্রয়োজনে ব্রাউন রাইসের জুড়ি মেলা ভার। আসুন জেনে নেওয়া যাক ব্রাউন রাইস কীভাবে আমাদের স্বাস্থ্য রক্ষায় সাহায্য করে।

১. ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ: ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ করে ব্রাউন রাইস। সাদা ভাতের পরিবর্তে ব্রাউন রাইস খেলে খাবার পর ব্লাড সুগার লেভেল তুলনামুলক ভাবে ধীরে বাড়ে। এছাড়াও ব্রাউন রাইসের মধ্যে থাকে ফাইবার, পলিফেনল। যা রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।

২. পুষ্টিগুণ সম্বৃদ্ধ: ব্রাউন রাইস পুষ্টিগুণ সম্বৃদ্ধ। এতে ম্যাগনেসিয়াম, ফসফরাস, জিঙ্ক, কপার, ম্যাঙ্গানিজ, সেলেনিয়াম, আইরন ইত্যাদি খনিজ পদার্থ থাকে। এছাড়াও ব্রাউন রাইস থাকে প্রোটিন। এই সমস্ত খনিজ পদার্থ ও প্রোটিন শরীরের জন্য কতটা উপকারী সেটা তো আমরা সকলেই জানি। এছাড়াও ব্রাউন রাইস থাকে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। এটি শরীরের যাবতীয় টক্সিন নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে এবং শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতেও সাহায্য করে।

৩. ওজন কমায়: ওজন কমাতে ব্রাউন রাইসের বহুল ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যাঁরা ওজন নিয়ন্ত্রণের জন্য ডায়েটে আছেন কিন্তু তার পাশাপাশি ভাতের স্বাদ ও নিতে চান তাদের জন্য আশার আলো ব্রাউন রাইস। ব্রাউন রাইস শরীরে জমে থাকা ফ্যাট গলিয়ে শরীরকে নির্মেদ করতে সাহায্য করে।

৪. হার্টকে ভালো রাখে: ব্রাউন রাইস হার্টের জন্য উপকারী। এতে ভালো কোলেস্টেরল বেশি থাকে যা হার্টকে ভালো রাখতে সাহায্য করে। এছাড়া ব্রাউন রাইস হার্টের আর্টারির দেওয়ালে জমে থাকা বজ্য পদার্থ দূর করে। যার ফলে রক্ত সঞ্চালনের উন্নতি হয়। রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করতেও ব্রাউন রাইস উপকারী।

কোন সময়ে শরীরচর্চা করেন আপনিসঠিক সময়টা জেনে নিন

আপনি না জানলেও আসলে বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে শরীরচর্চা করার জন্যে একটি সঠিক সময় রয়েছে

শরীরচর্চা করতে ভালোবাসেন? ভালো কথা কিন্তু কোন সময় শরীর চর্চা করেন আপনি?

এই উত্তর লুকিয়ে আছে আপনার সুস্থ থাকার রহস্য। কারণ আপনি না জানলেও আসলে বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে শরীরচর্চা করার জন্যে একটি সঠিক সময় রয়েছে। সেই সময় তা করতে পারলে সবথেকে কার্যকরী ফলটা আপনি পেতে পারেন। কারণ সেই সময়টায় নাকি সবথেকে বেশি ক্যালোরি ক্ষয় হয়। এই নিয়ে একটি বিশেষ গবেষণা সামনে এসেছে যেখানে বিশেষজ্ঞরা সঠিকভাবে শরীরচর্চা করার সঠিক সময় এর উল্লেখ করেছেন। আপনি কোন সময়ে খাবেন এবং কোন সময় শরীরচর্চা করলে তার জন্যে সঠিক ফল পাবেন এই দুটোর সময় নিয়ে ব্যবধান লক্ষ্য করেই এ গবেষণাটি তৈরি করা হয়েছে।

আরো পোস্ট- শরীরচর্চাই নেশাহতে পারে খাবারে অনিয়ম এর মাধ্যমে আপনি আপনার রক্তের শর্করা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন, কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন এবং শারীরিকভাবে সুস্থ থাকতে পারেন।

দেখা গেছে যে পুরুষরা ব্রেকফাস্ট করার আগে শরীর চর্চা করেন তাদের ক্যালরি বেশি পরিমাণে পোড়ে যারা ব্রেকফাস্ট করার পরে শরীর চর্চা করেন তাদের তুলনায়।

৬ সপ্তাহের জন্যে এই পরীক্ষা করা হয়েছিল। এই বিশেষ পরীক্ষায় ৩০ জন পুরুষকে নেওয়া হয়েছিল পরীক্ষাটি করার জন্য।

এদের মধ্যে একদল ছিলেন অতিরিক্ত ওজনের যাদেরকে ওবেসিটির শিকার বলে ধরা হয় এবং এরাই মূলত ব্রেকফাস্ট এর পরে শরীর চর্চা করতেন।

দেখা গেছে যে যারা সারারাত না খেয়ে রয়েছেন এবং তার পরে শরীর চর্চা করেছেন তাদের মধ্যে ক্যালরি বেশি পরিমাণে ক্ষয় হয়েছে।

তবে এটির ফলে তাদের ওজনে কোন তারতম্য ঘটেনি।

৬ সপ্তাহের ওই পরীক্ষায় দেখা গেছে যে একদল ব্যক্তি যারা ব্রেকফাস্ট করার আগে শরীর চর্চা করেন তাদের মধ্যে ইনসুলিন এর প্রভাব এবং যারা ব্রেকফাস্ট এর পরে শরীর চর্চা করেন তাদের মধ্যে ইনসুলিন এর প্রভাবে বিপুল তারতম্য ঘটে যায়।

প্রথম দলের ব্যক্তিদের মাংসপেশিগুলো যথেষ্ট সক্রিয় রয়েছে ইনসুলিন এর প্রভাবে। সুতরাং এবার ঘুম থেকে উঠেই লেগে পড়ুন শরীরচর্চায় ।

করোনা থেকে বাঁচতে মুঠোমুঠো ভিটামিন-সি খাচ্ছেন! সাবধান, নাহলে

বেশিরভাগ মানুষ ডাক্তারের কোনও পরামর্শ ছাড়াই ভিটামিন-সি গ্রহণ করছেন। শুধুমাত্র করোনা থেকে নয় সমস্ত রকম ভাইরাস থেকে বাঁচতে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে আরো শক্তিশালীকরা দরকার। এর জন্য স্বাস্থ্যকর ডায়েট, যোগব্যায়াম এবং এক্সারসাইজ-এর পাশাপাশি সীমিত পরিমাণে ভিটামিন সি -ও নেওয়া যেতে পারে। তবে আজকাল করোনা থেকে বাঁচতে বেশিরভাগ মানুষ ডাক্তারের কোনও পরামর্শ ছাড়াই ভিটামিন-সি গ্রহণ করছেন। কিছু লোক কেবল সাইট্রাস জাতীয় ফলের মাধ্যমে দেহে ভিটামিন সি-র চাহিদা পূরণ করে। আবার কিছু লোক ফলের পাশাপাশি ভিটামিন-সি ট্যাবলেটও নিচ্ছেন। তবে আপনি কি জানেন যে অতিরিক্ত পরিমাণে ভিটামিন-সি খাওয়া আপনার শরীরের অনেক সমস্যা বাড়িয়ে তুলতে পারে। চলুন জেনে নেওয়া যাক অতিরিক্ত ভিটামিন সি খেলে শরীরে কি ক্ষতি হতে পারে।

বুক জ্বালা: বেশি পরিমাণ ভিটামিন সি ট্যাবলেট খেলে বুক জ্বালা হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে। অ্যাসিডিটির সমস্যা হতে পারে।

তলপেটে ব্যথা: ভিটামিন সি ট্যাবলেট বেশি খেলে তলপেটে ব্যথা হতে পারে। ক্র্যাম্প ধরতে পারে। তাই বাজারে বিক্রি হওয়া ভিটামিন সি ট্যাবলেট চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়েই খাওয়া উচিত।

অনিদ্রা: বেশি পরিমাণ ভিটামিন সি ট্যাবলেট নিদ্রাহীনতার কারণ হতে পারে। রাতে ঘুম আসতে চায় না। শরীরে অস্বস্তি বোধ হতে পারে।

কিডনি সমস্যা: অতিরিক্ত পরিমাণে ভিটামিন সি সেবন করলে কিডনিতে খারাপ প্রভাব ফেলে। স্টোন তৈরি হয় ক্যালসিয়াম অক্সালেটস। ভিটামিন সি-তে কিন্তু অক্সালেটস রয়েছে। তা থেকে কিডনি স্টোন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

মাথা ব্যাথা: ভিটামিন-সি ট্যাবলেট অতিরিক্ত গ্রহণের কারণে মাথা ব্যথাও হতে পারে। এর পাশাপাশি ঘুমের অভাবজনিত সমস্যাও হতে পারে।

ডায়রিয়া: দিনে ২০০০ মিলিগ্রামের বেশি ভিটামিন সি পাকস্থলীর বাড়িয়ে তুলতে পারে নানা সমস্যা। এমনকী ডায়েরিয়াও পর্যন্ত হতে পারে।

কতটা খাওয়া উচিত? চিকিৎসকরা বলছেন, বেশ কয়েকটি স্টাডি বলছে, প্রতিদিন ৬৫ থেকে ৯০ মিলিগ্রামের বেশি ভিটামিন সি নেওয়া ঠিক নয়। একদিনে ২ হাজার গ্রামের বেশি ভিটামিন সি মারাত্মক ক্ষতিকারক। যার নির্যাস, একদিনে ২টি লেবু নিশ্চিন্তে খেতে পারেন।

গত ২৪ ঘণ্টায় বিশ্বে করোনায় মৃত ৯৪০, আক্রান্ত আরও সাড়ে ৪ লাখ

ওয়াশিংটন, ২৪ মে (হি. স.) : গত ২৪ ঘন্টায় বিশ্বে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ৪ লাখ ৫০ হাজার ৬৯০ জন। এ পর্যন্ত ভাইরাসে আক্রান্ত মোট রোগীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫২ কোটি ৮০ লাখ ২৭ হাজার ৪৬৮ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় বিশ্বজুড়ে ৯৪০ জনের মৃত্যু হয়েছে। এনিয়ে বিশ্বজুড়ে মৃতের সংখ্যা পৌঁছেছে ৬৩ লাখ এক হাজার ৪৩১ জনে। মঙ্গলবার সকালে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত, মৃত্যু ও সুস্থতার হিসাব রাখা ওয়েবসাইট ওয়ার্ল্ডোমিটারস থেকে এ তথ্য পাওয়া গিয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় বিশ্বে করোনায় সবচেয়ে বেশি সংক্রমণের ঘটনা ঘটেছে উত্তর কোরিয়ায়। এ সময়ের মধ্যে দেশটিতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১ লাখ ৬৭ হাজার ৬৫০ জন এবং মারা গেছেন ১ জন।

এদিকে দৈনিক প্রাণহানির তালিকায় শীর্ষে উঠে এসেছে অস্ট্রিয়া। গত ২৪ ঘণ্টায় এই দেশটিতে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন ২৫২ জন এবং নতুন করে ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ১ হাজার ৭৫৩ জন।

রাশিয়া গত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন ৭৬ জন এবং নতুন করে ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ৪ হাজার ১৫৮ জন। জার্মানিতে গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১৮ হাজার ১১ জন এবং মারা গেছেন ২৬ জন। ইতালিতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৯ হাজার ৮২০ জন এবং মারা গেছেন ৮০ জন।

করোনায় আক্রান্তের তালিকায় দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে ভারত। তবে ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃতের সংখ্যার তালিকায় দেশটির অবস্থান তৃতীয়। গত ২৪ ঘণ্টায় দেশটিতে নতুন করে করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন ১ হাজার ১০৬ জন।

কোয়াড বৈঠক চলাকালীনই জাপানের আকাশসীমায় রাশিয়া-চিনের যুদ্ধবিমান!

টোকিও, ২৪ মে (হি.স.) : মঙ্গলবার কোয়াড বৈঠক চলাকালীনই চিন এবং রাশিয়া যৌথভাবে বোমারু বিমান ওড়াল জাপান সাগর এবং পূর্ব চিন সাগরের উপর দিয়ে। এই কথা জানিয়ে জাপানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী নোবুও কিশি অভিযোগ করেছেন, বেজিং এবং মস্কোর তরফে উস্কানিমূলক কার্যকলাপ চালানো হচ্ছে।।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে চিনের দাপট কম রাখতেই তৈরি হয়েছে আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, জাপান এবং ভারত-এই চারটি দেশের জোট কোয়াড। প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে চিনের দাপট কমাতেই মূলত এই জোট গঠন করা হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে চার দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের বৈঠক চলাকালীনই বিমান ওড়ার ঘটনাটি ঘটেছে। কিশি জানিয়েছেন, এই ঘটনায় গভীর ভাবে চিন্তিত জাপান। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেছেন, "দু'টি চিনা বিমানের সঙ্গে দু'টি রুশ বিমান জাপান সাগর থেকে পূর্ব চিন সাগরের দিকে চালানো হয়েছে।" তবে এখানেই শেষ নয়। বেশ খানিকটা জায়গায় বোমারু বিমান চালানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন কিশি।

পূর্ব চিন সাগরের দিকে যাওয়ার পরে সম্ভবত বদলে ফেলা হয় চিনা বিমান দু'টি। রুশ বিমানের সঙ্গে দু'টি নতুন চিনা বিমানের মহড়া শুরু করে। এবার পূর্ব চিন সাগর থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে যায় চারটি বিমান, এমনটাই জানিয়েছেন জাপানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী। এছাড়াও কিশি জানিয়েছেন, রাশিয়ার গোয়েন্দা সংস্থার তথ্য সংগ্রহকারী শাখার একটি বিমানকেও জাপানের দিকে উড়ে যেতে দেখা যায়।

চারটি দেশের শীর্ষ পর্যায়ের বৈঠক চলাকালীন এই ধরনের সামরিক মহড়ার তীব্র নিন্দা করেছে টোকিও। এই পদক্ষেপগুলি 'উস্কানিমূলক' বলে অভিহিত করা হয়েছে জাপানের তরফ থেকে। জাপান এই ধরনের কার্যকলাপের দিকে নজর রাখছে।

পার্থ-পরেশ-অনুব্রতের আয়কর জমা দেওয়ার নথি আয়কর দফতরের কাছে চাইল সিবিআই

কলকাতা, ২৪ মে (হি. স.) : মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়, শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী পরেশ অধিকারী এবং তৃণমূলের বীরভূম জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলের আয়কর জমা দেওয়ার নথি এ বার আয়কর দফতরের কাছ থেকে চাইল সিবিআই।

এর আগে তিন নেতার কাছ থেকে ওই নথি চাওয়া হয়েছিল। তাঁরা সেই নথি জমাও দিয়েছিলেন। সূত্রের খবর, এই দুই নথি মিলিয়ে দেখার জন্য কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার এই পদক্ষেপ। সিবিআই সূত্রে জানা গিয়েছে, পার্থ-পরেশ-অনুব্রতের আয়ের উৎস জানতে চাইছে সিবিআই। তবে এ বার আয়কর দফতরের কাছ থেকে এই তিন নেতার আয়কর জমা দেওয়ার নথি সিবিআই খতিয়ে দেখতে চাইছে বলেই সূত্রের খবর। তাঁদের আয় সংক্রান্ত নথিতে অসঙ্গতি রয়েছে কি না, তা-ও খতিয়ে দেখতে চাইছে সিবিআই।

ইতিমধ্যেই এসএসসি দুর্নীতি মামলা নিয়ে সিবিআইয়ের লাগাতার জিজ্ঞাসাবাদের মুখে রয়েছেন মন্ত্রী পার্থ এবং পরেশ। গরু পাচার মামলা এবং 'ভোট পরবর্তী হিংসা' মামলায় অনুব্রতকেও বারবার সিবিআই দফতরে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে হাজিরা এড়ালেও সম্প্রতি তিনি সিবিআইয়ের মুখোমুখি হন। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর আবার 'ভোট পরবর্তী হিংসা' মামলায় অনুব্রতকে তলব করা হয়েছিল মঙ্গলবার। যদিও তিনি অসুস্থ জানিয়ে হাজিরা এড়িয়েছেন। অনুব্রতের কাছ থেকেও আয়কর জমা দেওয়ার নথি চাওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গত, শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী পরেশের মেয়ে অঙ্কিতা অধিকারীকে শিক্ষিকা হিসেবে অবৈধ ভাবে নিয়োগ করা হয়েছিল, এই অভিযোগ উঠতেই পরেশবাবুকে জিজ্ঞাসাবাদ করে সিবিআই। অঙ্কিতা চাকরি পাওয়ার আগে তাঁর বাবা ফরোয়ার্ড ব্লক ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেন। সেই মামলার সূত্রে তাঁরও আয়কর জমা দেওয়ার নথি আয়কর দফতরের কাছ থেকে চেয়ে পাঠিয়েছে সিবিআই।

এসএসসি দুর্নীতি মামলা নিয়ে পার্থবাবুকেও জিজ্ঞাসাবাদ করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। আবারও তাঁকে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে। সেই সূত্রে তাঁর আয়ের উৎস জানতে আয়কর জমা দেওয়ার নথি চাওয়া হয়েছিল মন্ত্রীর কাছ থেকে। একই নথি চাওয়া হয়েছে আয়কর দফতরের কাছে।

রাশিয়ার ইউক্রেনে হামলার নিন্দা করে ইস্তফা দিলেন রুশ কূটনীতিক বরিস বনদারেভ

মস্কো, ২৪ মে (হি.স.) : রাশিয়ার ইউক্রেনে হামলার নিন্দা করে ইস্তফা দিলেন রাষ্ট্রসংঘে নিযুক্ত রুশ কূটনীতিক বরিস বনদারেভ। রাশিয়ার নাগরিক হিসাবে লজ্জিত, এমনই মত প্রকাশ করে ইস্তফা দিলেন রুশ কূটনীতিক। চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে ক্রেমলিনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবেন তিনি। তাঁর এই সিদ্ধান্তের কথা জেনে নেদারল্যান্ডসের কূটনীতিক রবার্ট গ্যাব্রিয়েলস অভিনন্দন জানিয়েছেন।

সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি খোলা চিঠি লিখে বরিস জানিয়েছেন, কুড়ি বছর ধরে তিনি রাশিয়ার কূটনীতিক হিসাবে কাজ করছেন। "রুশ নাগরিক হিসাবে এত লজ্জিত হইনি কোনওদিন। ইউক্রেনের উপর হামলা চালিয়ে আসলে ভ্লাদিমির পুতিন রাশিয়ার মানুষের বিরুদ্ধেই অন্যায় করেছেন, এমনটাই দাবি করেছেন বরিস।

পুতিনকে 'ক্ষমতালোভী' বলে আক্রমণ করে বরিস বলেছেন, "যারা এই যুদ্ধ শুরু করেছে, তারা কেবলমাত্র একটাই জিনিস চায়। অনন্তকাল ধরে ক্ষমতায় থাকতে চায় তারা। বড় বড় প্রাসাদে আরাম করে থাকতে চায়। রাশিয়ার সেনাবাহিনীর উপরে বোঝা বাড়াতে থাকে।" বরিসের মতে, রাশিয়ার পাশে কোনও দেশ নেই। এই যুদ্ধের জন্য দায়ী রাশিয়ার বেপরোয়া বিদেশনীতি।"

দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে রাশিয়ার বিদেশমন্ত্রকে কাজ করেছেন বরিস। সেই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "গত কুড়ি বছরে ক্রমশ অবনতি হয়েছে রুশ বিদেশনীতির।" আক্রমণ শানিয়েছেন বিদেশমন্ত্রী সের্গেই লাভরভের দিকেও। "বিদেশনীতির অবক্ষয়ের জ্বলন্ত উদাহরণ বিদেশমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ। এখন বিদেশ দফতর কূটনৈতিক ভাবে কাজ করে না। মিথ্যা প্রচার এবং হিংসা ছড়ায় বিদেশ মন্ত্রক।"

প্রসঙ্গত, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরে বেশ কয়েকজন রুশ কূটনীতিক পদত্যাগ করেছেন। কিন্তু বরিসই প্রথম প্রকাশ্যে রুশ প্রশাসনের নিন্দা করেছেন। তাঁর এই পদক্ষেপকে 'সাহসিক' আখ্যা দিয়ে টুইট করেছেন নেদারল্যান্ডসের কূটনৈতিক। রাষ্ট্রসংঘের আরেক প্রতিনিধি হিলেল নয়্যার বলেছেন, "রাশিয়ার অন্যান্য কূটনীতিকদেরও বরিসের মতো পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। নিজেদের নীতি বজায় রেখে পদত্যাগ করা দরকার তাঁদের।"-হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

বাছাই প্রার্থীদের শূন্যপদে নিয়োগের দাবি, স্বাস্থ্য ভবনের সামনে নার্সিং চাকরিপ্রার্থীদের বিক্ষোভ

কলকাতা, ২৪ মে (হি. স.) : বাছাই প্রার্থীদের শূন্যপদে নিয়োগের দাবিতে এবার স্বাস্থ্য ভবনের সামনে নার্সিং চাকরিপ্রার্থীদের বিক্ষোভ। বিক্ষোভকারীদের হঠাতে পুলিশ বলপ্রয়োগ করলে দুপক্ষের রীতিমত ধস্তাধস্তি হয়। এতে আহত হন বেশ কয়েকজন।

মঙ্গলবার স্বাস্থ্য ভবনের সামনে জড়ো হওয়ায় বিক্ষোভকারীদের সরে যেতে বলে পুলিশ। এরপর রাস্তার আরেকদিকে গিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন নার্সিং চাকরিপ্রার্থীরা। এর আগে সোমবার চাকরির দাবিতে সল্টলেকে ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের সামনে নার্সিং চাকরিপ্রার্থীরা বিক্ষোভ দেখান।

বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, নার্সিং-স্টাফ নিয়োগে দুর্নীতি হয়েছে। ২০২১-এর নভেম্বরে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী নিয়োগ করা হয়নি। অভিযোগ, ৬ হাজারের বেশি সিট থাকলেও চাকরি দেওয়া হয়েছে ২১০০ জনকে। যাঁদের নিয়োগ করা হয়েছে, তাঁদের কারও আবেদনের জন্য রেজিস্ট্রেশন নেই। কারও আবার সাক্ষাৎকার পর্যন্ত হয়নি। অনেকে আবার সাক্ষাৎকার-পর্বে উত্তীর্ণ হয়েও চাকরি পাননি বলে অভিযোগ।

স্বচ্ছতার সঙ্গে দ্রুত নিয়োগের দাবিতে, সোমবার, স্বাস্থ্য ভবনের সামনের রাস্তা অবরোধ করেন চাকরিপ্রার্থীরা।

চাকরিপ্রার্থীদের দাবি, তাঁরা বাছাই করা প্রার্থী। যে শূন্যপদ রয়েছে সেই পদে তাঁদের নিয়োগ করতে হবে। তাঁদের দাবি, ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের সামনে বিক্ষোভ দেখানোর পরেও কোনও আধিকারিক দেখা করেননি। এরপরই মঙ্গলবার স্বাস্থ্য ভবনের সামনে বিক্ষোভ দেখানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। স্বাস্থ্য কর্তাদের সঙ্গে কথা বলতে কয়েকজন প্রতিনিধি যান। এক প্রতিনিধি জানান, স্বাস্থ্য অধিকর্তার সঙ্গে কথা হয়নি। এক আধিকারিক ছাপ মেরে স্মারকলিপির প্রতিলিপি নিয়েছেন। শুক্রবারের মধ্যে আলোচনায় বসার একটা তারিখ দেবেন। যদিও পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে কোনও সিদ্ধান্তের কথা জানানি চাকরিপ্রার্থীরা।

আর্থিক প্রতারণার অভিযোগ পরিচালক রাম গোপাল ভর্মার বিরুদ্ধে

মুম্বই, ২৪ মে (হি. স.) : আর্থিক প্রতারণার অভিযোগ পরিচালক রাম গোপাল ভর্মার বিরুদ্ধে। ৫৬ লক্ষ টাকা প্রতারণার অভিযোগ রয়েছে পরিচালকের বিরুদ্ধে। সাইবরাবাদ পুলিশ কমিশনারেটের অধীনে মিয়াপুর থানায় অভিযোগ করেছেন শেখরা আর্ট ক্রিয়েশন'-এর কোপ্পাড়া শেখর রাজু নামের এক ব্যক্তি।

অভিযোগকারীর মতে, পরিচালক 'দিশা' নামক একটি সিনেমা নির্মাণের জন্য তাঁর কাছ থেকে খেপে খেপে ৫৬ লক্ষ টাকা ধার নিয়েছিলেন এবং সেই ছবি মুক্তির আগে ফেরত দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু সে টাকা এখনও শোধ করেননি পরিচালক। একই সঙ্গে পুলিশের কাছে রাজু জানান, ২০২০ সালের জানুয়ারিতে ৮ লক্ষ টাকা এবং কয়েক দিন পরে আরও ২০ লক্ষ টাকা তাঁর কাছ থেকে নিয়েছিলেন রাজ গোপাল। কথা দিয়েছিলেন ৬ মাসের মধ্যে সব টাকা শোধ করবেন। কিন্তু তা না করাতেই ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪০৬, ৪১৭, ৪২০, ৫০৬ ধারায় তিনি মামলা রুজু করেছেন রাম গোপাল বর্মার বিরুদ্ধে। একই সঙ্গে তাঁর দাবি, তিনি প্রথমে ছবির পরিচালক প্রযোজক হিসাবে রাম গোপাল ভর্মার নাম জানলেও ২০২১ সালের জানুয়ারি মাসে জানতে পারেন ওই ছবির প্রযোজক অন্য কেউ। আর তার জেরেই পরিচালকের বিরুদ্ধে আনলেন প্রতারণার অভিযোগ।

প্রসঙ্গত, ২০১৯ সালে হায়দরাবাদের কাছে একজন পশুচিকিৎসকের গণধর্ষণ এবং হত্যার উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছিল রাম গোপাল ভর্মা পরিচালিত ছবি 'দিশা'।

ভোট পরবর্তী হিংসা, পরেশ পাল ঘনিষ্ঠ আটজনকে সিবিআই নোটিস

কলকাতা, ২৪ মে (হি. স.) : ভোট পরবর্তী হিংসায় এবার সিবিআই নোটিস ধরাল মানিকতলার তৃণমূল বিধায়ক পরেশ পালের আট ঘনিষ্ঠকেও। মঙ্গলবার ও বুধবার সিজিও কমপ্লেক্সে সিবিআই দফতরে ওই আটজনকে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে।

নারকেলডাঙ্গায় ভোট পরবর্তী হিংসার ঘটনায় মৃত বিজেপি কর্মী অভিজিৎ সরকারের খুনের মামলায় সিবিআই তদন্ত চলছে অনেকদিন ধরেই। অভিজিতের পরিবারের অভিযোগ, ওই খুনের ঘটনায় পরেশের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রয়েছে। সেই সূত্রেই গত বুধবার পরেশ পালকে ডাকা হয়েছিল সিবিআই দফতরে। ওইদিন তিন ঘন্টারও বেশি সময় ধরে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে সিবিআই।

পরেশকে জিজ্ঞাসাবাদ করেই তাঁর ঘনিষ্ঠদের নাম উঠে এসেছে বলে সিবিআই সূত্রের খবর। নোটিস দেওয়া হয়েছে অসিত বাড়ি, সন্তু ভৌমিক, রঞ্জিত দে, রাজদীপ সিং, রবি মান্না, তুষার কান্তি দে এবং সমীর দলুইকে।এর আগে অভিজিৎ সরকারকে খুনের ঘটনায় অভিযুক্তদের খোঁজ দিতে পারলে মাথাপিছু ৫০ হাজার টাকার পুরস্কার ঘোষণা করেছিল সিবিআই। সিবিআইয়ের ডিআইজি অখিলেশ সিং জানান, খুনে অভিযুক্তদের হদিশ দিতে পারলে মাথাপিছু ৫০ হাজার টাকা দেওয়া হবে।

গত বছর ২ মে বিধানসভা ভোটের ফল ঘোষণার দিন বিজেপি কর্মী অভিজিৎ সরকারকে খুনের অভিযোগ ওঠে। পরিবারের দাবি ছিল, মাথায় ভারী কিছু দিয়ে আঘাত করে খুন করা হয় তাঁকে। এই ঘটনায় বিজেপি তৃণমূলের দিকে অভিযোগের আঙুল তোলে। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করে জোড়াফুল শিবির।অভিজিতের দাদা বিশ্বজিৎ সরকার বলেছিলেন, নির্বাচনে তৃণমূলের জয়লাভের পরই এলাকার বিধায়ক পরেশ পালের নির্দেশে ভাইকে রাস্তায় ফেলে বেধড়ক মারধর করা হয়। পরেশ পালের অনুগতরাই এই কাণ্ড ঘটান। এই ঘটনায় তৃণমূল-বিজেপি ব্যাপক চাপানউতোর শুরু হয়।

শ্রীলঙ্কায় জ্বালানির দাম রেকর্ড বৃদ্ধি বাড়ি থেকে কাজ করার আহ্বান

কলম্বো, ২৪ মে (হি.স.) : শ্রীলঙ্কায় জ্বালানির দাম রেকর্ড পরিমাণ বেড়েছে। এমন পরিস্থিতিতে শ্রীলঙ্কার বিদ্যুৎ ও জ্বালানিমন্ত্রী কাঞ্চনা উইজেসেকেরা সবাইকে বাড়ি থেকে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন। মঙ্গলবার এক টুইট বার্তায় কাঞ্চনা উইজেসেকেরা বলেন, সরকারি পরিবহন এবং অন্যান্য পরিষেবার চার্জও একইভাবে বাড়বে। জ্বালানি সংকট মোকাবিলায় বাড়ি থেকে কাজ করুন।

আজ শ্রীলঙ্কা প্রশাসন পেট্রোলের দাম ২৪.৩ শতাংশ বাড়িয়েছে। ডিজেলের দাম বেড়েছে ৩৮.৪ শতাংশ। দেশটির বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এর আগে শ্রীলঙ্কায় কখনও একসঙ্গে এতটা বাড়েনি জ্বালানির দাম। গত ১৯ এপ্রিলের পর থেকে এ নিয়ে দ্বিতীয় বার জ্বালানির দাম বাড়ালো শ্রীলঙ্কা। দাম বৃদ্ধির পর শ্রীলঙ্কায় পেট্রোল বিক্রি হচ্ছে লিটারে ৪২০ রুপিতে। এছাড়া ডিজেল বিক্রি হচ্ছে ৪০০ রুপিতে।

এমন পরিস্থিতিতে শ্রীলঙ্কার বিদ্যুৎ ও জ্বালানিমন্ত্রী কাঞ্চনা উইজেসেকেরা সবাইকে বাড়ি থেকে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন। এক টুইট বার্তায় কাঞ্চনা উইজেসেকেরা বলেন, সরকারি পরিবহন এবং অন্যান্য পরিষেবার চার্জও একইভাবে বাড়বে। জ্বালানি সংকট মোকাবিলায় বাড়ি থেকে কাজ করুন।

উল্লেখ্য, গত দু'মাসেরও বেশি সময় ধরে অর্থনৈতিক, জ্বালানি এবং খাদ্য সঙ্কটে ভুগছে শ্রীলঙ্কা। সময় যতো গড়াচ্ছে পরিস্থিতি তত নাজুক হচ্ছে দ্বীপরাষ্ট্রটির। দক্ষিণ এশিয়ার এই দ্বীপরাষ্ট্রটিকে দৈনন্দিন জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় অধিকাংশ পণ্যই আমদানি করতে হয়। কিন্তু ডলারের মজুত তলানিতে নেমে যাওয়ায় জ্বালানি, খাদ্য ও অন্যান্য জরুরি পণ্য আমদানি করতে পারছে না দেশটি। হিন্দুস্থান সমাচার /

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে ৬.১৫ কোটি টাকার সোনা সহ ধৃত ২ চোরাচালানকারী

কলকাতা, ২৪ মে (হি. স.) : দুটি পৃথক ঘটনায় সীমান্ত এলাকা থেকে উদ্ধার হল ৭৪টি সোনার বিস্কুট এবং ৩টি সোনার বার। দক্ষিণ বেঙ্গল ফ্রন্টিয়ার (বিএসএফ) এর অধীন কলকাতা সেক্টরের জওয়ানদের হাতে সীমান্ত এলাকা থেকে সোনার বিস্কুট এবং সোনার বার সহ দুই পাচারকারী ধরা পড়ে। বাজেয়াপ্ত করা সোনার মোট ওজন ১১.৬২০ কেজি এবং এর আনুমানিক মূল্য ৬.১৫ কোটি টাকা। বিএসএফ জওয়ানদের ফাঁকি দিয়ে চোরাকারবারীরা বাংলাদেশ থেকে এই সোনার বিস্কুট ভারতে নিয়ে আসার চেষ্টা করছিল। মঙ্গলবার বিএসএফের দক্ষিণবঙ্গের মুখপাত্র ডিআইজি সুরজিত সিং গুলেরিয়া এই তথ্য জানিয়েছেন। গুলেরিয়া জানান, সোমবার গোপন সূত্রে খবর পেয়ে, আইসিপি পেট্রাপোলে যানবাহন চেকিংয়ের সময় ১৭৯ ব্যাটালিয়নের কর্মীরা বাংলাদেশ থেকে রফতানি পণ্য ছেড়ে ভারতে ফিরে আসা একটি সন্দেহজনক ট্রাককে আটকে তল্লাশি চালাতেই ৭০টি সোনার বিস্কুট ও তিনটি সোনার বার বাজেয়াপ্ত করে। যার বাজারমূল্য ৫.৯৮ কোটি টাকা। ঘটনায় ট্রাকচালক , উত্তর ২৪ পরগণার বনগাঁর বাসিন্দা রাজ মন্ডলকে আটক করা হয়েছে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে রাজ জানিয়েছে, এই ঘটনায় জড়িত রয়েছে সাহাবুদ্দিন মন্ডল (গ্রাম-খালিতপুর, বনগাঁ) ও পিন্টু (হালদারপাড়া, বনগাঁ)।

ভারী বৃষ্টি ও তুষারপাতে বন্ধ কেদারনাথ যাত্রা, বরফে ঢাকা পড়ল হিমাচল প্রদেশ

দেহরাদুন ও শিমলা, ২৪ মে (হি.স.) : প্রবল বৃষ্টি ও তুষারপাতের কারণে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে কেদারনাথ যাত্রা। দুর্যোগের আশঙ্কায় উত্তরাখন্ড সরকার কেদারনাথ যাত্রা সাময়িকের জন্য বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রুদ্রপ্রয়াগ সার্কেল অফিসার প্রমোদ ঘিলদিয়াল মঙ্গলবার সকালে জানিয়েছেন, প্রবল বৃষ্টি ও তুষারপাতের কারণে কেদারনাথ যাত্রা সোনপ্রয়াগে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ফাটা এবং গৌরীকুন্ড থেকে হেলিকপ্টার পরিষেবাও সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

অন্যদিকে, নতুন করে তুষারপাত হয়েছে হিমাচল প্রদেশে। মঙ্গলবার হিমাচল প্রদেশের লাহাউল-স্পিতি জেলার কোকসার ও কিলং-এ তুষারপাত হয়েছে। শ্বেতশুভ্র বরফের চাদরে ঢাকা পড়েছে পাহাড়। বারালাচা পাসে তুষারপাতের কারণে মানালি-লেহ হাইওয়েতে এদিন যানবাহন চলাচল বিঘ্নিত হয়েছে।

সদ্যোজাতকে "মৃত" ঘোষণা; পরে বেঁচে উঠল, রামবানের ঘটনায় তদন্ত শুরু

জম্মু, ২৪ মে (হি.স.): চিকিৎসায় গাফিলতি নিয়ে বারবার অভিযোগ ওঠে নানা হাসপাতালের বিরুদ্ধে। কিন্তু, এবার যা ঘটল তাতে চোখ কপালে উঠে যাবে। জন্ম নেওয়া সদ্যোজাতকে 'মৃত' ঘোষণা করে পরিবারের হাতে তুলে দিল জম্মু-কাশ্মীরের রামবান জেলার বানিহালের একটি সরকারি হাসপাতাল! শেষকৃত্যের জন্য নিয়ে যাওয়ার সময় বেঁচে ওঠে ছোট্ট শিশুটি। বানিহালের উপ জেলা হাসপাতালের ঘটনা। নবজাতককে "ভুল মৃত্যু ঘোষণা"-র তদন্ত করার জন্য ৪-সদস্যের প্যানেল গঠন করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই হাসপাতালের দুই নার্সকে বরখাস্ত করা হয়েছে।

সোমবার সকালে জন্ম নেওয়ার কিছু পরেই শিশুটিকে "মৃত" ঘোষণা করা হয় হাসপাতালের পক্ষ থেকে। শোকস্তব্ধ পরিবার শিশুটিকে শেষকৃত্যের জন্য নিয়ে যাচ্ছিল, এমন সময় শিশুটি নড়াচড়া করে।

সন্তান বেঁচে ওঠায় আনন্দের পাশাপাশি ক্ষোভে ফেটেও পড়েন বাশরাত আহমেদ গুজ্জর ও তাঁর স্ত্রী শামিনা বেগম, ক্ষোভপ্রকাশ করেন স্থানীয় বাসিন্দা, তাঁদের আত্মীয়রাও। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে তাঁরা বিক্ষোভ দেখান। মঙ্গলবার ব্লক মেডিক্যাল অফিসার রাবিয়া খান জানিয়েছেন, তদন্ত চলছে। হাসপাতালের দুই নার্সকে বরখাস্ত করা হয়েছে।

দূষণের বিরুদ্ধে একধাপ এগোল দিল্লি, ১৫০টি বৈদ্যুতিক এসি বাসের সূচনা করলেন কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ২৪ মে (হি.স.): রাজধানীতে দূষণের বিরুদ্ধে আরও একধাপ এগোল অরবিন্দ কেজরিওয়াল সরকার। মঙ্গলবার দিল্লিতে ১৫০টি বৈদ্যুতিক এসি বাসের সূচনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। কেজরিওয়াল জানিয়েছেন, 'দূষণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নতুন অধ্যায় লিখল দিল্লি।' মঙ্গলবার থেকেই দিল্লির রাস্তায় একসঙ্গে ১৫০টি বৈদ্যুতিক এসি বাস চলতে শুরু করেছে। পরিবেশ বান্ধব ১৫০টি বৈদ্যুতিক এসি বাস সূচনা করার পর দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল বলেছেন, 'আজ ১৫০টি বাস চালু করেছি আমরা, আগামী মাসে আরও ১৫০টি যুক্ত হবে। আমরা এক বছরের মধ্যে এই ধরনের ২০০০টিরও বেশি বাস চালু করার লক্ষ্য নিয়েছি। আগামী ১০ বছরে, দিল্লি সরকার ১৮৬২ কোটি টাকা ব্যয় করছে, কেন্দ্র এ জন্য ১৫০ কোটি দিচ্ছে।' কেজরিওয়াল এদিন আরও বলেছেন, 'বাড়িতে যখন নতুন কিছু আসে, তখন অনেক উৎসাহ থাকে। আজ দিল্লিবাসীদের জন্য নতুন বাস এসেছে। আমরা আগামী ৩ দিনের জন্য এই বাস পরিষেবা সবার জন্য বিনামূল্যে করেছি। দিল্লিবাসীকে অভিনন্দন।' এদিন আইপি এক্সটেনশন বাস ডিপো থেকে বৈদ্যুতিক এসি বাসে চড়ে রাজঘাট পর্যন্ত যান মুখ্যমন্ত্রী কেজরিওয়াল ও দিল্লির পরিবহণ মন্ত্রী কৈলাশ গেহলট।

NOTICE INVITING E-TENDER

E- Tender is invited for determining the single F.O.R. up to Main seed store of different Agri/ Horti Sub Division in the state of Tripura for supply of Black Pepper Rooted Cuttings of specified physical & health standard from the nursery man/firm having valid license of State Govt. under "Tripura Horticultural Nursery (Regulation)Act' 2013".

Sl. No.	Name of the Work	Tender Value (Rupees)	Earnest money (Rupees)	Completion of supply	Document download and Bid submission end date & time	Bid opening date	Place of Bidding
1	Supply of 4,40,000 Nos of Black Pepper Rooted Cuttings **Variety:-** Panniyur-1 /Karimunda	30,00,000/-	60,000/-	15 days	13.06.2022 at 5:30 PM	14.06.2022 at 3:00 PM	https://tripuratenders.gov.in

Eligible bidders shall participate in bidding only in online through website haps://tripuratenders.govin. Bidders are allowed to bid 24x7 until the time of Bid closing. The e-Procurement website will not allow any Bidder to attempt bidding after the scheduled date and time of Bid Submission. **Submission of bids physically is not permitted.**
Earnest Money deposit (EMD) of **Rs. 60,000/-**and Tender Fee of **Rs.1500/-** are to be paid in favour of Director, Horticulture & Soil Conservation, Tripura online in portal.
Bid(s) shall be opened through online by respective designated Bid openers on behalf of the Director, Horticulture & Soil Conservation, Tripura and the same shall be accessible by intending bidder through website https://tripuratenders.gov.in. For any enquiry please contact tmcelltripura@gmail.com.

(Dr. P.D.Jamatia)
Director
Horticulture & Soil Conservation, Tripura, Agartala

ICA-C-642-22

মঙ্গলবার শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স এর অক্ষয় তৃতীয় লাকি ড্র অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বিলোনীয়ায় প্রতারক আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া,২৪ মে।। নেতাজী পল্লী এলাকায় এক প্রতারক কে আটক করে এলাকার জনগন। ঘটনার বিবরনে জানা যায় মঙ্গলবার সকালে স্বপন দাস (৫০)নামে জনৈক এক ব্যাক্তি নেতাজী পল্লী এলাকায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে গিরিধারী চাঁদার জন্য যায় বাড়ির মহিলারা ওনার কাছে চাঁদার রসিদ চায় গিরিধারী মন্দির কোন জায়গায়। তিনি সঠিক কিছু বলতে পারছেনা। তারপরও চাঁদা দেওয়ার জন্য মহিলা যখন ঘরে যায় তখন সঙ্গে এই ব্যাক্তি নাকি ঘরে প্রবেশ করে বলে অভিযোগ এলাকা বাসীর,চাঁদা নেওয়ার আগে সে নাকি পাশে একটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র আছে সেখানে গিয়ে চাঁদা চায়এবং বাচ্চাদের ওনার কাছে আসার কথা বলে কোন কিছু জানতে চাওয়া হলে ঠিক ভাবে উত্তর দিচ্ছেনা । সে নাকি শিলচর থেকে আসে সকালের ট্রেনে বিলোনীয়ায় এধরণের অসংলগ্ন কথাবার্তা বলার পর এলাকা বাসীর সন্দেহ হয়। তৎক্ষনাৎ বিলোনীয়া থানায় খবর দেওয়া হলে পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায় এবং এলাকা বাসী এই ব্যাক্তিকে পুলিশের হাতে তুলে দেয়।

কদমতলায় তৃনমূলের একাধিক কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ২৪ মে।। দরজায় কড়া নাড়ছে উপ নির্বাচন। বিধানসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ প্রায় ঘনিয়ে।ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী পরিবর্তনের পর সবকটি বিরোধী রাজনৈতিক দল কোমড় বেঁধে মাঠে নেমে পড়েছে। বিরোধী দল বামফ্রন্ট সহ কংগ্রেস ও তৃনমূল কংগ্রেস গোটা রাজ্য জুড়ে দলীয় কর্মসূচিতে অংশ নিচ্ছে। নিজেদের ভিট মজবুতে মরিয়া সবকটি দল।তবে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পরিবর্তনের পর বিরোধী সবকটি রাজনৈতিক দল যেন বাড়তি অক্সিজেন পেল।মঙ্গলবার (২৪ মে) উত্তর জেলার ৫৪ কদমতলা কুর্তিকদমতলা বিধানসভা কেন্দ্রে তৃনমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে প্রথমবারের মতো একাধিক কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়।সানীয় নেতৃত্বদের উদ্যোগে এদিন দুপুর দুটো নাগাদ কদমতলা চন্দ্রকলা টাউন হলে এক কর্মী মভার আয়োজন করা হয়।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

চড়িলামে নেশা সেবনকারী আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৪ মে।। মঙ্গলবার দুপুরে চড়িলাম গরু বাজারে নেশা সেবনকারী এক যুবকে তুলে দেয়া হয় পুলিশের হাতে। চড়িলাম গরু বাজার সংলগ্ন ব্রিজের নিচে কোটা নেওয়ার সময় আটক এক ব্যাক্তি। এলাকার যুবকদের হাতে। চড়িলাম এলাকায় প্রত্যেকদিন নেশা সেবন করার জন্য আনাগোনা লক্ষ করা যায়।

এলাকার কিছু যুবক তাদের একান্ত প্রচেষ্টায় কিভাবে নেশার বিরুদ্ধে রুখে দেওয়া যায় একত্রিত হয়ে এই ধরনের অভিযান জারি রেখেছেন। চড়িলাম গরু বাজার ব্রিজের নীচ থেকে সুব্রত দেববর্মা নামে এক যুবককে আটক করে থানায় নিয়ে আসে।এমনকি জনতার হাত থেকে তাকে প্রাঁনে বাঁচায়।তার বাড়ি দক্ষিণ ধারিয়াথল এলাকায়। তাকে আটক খবর দেয় বিশালগড় থানায়। তবে বিশালগড় থানার পুলিশ ছুটে এসে গরুর বাজার সংলগ্ন এলাকা থেকে আটক করা যুবক সুব্রত দেববর্মাকে।সে পুলিশের কাছে জানায় দীর্ঘ চার বছর ধরে এই ধরনের ড্রাগস নিচ্ছেন। এ ধরনের ড্রাগস না নিলে সে চলাফেরা করতে পারে না। সেই কারণে প্রত্যেকদিনই বিশালগড় থানাদিন অফিসটিলা এলাকা থেকে এই ড্রাগস গুলি কিনে এনে নিজের শরীরে পোস্ট করেন। ঘটনা খবর পেয়ে বিশালগড় থানার এএসআই ধ্রুব গুহ নেশা সেবনকারী যুবককে বিশালগড় থানায় নিয়ে যায়। এখন দেখার পুলিশ কি ধরনের ভুমিকা পালন করে।

বিশালগড়ে ফ্রী বাইক পার্কিং জোনের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম,২৪ মে।। মঙ্গলবার সকালে বিশালগড় পৌর পরিষদের উদ্যোগ মোটর সাইকেল পার্কিং করার ব্যবস্থাপনার শুভ সূচনা করেন। এবার বিনামূল্যে বাইক পার্কিং এর ব্যবস্থা করেছে পুর পরিষদ। নিউ মার্কেটের বিপরীত প্রান্তে ফায়ার সার্ভিসের পাশে পুরনো তহশিল অফিসের ভূমিতে পার্কিং এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। মঙ্গলবা ফ্রী বাইক পার্কিং জোনের উদ্বোধন করেন সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসক বিশ্বশ্রী বি। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিশালগড় পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন অঞ্জন পুরকায়স্থ, বিশালগড় পুর পরিষদের কার্যনির্বাহী আধিকারিক প্রশান্ত বাদল নেগী প্রমুখ। দীর্ঘদিন ধরে বিশালগড় পুর পরিষদ এলাকায় যত্রতত্র বাইক পার্কিং এর কারণে যানজট সৃষ্টি হতো। বিশালগড় পুর পরিষদের উদ্যোগে যানজট মুক্ত শহর গড়ার লক্ষ্যে ফ্রী বাইক পারকিং জোন নির্মাণ হয়েছে। বিশালগড় পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন অঞ্জন পুরকায়স্থ বিশালগড় পৌরবাসীর কাছে আবেদন রাখেন নিউমার্কেটে এবং মাছ বাজারের সামনে যত্রতত্র বাইক পার্কিং না করার জন্য। এই ব্যাবস্থাপনাকে সাধুবাদ জানিয়েছেন বাজারের ক্রেতা এবং বিক্রেতা সকলেই।

কল্যাণপুরের মহিলা স্বনির্ভর দলের মুড়ি বানানোর মেশিন প্রদান করল কৃষি দপ্তর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ২৪ মে।। স্ব সহায়ক দল কে স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে এগিয়ে এলো কল্যাণপুর কৃষি দপ্তর।মঙ্গলবার কল্যাণপুর কৃষি দপ্তরে একটি সেলফ হেলফ গ্রুপ কে মুড়ি বানানোর মেশিন প্রদান করা হয়। ঐ স্বসায়ক দলের নাম জয় মা স্বরস্বতী স্বসহায়ক দল।১০ জন মহিলা মিলে এই স্বনির্ভর দল করে আসছেন। কল্যাণপুর কৃষি তত্বাবধায়ক জানান এই মেশিনের জন্য সুবিধাভোগী কে দিতে হয়েছে পনেরো হাজার টাকা আর সরকার দিয়েছে এক লাখ চল্লিশ হাজার টাকা। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কৃষি তত্বাবধায়ক সুশান্ত কুমার দেব ছাড়াও ব্লক চেয়ারম্যান সোমেন গোপ, ব্লক ভাইস চেয়ারম্যান রাজীব পাল, দক্ষিণ ঘিলাতলীর পঞ্চায়েত প্রধান এবং কৃষি সহ অধিকর্তা রূপক রায়। এই মুড়ি বানানোর মেশিন পেয়ে বেজায় খুশি মহিলারা। এখন থেকে অনায়েসেই মুড়ি প্যাকেটিং করে বাজারে বাজারে বিক্রি করতে পারবেন।

জনপ্রতিনিধি দ্বারা রাস্তায় মাটি ফেলাতে গৃহবন্দি পনেরোটি পরিবার

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৪ মে।। পঞ্চায়েত মেম্বার দ্বারা রাস্তায় মাটি ফেলে রাখায় দীর্ঘ আট মাস যাবৎ গৃহবন্দি পনেরোটি পরিবার। ছাত্র ছাত্রীদের পঠনপাঠন লাটে। সানীয় পঞ্চায়েতে বারংবার জানিয়েও কোন সুরাহা হয়নি।ঘটনা উত্তর ত্রিপুরা জেলার কদমতলা ব্লকাধীন সাতসঙ্গম গ্রাম পঞ্চায়েতের চার নং ওয়ার্ডের খুলিডর এলাকায়। জানা গেছে, ২০২১ সালের গত সেপ্টেম্বর মাসে খুলিডর এলাকার অনিল মালাকার থেকে সাধনা দেবের বাড়ি পর্যন্ত প্রায় চারশো মিটার গ্রামীণ মাটির রাস্তাটির উপর মাটি ফেলে দেয় স্থানীয় পঞ্চায়েত মেম্বার সহ অপর তিনজন ব্যক্তি।স্থানীয় বাসিন্দা সাধনা দেব অভিযোগ করে বলেন,চলতি অর্থবছরে মেম্বার সঞ্চিতা মালাকার, সঞ্জিত মালাকার, নারায়ন মালাকার ও অনুকূল মালাকার প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর পান।

যেহেতু ঐ এলাকা গ্রামীণ ও টিলা এলাকা, সেহেতু ঘর বানানোর জন্য বাড়ির মাটি কাটতে গিয়ে গ্রামীণ সড়কটির উপরে মাটি ফেলে দেন।তখন এলাকাবাসী অভিযোগ করলে তাদের আশ্বস্ত করা হয়, আপাতত মাটি ফেলা হলেও কিছু দিনের মধ্যে তারা রাস্তার উপর থেকে মাটি সরিয়ে দেবে। কিন্তু দীর্ঘ আট মাস পেরিয়ে গেলেও মাটি দিয়ে রাস্তাটি সম্পূর্ণ রূপে বন্ধ।তাই তার দাবি,রাস্তাটি উন্মুক্ত করে পাকা করে দেক সানীয় পঞ্চায়েত।এদিকে সানীয় বাসিন্দা সুব্রত দেব জানান,রাস্তাটি বন্ধের ফলে তাঁদের প্রচন্ড সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। কচিকাঁচা ছাত্র ছাত্রী থেকে শুরু করে সানীয় মানুষ যাতায়াত করতে পারছেন না। তাছাড়া ঐ রাস্তার পাশে পূর্ব খুলিডর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র রয়েছে,যা বর্তমানে রাস্তার কারনে মুখ থুবড়ে পড়েছে।

কলাবিতান মিউজিক কলেজের বর্ষপুর্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২৪ মে।। সোমবার বিলোনীয়া বনকর কলাবিতান মিউজিক কলেজের আয়োজিত বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় বিলোনীয়া পুরাতন টাউন হলে। এদিনের অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিলোনীয়া বিধায়ক অরুন চন্দ্র ভৌমিক। কলাবিতান মিউজিক কলেজের অনুষ্ঠানে পরিবেশনায় তিনি ভীষণ মুগ্ধ হন। তিনি অনুষ্ঠান মঞ্চে যে সকল শিল্পী তাদের শিল্প নৈপুন্য প্রদর্শন করেন তাতে তিনি আপ্লুত হয়ে অনুষ্ঠান মঞ্চে পুরস্কার ঘোষণা করেন। মঙ্গলবার বিকেলে বিলোনীয়া সার্কিট হাউসে একটি ছোট্ট অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে শিল্পী দের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে তিনি ব্যাক্তিগত ভাবে কলাবিতান স্কুলের ১২০ জন ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে সামান্য অর্থ পুরস্কার তুলে দেন। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অরুন চন্দ্র ভৌমিক, কাউন্সিলর অনুপম চক্রবর্তী,ছিলেন কলাবিতানের কর্নধার জীবেশ দেবও ওনার সহ ধর্মিনী বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পি ঝুমুর রানী দেব সহ অভিবাবক ও বিশিষ্ট গুনিজনদের উপস্থিতর মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

শ্মশানঘাটের উন্নয়নে কোটি টাকা বরাদ্দ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মে।। একের পর এক উন্নয়নের শিখরে পৌঁছাচ্ছে গোটা রাজ্য তৎসঙ্গে তেলিয়ামুড়া শহরও। এক কোটি এগারো লক্ষ তেইশ হাজার টাকা ব্যায়ে নির্মিত হবে তেলিয়ামুড়া মহা শ্মশানঘাটে বিদ্যুৎ চুল্লি স্থাপনের জন্য রাজ্য বিধানসভার মুখ্য সচেতক তথা তেলিয়ামুড়া বিধায়িকা কল্যাণী রায় মঙ্গলবার জায়গা পরিদর্শনে আসেন। পরিদর্শন কালে বিধায়িকা"র সাথে ছিলেন তেলিয়ামুড়া পৌর পরিষদের পৌর পিতা রূপক সরকার,পূর্ত দফতরের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার গোলক্ত জমাতিয়া সহ এই নির্মাণ কাজের বরাত পাওয়া ঠিকাদার হারান দাস সহ অন্যান্য'রা।

এ প্রসঙ্গে বিধায়িকা জানিয়েছেন, সদ্য প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের সময়কালে এই কাজের জন্য বরাত দেওয়া হয়েছিল এবং অর্থ মঞ্জুর করা হয়েছিল। ইতিমধ্যেই ওয়ার্ক অর্ডার এবং টেন্ডার হয়ে গেছে। মঙ্গলবার জায়গা পরিদর্শন করে জায়গার পরিমাপ করা হচ্ছে, আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই নির্মাণ কাজ শুরু হবে। তেলিয়ামুড়া মহাশ্মশান ঘাটে বিদ্যুতিক চুল্লি বসানো হলে তেলিয়ামুড়া বাসীর যেমন সুবিধা হবে ঠিক তেমনি শবদেহ সৎকার করতে মানুষজনদের সময়ও বাঁচবে।

বৃষ্টিতে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি কৃষকদের কপালে চিন্তার ভাঁজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৪ মে।। ভারী বর্ষণে কৃষকদের কৃষিক্ষেতে জল জমে কৃষকদের মাথায় চিন্তার ভাঁজ।এমনই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করা গেল মঙ্গলবার তেলিয়ামুড়া মহকুমা কৃষি দপ্তরের অধীনে বাইশগরিয়া এলাকায় গিয়ে।

জানা যায়, সঠিক জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা না থাকায় দীর্ঘ সময় কৃষিক্ষেতে জল জমে থাকার ফলে এলাকার কৃষকদের কৃষি ক্ষেতের ফসলের গাছে পচন ধরতে শুরু করে দিয়েছে। এতে করে কৃষকদের ফসল বাজারজাত করার ক্ষেত্রে বেশ ক্ষতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে বলে জানায় এক কৃষক। আগামী দিনেও তাদের বেশ ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে বলে জানায় স্থানীয় এক কৃষক। কৃষকদের সঙ্গে কথোপকথনে তারা আরো জানায়,, ,, দীর্ঘ ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে জল সেচ করার মেশিন চালিয়ে বিপুল অর্থ ব্যয় করে তাদের কৃষিক্ষেত্রে জমে থাকা জল অন্যত্র ফেলতে হচ্ছে। এতে করে তাদের যেমন মোটা অংকের টাকা খরচ হচ্ছে সেই সঙ্গে সময়েরও অপচয় হচ্ছে।

এখন এলাকার কৃষকদের মধ্য থেকে দাবি উঠতে শুরু করে দিয়েছে অতিদ্রুত যাতে দপ্তরের তরফ থেকে তাদের কৃষিক্ষেতে জমে থাকা জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়।

নিগমের

● প্রথম পাতার পর

পুর নিগম বাড়ির মালিকদের নোটিশ দিয়েছে। তাতে, অনেকেই ইতিবাচক সাড়া দিয়েছেন। কিন্তু, নোটিশ পাওয়ার পরও এমন অনেক বাড়ির মালিক রয়েছেন তাঁরা রাস্তায় ফেলে রাখা নির্মাণ সামগ্রী সরিয়ে নেননি।

তিনি বলেন, নোটিশ দেওয়া সত্বেও কোন পদক্ষেপ না নেওয়ায় আজ সদর মহকুমা প্রশাসনকে সঙ্গে নিয়ে আগরতলা পুর নিগম জল নিষ্কাশনি ব্যবস্থা যেখানেই বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে সেখানে উচ্ছেদ অভিযান চালিয়েছে। সদর মহকুমার ডিসিএম সুমঙ্গল দে বলেন, সরকারী জমিতে বেআইনি নির্মাণ জল নিষ্কাশনি ব্যবস্থাকে মারাত্মকভাবে প্রভাব ফেলেছে। ভারী বর্ষণে আগরতলা জলমগ্ন থেকেছে দীর্ঘ সময় ধরে। তাই, আজ বাধ্য হয়ে প্রশাসন কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছে।

রাজনৈতিক

● প্রথম পাতার পর

দুটি প্যানেল গঠন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যাতে ধীরে ধীরে নির্বাচনী পরাজয়ের পরে এগিয়ে যাওয়ার উপায় নিয়ে আলোচনা করা হয়।কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধীর নেতৃত্বে রাজনৈতিক বিষয়ক গোষ্ঠীর অন্যান্য নাম হল মল্লিকার্জুন খার্গ, অম্বিকা সোনি, দিগ্বিজয় সিং, কেসি ভেনুগোপাল এবং জিতেন্দ্র সিং। টাস্ক ফোর্সে পি চিদাম্বরম, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ভাদ্রা, মুকুল ওয়াসনিক, জয়রাম রমেশ, কেসি ভেনুগোপাল, অজয় মাকেন এবং রণদীপ সুরজেওয়ালা রয়েছেন।

গ্রেটার

● প্রথম পাতার পর

এডিসির ক্ষমতায়ন সম্ভব। যেটা আমরা দীর্ঘদিন ধরে দাবি করে আসছি।

সোমবার সিপিআইএম রাজ্য কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল যেখানে বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, ২০২৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে সাংগঠনিক বিষয়গুলি, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের অযাচিত সুযোগ-সুবিধা সহ বেশ কয়েকটি আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আগামী ২৫ মে থেকে শুরু হয়ে জুলাই পর্যন্ত একগুচ্ছ কর্মসূচির আয়োজন করা হবে যার মধ্যে রয়েছে- জেলা শাসকদের কাছে ডেপুটেশন, সিআইটিইউ রাজ্য সম্মেলন, ত্রিপুরায় এডিসির সংবিধান সমাধানের জন্য রাজভবন অভিযান, সাধারণ মানুষের মুখোমুখি স্থানীয় সমস্যার বিষয়ে ব্লক অফিসে ডেপুটেশন। আগামী দুই মাসের মধ্যে ৬০টি বিধানসভা কেন্দ্রে জনসমাবেশ, মিছিল বা জনসভার আয়োজন করা হবে।

সাংবাদিক সম্মেলনে জীতেন্দ্র চৌধুরী আরও জানিয়েছেন, রাজ্য কমিটির বৈঠকে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একজন বিধায়ক হয়ে অযাচিত সুযোগ সুবিধা ভোগ করছেন সেই বিষয়েও আলোচনা হয়েছে।

সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছে, রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং গণতন্ত্র পুনরুজ্জীবিত করার লক্ষ্যে, সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক বলেছেন যে পাঁচটি বামপন্থী রাজনৈতিক দল ২৫ মে থেকে আগামী ৩১ মে পর্যন্ত পাঁচ দফা দাবির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবে। আগামী ২৮-২৯ মে সিটুর রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। জিএমপি এবং টিওয়াইএফ আগামী ১১ জুন এডিসিকে আরও ক্ষমতা প্রদান করে একটি সাংবিধানিক সমাধানের দাবিতে রাজভবন অভিযান পরিচালনা করবে।

ড্রাগসের নেশায় চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মে।। তেলিয়ামুড়া থানাধীন বেশ কয়েকটি এলাকায় চুরি কান্ডের ঘটনা ঘটছে। আর তার নেপথ্যে রয়েছে ড্রাগসের করালগ্রাসে আসক্ত একাংশ যুবসমাজ। কয়েকদিন বাদে বাদেই তেলিয়ামুড়া শহরের বিভিন্ন জায়গায় চুরি ঘটনা ঘটেই চলছে। জানা গেছে, নেশার করালগ্রাসে আসক্ত যুবক নিতাই দে ওরফে পেট্রোল প্রতিনিয়তই ড্রাগস সেবন করে থাকে। আর এই ড্রাগস -এর কৌটা কিনার জন্য প্রতিনিয়ত চুরি করে থাকে নিতাই দে। বাড়ির মালিকের অনুপুস্থিতির সুযোগ নিয়ে নিতাই দে ওরফে পেট্রোল তেলিয়ামুড়া থানাধীন রাজনগর এলাকার বাসিন্দা শংকর সাহা পরিবারের লোকেদের অনুপুস্থিতিতে ঘরের পেছন দিক ভেঙে টিভি চুরি করে।

শংকর সাহা বাড়িতে এসে দেখতে পায় তার ঘরের ঘরের পেছন দিক ভেঙে এবং টিভিসহ বিভিন্ন সামগ্রী চুরি করে নিয়ে ।এলাকায় খবরা খবর নিয়ে জানতে পারে বিগত কিছুদিন পূর্বে তেলিয়ামুড়া রাজনগর এলাকার বাসিন্দা ড্রাগসের করাল গ্রাসে আসক্ত যুবক নিতাই দে তার চুরি যাওয়া ওই টিভি নিয়ে ঘোরাফেরা করছিল বিক্রি করার উদ্দেশ্যে। শংকর সাহা -এ খবর পেয়ে মঙ্গলবার নিতাই দে কে জিজ্ঞাসাবাদ করে। জিজ্ঞাসাবাদের পর জানতে পারে রাজনগর এলাকায় জনৈক এদিকে নিতাই দে জানায়, ড্রাগস কিনার জন্যেই সে চুরি করেছে শংকর সাহা বাড়ি থেকে। পড়ে এলাকাবাসীরা গণধোলাই দিয়ে চুরি যাওয়া টিভি সমেত পুলিশের হাতে তুলে দেয় দাগি চোর তথা ড্রাগস সেবনকারী নিতাই দে -কে।

এদিকে রাজনগর এলাকা থেকে অভিযোগ,নেশা সেবন সেবন এবং বিক্রয় কারীরা গোটা এলাকা -কে অভিশপ্ত বানিয়ে তুলছে। আর গোটা এলাকার যুবসমাজ দিনের পর দিন নেশার করালগ্রাসে আসক্ত হয়ে অন্ধকারে নিমজ্জিত হচ্ছে।

তবে প্রত্যেকবারই এলাকাবাসীদের তরফ থেকে নেশা কারবারি এবং নেশা সেবনকারীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি থাকলেও, কোনো এক অজ্ঞাত কারণে পার পেয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন অসামাজিক কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িত ওই একাংশ যুব সমাজ। এদিকে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ ঘটনার সঙ্গে জড়িত অন্যান্যদের ধরার জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছে বলে খবর।

অবরোধ

● প্রথম পাতার পর

গ্রামবাসীরা কয়েকবার গৌরনগর ব্লকের বিডিও, ঊনকোটি জেলার জেলাশাসক, কৈলাসহরের মহকুমাশাসককে জানালেও আধিকারিকদের পক্ষ থেকে আশ্বাস দেওয়া হয় তবে কাজের কাজ কিছুই হয়নি। পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে কোনো ধরনের ভুমিকা না নেওয়াতে প্রশাসন কোনো ধরনের পদক্ষেপ নিতে পারছে না। ইদানীং দুই তিন দিন বৃষ্টি হওয়ায় রাস্তার অবস্থা আরও খারাপ হয়ে গেছে। তাই মঙ্গলবার গ্রামবাসীরা সকাল এগারোটা থেকে কালেরকান্দি এলাকায় টিলাবাজার-রাংগাউটি রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। রাস্তা অবরোধের খবর পেয়ে ইরানি থানার বিশাল পুলিশ এবং টি.এস.আর বাহিনী অবরোধস্থলে হাজির হন। দুপুর দুইটা নাগাদ ঊনকোটি জেলাশাসক অফিসের আধিকারিকরা অবরোধস্থলে হাজির হয়ে জানায় যে, পঞ্চায়েতকে বারবার বলার পর পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে কোনো ধরনের ভুমিকা না নেওয়া হলে জেলাশাসক বিএডি ফান্ডের অর্থে এই রাস্তা করে দেওয়া হবে। এই আশ্বাস পাবার পর অবরোধকারীরা অবরোধ প্রত্যাহার করে নেয়।

সংকট

● প্রথম পাতার পর

ঠিক না থাকায় এই সঙ্কট দেখা দিয়েছে। মঙ্গলবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন করে জানান অল ত্রিপুরা এল পি জি ডিসট্রিবিউটারস এ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক। তিনি জানান শিলচর থেকে কিছু কিছু সাহায্য পাওয়া যায়। কিন্তু তাতেও পরিস্থিতি সামাল দেওয়া যাচ্ছে না। গ্রাহকরা যাতে আতঙ্কিত না হয় তার জন্য এই সাংবাদিক সম্মেলন বলে জানান তিনি। খাদ্য দপ্তরকে এই বিষয়ে অবগত করা হয়েছে বলেও জানান তিনি।

চাকরীর দাবীতে

● প্রথম পাতার পর

নিয়োগ করছে না। বেকার ফার্মাসিস্টদের নিয়োগের ক্ষেত্রে কেন এ ধরনের তালবাহানা শুরু হয়েছে সেই প্রশ্ন তুলেছে তারা।

অবিলম্বে যাতে মন্ত্রিসভর সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হয় এবং বেকার ফার্মাসিস্টদের নিয়োগ করা হয় সেই দাবিতে মঙ্গলবার স্বাস্থ্য অধিকর্তা কার্যালয়ের সামনে প্রতিবাদ বিক্ষোভ প্রদর্শনের পাশাপাশি স্বাস্থ্য অধিকর্তা কাছে স্মারকলিপি তুলে দেওয়া হয়েছে। অবিলম্বে তাদেরকে নিয়োগ করা না হলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবে বলে জানিয়েছে।

উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

করে প্রাথমিকভাবে অস্ব

ঘরোয়া ফুটবলে কিছুটা ঘর গোছালো ব্লাডমাউথ, আনন্দভবন ও এনএসআরসিসি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মে।। ঘরোয়া ফুটবলের দলবদল পর্ব চতুর্থ দিন অতিক্রান্ত হয়েছে। ইতিমধ্যে প্রত্যাশিত সংখ্যক ফুটবলার-ই সামিল হয়েছেন দলবদলের আঙিনায়। চতুর্থ দিনে আজ অনেকটা ঘর গুছিয়ে নিয়েছে ব্লাডমাউথ ক্লাব ও আনন্দ ভবন। নেতাজি সুভাষ রিজিওনাল কোচিং সেন্টারও দলবদলে মঙ্গলবার একাধিক ফুটবলারকে সই করিয়েছে। চতুর্থ দিনে, মঙ্গলবার ২০ জন ফুটবলার দলবদলে মনস্থির করে কোনও ক্লাবের হয়ে খেলবে বলে সই করেছেন। এ পর্যন্ত চার দিনে ৭৭ জন ফুটবলার দলবদলে সামিল হয়েছেন। উল্লেখ্য, ঘরোয়া ক্লাব ফুটবলের দলবদল পর্বের চতুর্থ দিন অর্থাৎ মঙ্গলবার দলবদলে অংশ নিলেন যারা তারা হলেন, খাতুঙ দেববর্মা ত্রিবেনি থেকে এন এস আরসিসিতে। শুভঙ্কর দেব বর্মা ইউবিএসটি থেকে এন এস আরসিসিতে। রাহুল দেব ভারত রত্ন থেকে আরসিসিতে। অপরদিকে জনসন মারাক ,শান্তনু দেববর্মা, সোহেল দেববর্মা, রোহিত দেববর্মা, হরীশ ত্রিপুরা ইউবিএসটি থেকে আনন্দ ভবনে সই করলেন। একই দিনে ব্লাডমাউথ ক্লাবে সই করলেন ঝুটন দেব, কল্যাণ সমিতি থেকে, চন্দন দাস , রাবুল আওয়াল, মাসুম আহমেদ ত্রিবেনি থেকে গেলেন। আবু বক্কর মিয়া ইউবিএসটি থেকে ব্লাডে গেল। সাহু জমাতিয়া ও সাগর জমাতিয়া আনন্দভবন থেকে গেল ব্লাডমাউথে। অনন্ত জমাতিয়া, কুসং জমাতিয়া আনন্দ ভবনে রয়ে গেলেন। রাজসাধন জমাতিয়া, শিব শংকর জমাতিয়া গেলেন নবোদয় থেকে ব্লাডমাউথে। খাতাঙ্গ দেববর্মা ইউবিএসটি থেকে গেলেন আনন্দ ভবনে। মোটকথা, ঘর কিছুটা গুছিয়ে নিলো ব্লাডমাউথ ক্লাব এবং আনন্দ ভবন ক্লাব।

৩ ম্যাচে ৩৩ গোল হজম করে ত্রিপুরা নামধারী দলের বিদায়

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মে।। তিন ম্যাচে তেত্রিশ গোল। জাতীয় হকি থেকে বিদায় ত্রিপুরা নামধারী দলের। চারদলীয় গ্রুপ লীগে চতুর্থ স্থান অর্থাৎ তালিকার শেষে নাম লিখিয়ে খেলোয়াড়দের এবার ঘরে ফেরার পালা। ত্রিপুরা রাজ্য দলের হয়ে খেলেছেন তবে খেলা শেষে ত্রিপুরায় ফিরতে হবে না। কেননা রেজিস্ট্রিকৃত ১৮ জন হলেও ত্রিপুরা নামধারী রাজ্য দলের একজন খেলোয়ারও ত্রিপুরার নয়। সবাই ভিন রাজ্যের। ত্রিপুরার নামকে ব্যবহার করে উর্ধতন কর্তাব্যক্তিদের থেকে এন.ও.সি নিয়ে এমনভাবে খেলার প্রচলন কয়েক বছর ধরেই বিদ্যমান। ফলস্বরূপ এমনটাই হয়েছে। ত্রিপুরার নামে ডজন ডজন গোল হজম করে তালিকার সর্বশেষে স্থান করে নিয়েছে। আজ মঙ্গলবার গ্রুপ লিগে নিজেদের শেষ ম্যাচে হরিয়ানার কাছে ১৪ গোলে হেরে অনেকেই মাঠ থেকে সোজা স্টেশনমুখো হতে পেরেছেন, ঘরে ফেরার জন্য। গত শনিবারেও অনেকটা একইভাবে কেরালার কাছে ১১ গোলে হেরে পয়েন্টের পাশাপাশি নাম-যশ দুই-ই হারিয়েছে। গত বুধবারে গ্রুপ লীগে নিজেদের প্রথম ম্যাচে ১-৮ গোলে হেরেছিল মনিপুরের কাছে। উল্লেখ্য, ১৭ মে থেকে তামিলনাড়ুল কোবিলপট্টি-তে ১২-তম হকি ইন্ডিয়া জুনিয়র পুরুষ ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপ শুরু হয়েছিল। ৩০ দলীয় এই আসরে মূল পর্ব অর্থাৎ কোয়ার্টার ফাইনালের ম্যাচ শুরু হবে আগামীকাল, বুধবার থেকে। বলাবাহুল্য, ইতিমধ্যে উত্তরপ্রদেশ, চন্ডিগড়, হরিয়ানা, অরুণাচল প্রদেশ, পাঞ্জাব, ঝাড়খন্ড ও কর্ণাটক কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে নিয়েছে। উড়িষ্যা ও দাদরা-নগর-হাবেলীর লিগের খেলা তখনও চলছে। এতে বিজয়ী দলই শেষ আটে পৌছুবে। ২৭ মে সেমিফাইনাল ম্যাচ এবং ২৯ মে ফাইনাল ম্যাচ হওয়ার কথা রয়েছে।

ফরাসি ওপেনের প্রথম রাউন্ডে জিতেই উইম্বলডনের উদ্দেশে তোপ দাগলেন জোকোভিচ

উইম্বলডনে খেলতে গেলেও ব্যক্তিগত ভাবে কোনও লাভ হবে না নোভাক জোকোভিচের। র‍্যাঙ্কিং পয়েন্ট পাবেন না তিনি। এটিপি আগেই জানিয়েছে, রাশিয়া এবং বেলারুশের খেলোয়াড়দের নির্বাসিত করার প্রতিবাদে উইম্বলডনে কোনও র‍্যাঙ্কিং পয়েন্ট থাকবে না। ফলে প্রায় ২০০০ র‍্যাঙ্কিং পয়েন্ট হারাতে চলেছেন জোকোভিচ। যদিও ফরাসি ওপেনে প্রথম রাউন্ডের ম্যাচ জিতে তিনি বলে দিয়েছেন, "উইম্বলডনে অবশ্যই খেলতে যাব।" কিন্তু অল ইংল্যান্ড ক্লাবের সিদ্ধান্তেরও তীব্র প্রতিবাদ করেছেন তিনি। স্পষ্ট বলেছেন, "ওরা যেটা করেছে সেটা ভুল।" সোমবার প্রথম রাউন্ডে জাপানের ইয়োশিহিতো নিশিয়োকাকে ৬-৩, ৬-১, ৬-০ গেমে হারান জোকোভিচ। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে খেলতে দেওয়া হয়নি তাঁকে। ফলে এটাই তাঁর কাছে বছরের প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যাম। প্রথম ম্যাচে জোকোভিচকে দেখে মনে হয়েছে, যথেষ্ট ভাল ছন্দে রয়েছেন। চোট নিয়েও খেলে চলা রাফায়েল নাদালকে টক্কর দিতে তৈরি তিনি। কিন্তু ম্যাচের পর উইম্বলডনের সিদ্ধান্ত নিয়ে অত্যন্ত বিরক্ত। তিনি বলেছেন, "ব্যক্তিগত ভাবে এই সিদ্ধান্তের নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে আমার উপরে। আমি এটা ভেবে খুশি যে সবাই এটিপির সিদ্ধান্তের পক্ষে দাঁড়িয়েছে। যদি কোনও ভুল কেউ করে থাকে, তা হলে তার ফলও ভুগতে হবে। এ ক্ষেত্রে উইম্বলডনও দেখুক ওদের সিদ্ধান্তের পরিণতি কী হতে পারে।" জোকোভিচ জানিয়েছেন, খেলোয়াড়দের নির্বাসিত না করে অন্য কোনও ভাবেও বিষয়টির সমাধান হতে পারত। কিন্তু অল ইংল্যান্ড ক্লাবের তরফে সেই চেষ্টাই করা হয়নি। তাঁর কথায়, "কিছু দিন আগে ব্রিটিশ সরকার ওদের কিছু প্রস্তাব দেয়। কিন্তু ওরা কারওর সঙ্গে আলোচনাই করেনি। রাশিয়া এবং বেলারুশের কোনও খেলোয়াড়ের সঙ্গে কথা বলে জিজ্ঞাসা করেনি ওরা কী পরিস্থিতিতে রয়েছে। তাই আমার মতে, এটা ওদের ভুল সিদ্ধান্ত। আমি কোনও মতেই সমর্থন করি না।" এ দিকে, গত বারের মহিলাদের বিজয়ী বারবোরা ক্রেচিকোভা প্রথম রাউন্ডেই বিদায় নিয়েছেন। ফ্রান্সের ডায়ানা পেরি তাঁকে হারিয়েছেন ১-৬, ৬-২, ৬-৩ গেমে। প্রাক্তন চ্যাম্পিয়ন স্ট্যানিসলাস ওয়ারিঙ্কাও হেরে গিয়েছেন। তাঁকে ২-৬, ৬-৩, ৭-৬, ৬-৩ গেমে হারান কোরেন্টিন মৌটেট।

শান্তিরবাজারে চ্যালেঞ্জার ট্রফি জমজমাট রবিশঙ্করের ব্যাটিংয়ে রেক্স ক্লাব জয়ী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মে।। শান্তিরবাজারে চ্যালেঞ্জার ট্রফি ক্রিকেট জমজমাট। শান্তিরবাজার ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত এই টুর্নামেন্ট ঘিরে এলাকায় যথেষ্ট উৎসাহ ও উদ্দীপনার বাতাবরণ তৈরি হয়েছে। মঙ্গলবারে এক গুরুত্বপূর্ণ ও উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। খেলা ছিল তুইকর্মা যুব ক্লাব বনাম রেক্স ক্লাবের মধ্যে। তারকা সম্মৃদ্ধ রেক্স ক্লাব এতে জয়ের ধারা অব্যাহত রেখেছে। দুর্দান্ত জয় পেয়েছে ৭ উইকেটের ব্যবধানে। বাইখোরা স্কুল গ্রাউন্ডে সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে তুইকর্মা যুব ক্লাব প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু ব্যাটার্স-দের ব্যর্থতায় একদিকে যেমন দীর্ঘক্ষন উইকেটে টিকে থাকা সম্ভব হয়নি, অপরদিকে স্কোরবোর্ডেও তেমন চ্যালেঞ্জিং স্কোর গড়তে পারেনি। ২৮.৪ ওভার খেলে সবকটি উইকেট হারিয়ে তুইকর্মা যুব ক্লাব ১০৭ রানে ইনিংস গুটিয়ে নেয়। দলের পক্ষে ইংল্যান্ড রিয়াংয়ের ৩৬ রান এবং শুভঙ্কর রিয়াংয়ের ১৭ রান উল্লেখযোগ্য। রেক্স ক্লাবের বোলার কিষান মুরাসিং ১২ রানে, অনন্ত মুরাসিং ২৫ রানে এবং রবিশঙ্কর মুরাসিং ৩২ রানে তিনটি করে উইকেট তুলে নেয়। সন্দীপ মুরাসিং পেয়েছে একটি উইকেট। জবাবে ব্যাট করতে নেমে রেক্স ক্লাব ১৭ ওভার খেলে তিন উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। রবিশংকর মুরাসিং-এর অনবদ্য ব্যাটিং দলকে জয় এনে দেয়। রবিশঙ্কর ৩৮ মিনিট উইকেটে থেকে, ৩৬ বল খেলে ৯ টি বাউন্ডারি ও পাঁচটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে অপরাজিত ভূমিকায় ৭১ রান সংগ্রহ করে দলকে জয় এনে দেয়। এছাড়াও কিষান মুরাসিং ১৬ রান এবং অমল রিয়াং ১০ রান পায়। তুইকর্মা যুব ক্লাবের জিতেন্দ্র রিয়াং দুইটি এবং রূপশঙ্কর রিয়াং একটি উইকেট পেয়েছে। রেক্স ক্লাব ৭ উইকেটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছে।

উদয়পুরে প্রসেনজিৎ স্মৃতি ক্রিকেটে কিল্লা বরককে হারিয়ে রাজারবাগ জয়ী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মে।। উদয়পুরে প্রসেনজিৎ স্মৃতি সিনিয়র ক্রিকেট টুর্নামেন্ট জমজমাট। উদয়পুর ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত এই টুর্নামেন্ট ঘিরে এলাকায় যথেষ্ট উৎসাহ ও উদ্দীপনার বাতাবরণ তৈরি হয়েছে। মঙ্গলবারে এক গুরুত্বপূর্ণ ও উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। খেলা ছিল কিল্লা বরক কোচিং সেন্টার বনাম রাজারবাগ প্লে সেন্টারের মধ্যে। তারকা সম্মৃদ্ধ রাজারবাগ প্লে সেন্টার এতে জয়ের ধারা অব্যাহত রেখেছে। দুর্দান্ত জয় পেয়েছে ৫ উইকেটের ব্যবধানে। উদয়পুরের জামজুড়ি মাঠে সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে কিল্লা বরক কোচিং সেন্টার প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু ব্যাটার্স-দের ব্যর্থতায় একদিকে যেমন দীর্ঘক্ষন উইকেটে দাঁড়ানো সম্ভব হয়নি, অপরদিকে স্কোরবোর্ডেও তেমন চ্যালেঞ্জিং স্কোর গড়তে পারেনি। ৩৮ ওভার খেলে সবকটি উইকেট হারিয়ে কিল্লা বরক কোচিং সেন্টার ১২৯ রানে ইনিংস গুটিয়ে নেয়। দলের পক্ষে অজিত জমাতিয়ার ৪৭ রান এবং বেঞ্জামিন জমাতিয়ার ২৯ রান উল্লেখযোগ্য। রাজারবাগ প্লে সেন্টারের বোলার রানা দত্ত ১৫ রানে এবং কমল দাস ১৯ রানে তিনটি করে উইকেট তুলে নেয়। সম্রাট সূত্রধর, সৌরভ দাস, কৃতি দীপ্ত দাস ও করণ দে পেয়েছে একটি করে উইকেট। জবাবে ব্যাট করতে নেমে রাজারবাগ প্লে সেন্টার ১৭.২ ওভার খেলে ৫ উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। কৃতি দীপ্ত দাস-এর অনবদ্য ব্যাটিং দলকে জয় এনে দেয়। কৃতি দীপ্ত ৫৭ মিনিট উইকেটে থেকে, ৫৭ বল খেলে ৯ টি বাউন্ডারি ও ২টি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে অপরাজিত ভূমিকায় ৬৬ রান সংগ্রহ করে দলকে জয় এনে দেয়।

এছাড়াও ওপেনার প্রদীপ দাস ২৫ রান এবং দেবব্রত পাল ১৩ রান পায়। কিল্লা বরক কোচিং সেন্টারের কিশোর জমাতিয়া ও দেবভক্ত জমাতিয়া দুইটি করে এবং অজিত জমাতিয়া একটি উইকেট পেয়েছে। রাজারবাড প্লে সেন্টার ৫ উইকেটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছে।

পরের বছর আইপিএলে কোহলীদের সঙ্গেই থাকবেন, জানিয়ে দিলেন ডিভিলিয়ার্স নিজেই

আগামী বছর আবার আইপিএলে দেখা যাবে এবি ডিভিলিয়ার্সকে। ২০২১ সালে আইপিএল থেকে অবসর নেওয়া দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন ক্রিকেটার নিজেই জানিয়েছেন এ কথা। কিন্তু কোন ভূমিকায় আইপিএলে ফিরবেন তা জানাননি ডিভিলিয়ার্স। আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরের হয় দীর্ঘ দিন খেলেছেন ডিভিলিয়ার্স। চলতি মরসুমেই বেঙ্গালুরু তাঁর অবদানকে স্বীকৃতি জানিয়ে তাঁকে সম্মানিত করেছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের ব্যাটার ক্রিস গেলের সঙ্গেই ডিভিলিয়ার্সকে দেওয়া হয়েছে হল অব ফেম। সে সময়ই বিরাট কোহলী ইঙ্গিত দেন, আগামী

বছর আইপিএলে আবার দেখা যাবে ডিভিলিয়ার্সকে। দীর্ঘ দিন আইপিএলের এক দলে খেলার সুবাদে কোহলী এবং ডিবিলিয়ার্স ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ডিভিলিয়ার্স বলেছেন, "কোহলী নিশ্চিত করেছে জেনে ভাল লাগছে। কিন্তু সত্যি বলতে আমরা এখনও কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারিনি। তবে এটা ঠিক আগামী বছর আইপিএলে আমি ওদের সঙ্গে থাকব। আমার ভূমিকা কী হবে জানি না। আইপিএল আবহের অভাব ভীষণ ভাবে অনুভব করছি।" ডিভিলিয়ার্স আরও বলেছেন, "শুনেছি পরের বছর কিছু খেলা বেঙ্গালুরুতেও হবে। তা হলে আমি আমার দ্বিতীয় বাড়িতে ফিরতে পারব। সেটা দারুণ হবে। চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামের ভর্তি গ্যালারি দেখতে পাব। ওখানে ফিরতে পারলে ভাললাগবে। সে দিকেই তাকিয়ে আছি।" ২০১১ সালে বেঙ্গালুরু ফ্র্যাঞ্চাইজিতে যোগ দেন ডিভিলিয়ার্স। ২০২১ সালের নভেম্বরে অবসর ঘোষণা করেন আইপিএল থেকে। আইপিএলের ফ্র্যাঞ্চাইজিটি দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন এই ব্যাটারকে নিজেদের সদস্য হিসেবেই দেখে।

বিরাট, রোহিত বড় ক্রিকেটার, ছন্দ খারাপ হতেই পারে: সৌরভ

বেশ কিছু বছর ধরে শতরান নেই বিরাট কোহলীর ব্যাটে। শেষ বার শতরান এসেছিল ইডেনেই। সেই ইডেনেই এ বার আইপিএলের প্লে-অফ খেলতে নামবেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক। বুধবার রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর বনাম লখনউ সুপার জায়ান্টসের ম্যাচের আগে আশার কথা শোনালেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। মঙ্গলবার ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান বললেন, "রোহিত, বিরাট বড় মাপের ক্রিকেটার। ওরা ঠিক ছন্দ খুঁজে পাবে। এটা নিয়ে চিন্তা করার কিছু নেই। মাঝে মাঝে এরকম হতেই পারে।" সৌরভের কাছে জানতে চাওয়া হয় ঋষভ পন্থ সম্পর্কেও। আইপিএলে বার বার ডিআরএস নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন তরুণ উইকেটরক্ষক। কখনও নিশ্চিত আউটে ডিআরএস নেননি, আবার কখনও ভুল ডিআরএস নিয়েছেন। সৌরভ বললেন, "খেলতে গেলে ভুল হবেই। মহেন্দ্র সিংহ ধোনির সঙ্গে পন্থের তুলনা করা উচিত নয়। ধোনির অভিজ্ঞতা অনেক। পন্থকে সেই সময়টা দিতে হবে।" এ বারের আইপিএলে বেশ কিছু নতুন ক্রিকেটার নজর কেড়েছে বলে মনে করেন সৌরভ। তিনি বলেন, "তিলক বর্মা, উমরান মালিক, আবেশ খান, মহসিন খানরা ভাল খেলেছে।" প্রতি আইপিএল থেকেই এমন কিছু ভবিষ্যতের ক্রিকেটার উঠে আসা নিয়ে খুশি সৌরভ। একটি ধূপ বিপণন সংস্থার অনুষ্ঠানে মঙ্গলবার উপস্থিত ছিলেন সৌরভ। সেখানেই ভারতীয় দলের দুই ক্রিকেটার সম্পর্কে আশ্বাস দেন তিনি।

রঞ্জির দল ঘোষণা করল মুম্বই, নেতা পৃথ্বী, বাদ রহাণে

আইপিএলের মাঝেই রঞ্জি ট্রফির কোয়ার্টার ফাইনালের জন্য দল ঘোষণা করে দিল মুম্বই। নকআউটে মুম্বই দলের নেতৃত্ব দেবেন পৃথ্বী শ। আগামী ৬ জুন থেকে বেঙ্গালুরুতে নকআউট পর্বের ম্যাচ শুরু হতে চলেছে। মুম্বই খেলবে উত্তরাখণ্ডের বিপক্ষে। সোমবার ২১ জনের দল বেছে নেওয়া হয়েছে। সেই দলে নেই অজিঙ্ক রহাণে। তাঁর চোট রয়েছে। পাশাপাশি আইপিএলেও আহামরি কিছু করে দেখাতে পারেননি। নেওয়া হয়েছে সরফরাজ খানকে। কারণ দিল্লি ক্যাপিটালসের হয়ে এ বার ভাল খেলেছেন তিনি। দুই তরুণ ব্যাটার আরমান জাফর এবং যশস্বী জায়সবালও সুযোগ পেয়েছেন দলে। অভিজ্ঞ উইকেটকিপার হিসাবে নেওয়া হয়েছে আদিত্য তারেকে। বোলিং বিভাগে জায়গা পেয়েছেন ধবল কুলকার্নি। এ ছাড়া রয়েছেন শামস মুলানি এবং তুষার দেশপাণ্ডে। শ্রেয়স আয়ারকে নেওয়া হয়নি। কারণ দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলতে ব্যস্ত থাকবেন তিনি।

কোহলীদের আইপিএল দলের প্রাক্তন কোচ এ বার যোগ দিলেন অস্ট্রেলিয়ায়

পড়শি দেশের প্রাক্তন ক্রিকেটারকে কোচ করে আনল অস্ট্রেলিয়া। মঙ্গলবার সে দেশের ক্রিকেট বোর্ড ঘোষণা করেছে, নিউজিল্যান্ডের ড্যানিয়েল ভেট্টোরি অস্ট্রেলিয়ার নতুন সহকারি কোচ হচ্ছেন। কোচ অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ডকে সাহায্য করবেন তিনি। ম্যাকডোনাল্ডের সঙ্গে ভেট্টোরির বন্ধুত্ব অনেক আগে থেকেই। বিরাট কোহলীর দল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরে এর আগে একসঙ্গে কাজ করেছেন দু'জনে। ভেট্টোরি আরসিবি-তে খেলার পাশাপাশি কোচও ছিলেন। পুরনো সেই জুটিই আবার অস্ট্রেলিয়া দলে দেখা যেতে চলেছে। নতুন দায়িত্ব নিয়ে ভেট্টরি বলেছেন, "খুব শক্তিশালী এবং ঐক্যবদ্ধ একটা দল আমার হাতে রয়েছে। আশা করি আমরা সাফল্য পাব।" জাস্টিন ল্যাঙ্গার পদত্যাগ করার পর সহকারি কোচ ম্যাকডোনাল্ডকেই কোচ বানিয়ে দেওয়া হয়। ফলে সহকারি কোচের পদটি ফাঁকাই ছিল। সেই জায়গা পূরণ করলেন ভেট্টোরি। নিউজিল্যান্ডের হয়ে ১১৩টি টেস্ট এবং ২৯৫টি এক দিনের ম্যাচ খেলেছেন তিনি। অস্ট্রেলিয়ায় যোগ দিলেও তিনি 'দ্য হানড্রেড'-য়ে বার্মিংহ্যাম ফিনিক্সেরও কোচ থাকছেন তিনি। অ্যাশেজে জিতলেও অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটাররা খুশি ছিলেন না ল্যাঙ্গারের কোচিং নিয়ে। তাঁদের দাবি ছিল, প্রয়োজনের তুলনায় বড্ড বেশি কঠোর প্রাক্তন ওপেনার। দলের চাপে কোণঠাসা হয়ে অ্যাশেজের পরেই পদত্যাগ করেন ল্যাঙ্গার।

The Executive Engineer, Samagra Shiksha, Agartala, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate two bi system e-tender from the eligible Contractors/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWTJ/Railway/Otht State PWD up to 3.00 P.M. on 13/06/2022 for the following work:

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	Construction of 4 unit CWSN Toilet during the year 2021 -22 at Dasda Panisagar and Jubarajnagar Blocks North Tripura District under Samagra Shiksha Scheme of Secrndary Education. **DNIeTNO: *06/EE/ENGG.CELL/ Samagra/2022 23*** **PNIeT NO: *06/EE/ENGG.CELL/ Samagra/2022-23***	Rs. 10,20,000.00	Rs. 20,400.00	5 (Five) Months	Up to 15.00 Hrs on 13/06/2022	At 14/06/2022 on 11.00 hrs	https:// tripuraten- ders.gov.in	Appropriate Class
2	Construction of 4 unit CWSN Toilet during the year 2021 -22 at Kadamtala and Kalacherra Blocks North Tripura District under Samagra Shiksha Scheme of Secrndary Education. **DNIeTNO: 07/EE/ENGG. CELL/ Samagra/2022-23** **PNIeT NO: 07/EE/ENGG. CELL/Samagra/2022-23**	Rs. 10,20,000.00	Rs. 20,400.00	5 (Five) Months	Up to 15.00 Hrs on 13/06/2022	At 14/06/2022 on 11.00 hrs	https:// tripuraten- ders.gov.in	Appropriate Class

All details can be seen in Press Notice & Bid Documents for the works on website **https:/ /tripuratenders.gov.in** at free of cost. No negotiation will be conducted with the lowest bidder.

ICA-C-652/22

Sd/- (Er. S. Debbarma)
Executive Engineer
Samagra Shiksha, Tripura

NOTICE INVITING QUOTATION

The Block Development Officer, Padmabil R.D Block , Khowai District invites sealed cover "QUOTATION"(s) from the owner(s)/Organization(s)/Firm(s) for hiring of 01(one) no. Maruti Eeco (2020 model or higher model with A/C) white colour for using at Block Development Officer (BDO) Padmabil R.D Block office, Khowai Tripura for monitoring and supervising of MGNREGS and other Developmental Schemes. The detail of quotation can be collected from the office of Block Development Officer, Padmabil R.D Block or can also be downloaded from the website of **https:// khowai.nic.in** or **https://tripura.gov.in** .

sd/-
Block Development Officer
Padmabil R.D Block

ICA-C-655-22

No.F.1 (120)-CEX (N)/2022/86 **Dated:- *20/05*/2022**

ABRIDGED NOTICE INVITING E-TENDER FOR THE SETTLEMENT OF RETAIL VEND OF COUNTRY LIQUOR SHOP FOR THE FINANCIAL YEAR 2022-23 UNDER NORTH TRIPURA DISTRICT

It is hereby notified for general information that e-tender is invited for settlement of **07(seven) nos. retail vend of Country Liquor shops** under North District for the financial year 2022-23 as per provision of Rule 154 read with Rule 22 and Rule 29A of the Tripura Excise Rule, 1990(as amended time to time) and subject to fulfillment of terms and condition as required under the Tripura Excise Act.1987 made there under as mentioned from time to time, through e-procurement web-site of the Government of Tripura (https://tripuratenders.gov.in).
Intending tenderer shall submit e-tender addressed to the Collector of Excise, North District, Dharmanagar. The bids shall be uploaded/ submitted by the bidders within 21 **(twenty one) days** from the date of publication of e-tender in the e-procurement web-site of the Government of Tripura (https://tripuratenders.gov.in).
The other details related to e-tender can be seen and obtained from the e-procurement portal (https//tripuratenders.gov.in) and office Notice Board of the office of the Collector of Excise, North Tripura District, Dharmanagar.
Corrigendum/addendum, if any will be published only on the albove website.

Sd/- Illegible
Collector of Excise,
(DM & Collector)
North Tripura District, Dharmanagar.

ICA-C-646/22

রাজ্যভিত্তিক নজরুল জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন

২৬শে মে, ২০২২

ত্রিপুরা সরকার
বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর

কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে-

"বসে আঁকো প্রতিযোগিতা"

২৬ মে, ২০২২, সকাল ১১টা ৩০ মিনিট
রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন প্রাঙ্গণ
'অংশ গ্রহণে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রাক্-প্রাথমিক স্তর থেকে নবম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা'

সান্ধ্য কবি তর্পণ অনুষ্ঠান

আলোচনা ও সাংস্কৃতিক পর্ব

*** ২৬ মে, ২০২২, * বিকাল ৫টা * রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন (১নং প্রেক্ষাগৃহ)**

উদ্বোধক তথা প্রধান অতিথিঃ রতন লাল নাথ, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ত্রিপুরা।
ঃ শ্রী দীপক মজুমদার,
মাননীয় মেয়র, আগরতলা পুর নিগম
ঃ ড. অরুণোদয় সাহা, চেয়ারম্যান,
রাজ্য উচ্চশিক্ষা পর্ষদ এবং প্রাক্তন উপাচার্য, ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়।
ঃ ডাঃ পি. কে. গোয়েল, আই.এ.এস, সচিব, শিক্ষা দপ্তর, আগরতলা, ত্রিপুরা।

বিশেষ অতিথি **ঃ জনাব আরিফ মোহাম্মাদ,**
সহকারী হাইকমিশনার, বাংলাদেশ
সহকারী হাইকমিশন, আগরতলা, ত্রিপুরা।
ঃ শ্রী এন. সি. শর্মা, অধিকর্তা, উচ্চশিক্ষা দপ্তর ও রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ।

সভাপতি **ঃ শ্রীমতি চাঁদনী চন্দ্রন,** আই.এ.এস, অধিকর্তা, মধ্যশিক্ষা ও বুনিয়াদী শিক্ষা অধিকার, ত্রিপুরা।

সাংস্কৃতিক পর্বে অংশ গ্রহণ করবেন বাংলাদেশ থেকে আগত আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন নজরুলগীতি শিল্পী বদরুন্নেসা ডালিয়া ও এ. কে. এম. শাহিদ কবীর। এছাড়া বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকশিক্ষিকাদের দ্বারা পরিবেশিত হবে নজরুল নৃত্য ও নজরুল গীতির শ্রদ্ধাঞ্জলী।

অনুষ্ঠানে সবার সাদর আমন্ত্রণ।

তারিখ ঃ- ২৩/০৫/২০২২

(চাঁদনী চন্দ্রন, আই.এ.এস)
অধিকর্তা
মধ্যশিক্ষা ও বুনিয়াদী শিক্ষা অধিকার

ICA-D-292/22

বুধবার আর কে পুর মন্ডলের পৃষ্টা প্রমুখদের সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিপর্যস্ত ডিমা হাসাও জেলা পরিদর্শনে অসমের মুখ্যমন্ত্রী

হাফলং(অসম), ২৪ মে(হি. স.) : প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের বিপর্যস্ত ডিমা হাসাও জেলা সদর হাফলঙে মঙ্গলবার ঝটিকা সফরে করেছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। মঙ্গলবার সকাল ১০টা নাগাদ বায়ু সেনার হেলিকপ্টারে তিনি হাফলং এসে সোজা চলে যান ধ্বসের ফলে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হাফলং-লঙ্কা সংযোগী সড়কে সরকারি বাগান এলাকায়। তারপর সেখান থেকে তিনি লোয়ার হাফলং হাইস্কুল ও নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আশ্রয় শিবির পরিদর্শন করেন এবং গৃহহারাদের সঙ্গে মত বিনিময় সেরেছেন। সেই সঙ্গে তিনি হাফলঙের পার্শবর্তী হোকাইপুঞ্জি গ্রামে ভূমি ধ্বসে নিহত তিন জনের পরিবারের খোঁজ নেন এবং সরকারী সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, রাজ্য ও কেন্দ্র সরকার প্রাকৃতিক দূর্যোগের কবলে পড়া ডিমা হাসাও জেলাকে সব ধরণের সাহায্য প্রদান করবে। তিনি জানান, আগামী ২৭ মে কেন্দ্রীয় সরকারের এক প্রতিনিধি দল ডিমা হাসাও জেলার ক্ষতিগ্রস্থ এলাকা পরিদর্শন করে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের কাছে এক প্রতিবেদন দাখিল করবে। তিনি বলেন, প্রাকৃতিক বিপর্যয় নিয়ে ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে আলোচনা করেছেন এবং ভারী বর্ষণে ভূমিধসে যে বৃহৎ ক্ষতি হয়েছে তা সারিয়ে তুলতে সব ধরনের সাহায্য করবেন।

তাঁর দাবি, আগামী দুই একদিনের মধ্যে রাজ্য সরকার জেলার বিধ্বস্ত সড়ক গুলি মেরামতি করে তোলার জন্য অর্থ বরাদ্দ করবে এবং বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনিয়াররা এসে সব কিছু খতিয়ে দেখবেন। তিনি বলেন, বন্যায় জলসিঞ্চন বিভাগের বিভিন্ন প্রকল্প ও জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের প্রকল্প গুলি বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছে। ভেঙ্গে পড়েছে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা। তাই এগুলি পুনরায় সচল করে তুলতে সংশ্লিষ্ট বিভাগ গুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, ভারী বর্ষণে জেলার সড়ক পথ সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে। অনেক স্থানেই পুনরায় সড়ক নির্মান করার চিন্তা বেড়ে গেছে। ওইসব জায়গায় সড়ক নির্মান প্রায় অসম্ভব হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গত এক দশকে অসমের এই পাহাড়ি জেলাকে যে ভাবে তৈরি করা হয়েছিল তা শেষ হয়ে গেছে। তাই এবার পাহাড়ি জেলাকে পুনঃ নির্মান করতে সব ব্যবস্থাই গ্রহন করবে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার।

মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি দল ডিমা হাসাও জেলা সফর করে গিয়ে প্রাকৃতিক দূর্যোগের কবলে পরে পাহাড়ি জেলার ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে প্রতিবেদন দাখিল করার পর মন্ত্রিসভার বৈঠকে প্রয়োজনীয় অর্থের মঞ্জুরী দেবে রাজ্য সরকার। তিনি জানান, বর্তমানে যেভাবে বায়ু সেনার হেলিকপ্টারে খাদ্য সামগ্রী পাঠানো হচ্ছে তা অব্যাহত থাকবে। যেখানে প্রয়োজন সেখানে বায়ু সেনার হেলিকপ্টার দিয়ে পেট্রল ডিজেল সহ খাদ্য সামগ্রী পাঠানো হবে।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা হাফলং আবর্ত ভবনে উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদ কর্তৃপক্ষ, জেলা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন, স্বাস্থ্য, লোক

জায়গা দখলমুক্ত করতে গিয়ে প্রকাশ্যে মারপিট, পাল্টা মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৪ মে।। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ পেয়ে নিজের দোকান ঘরের জায়গা দখলের মুক্ত করতে পারেনি বলে অভিযোগ। জায়গা দখল মুক্ত করতে প্রকাশ্যে বিবাদ। পুলিশের সামনেই বিবাদের জেরে হাতাহাতি। থানায় মামলা, পাল্টা মামলা। ঘটনা তেলিয়ামুড়া থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে তেলিয়ামুড়া বাজারে।

জানা যায়, দীর্ঘ দিন ধরেই তেলিয়ামুড়া বাজারের পাল ব্রাদার্স নামের ওই ভ্যারাইটিজ দোকানের জায়গা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে মামলা চলছিল সুপ্রিম কোর্টে। অভিযোগ মূলে জানা যায়, জনৈক তেলিয়ামুড়া রাজনগর এলাকার বাসিন্দা মৃত অশোক শংকর দেব ছিলেন বর্তমান পাল ব্রাদার্স নামের ওই ভ্যারাইটিজ দোকানের জায়গার বৈধ মালিক। কিন্তু অশোক শংকর দেবের ছেলে মেয়েদের অভিযোগ পাল ব্রাদার্স -এর মালিক কর্তৃপক্ষ অবৈধভাবে তাদেরকে জায়গা দখল করে ব্যবসা করছে দীর্ঘদিন ধরে। অশোক শংকর দেবের পরিবারের তরফে জানানো হয়, এ বিষয়ে আদালতে একটি মামলাও করা হয় এবং পরবর্তীতে সুপ্রিম কোর্টে এই মামলার শুনানি হয়। তারপরেও আদালতের নির্দেশিকা কে অমান্য করে পাল ব্রাদার্স কর্তৃপক্ষ দোকানের জায়গা জবরদখল করে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ।

অশোক শংকর দেবের ছেলে-মেয়েরা পাল ব্রাদার্সের অবৈধ দখল করে রাখা ওই জায়গাটি বর্তমানে বিক্রি করে নেতাজি নগর এলাকার বাসিন্দা রেনু লাল রায় নামের জনৈক এক ঠিকাদারের নিকট।

অন্যদিকে পাল ব্রাদার্স নামের ওই ভ্যারাইটিজ দোকানের মালিকের তরফে জানানো হয় ১৯৬৮ ইং সাল থেকে তাদের বাবা মৃত গৌরাঙ্গ চন্দ্র পাল দোকানের জায়গাটির দখলের মাধ্যমে ব্যবসা করে আসছে। তাদের দাবি, তাদের কাছে নাকি জায়গার দখল পরচাও রয়েছে। গৌরাঙ্গ চন্দ্র পালের পরিবার তরফে জানানো হয় যে বর্তমানে জায়গা সংক্রান্ত বিষয়ে একটি মামলা চলছে আদালতে। কিন্তু তাদের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নরসিংগড় স্কুলে প্রধান শিক্ষককে ডেপুটেশন এসএফআই'র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মে।। এস এফ আই মোহনপুর বিভাগীয় কমিটির পক্ষ থেকে মঙ্গলবার নরসিংগড় দ্বাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কাছে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে। বিভাগীয় কমিটির সম্পাদক শিব শংকর সাহার নেতৃত্বে প্রধান শিক্ষকের কাছে দাবি সনদ তুলে দেওয়া হয়। ডেপুটেশন শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মোহনপুর বিভাগীয় কমিটির সম্পাদক শিব শংকর সাহা বলেন বর্তমান সরকার শিক্ষাকে আধুনিকরণের নামে বিদ্যা জ্যোতি প্রকল্পে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে অর্থ আদায় করে চলেছে। সরকারের এ ধরনের সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে ছাত্রসংগঠন এস এফ আই।

বিদ্যা জ্যোতি প্রকল্পে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে যে অর্থ আদায় করা হয়েছে তা অবিলম্বে ফেরত দেওয়ার জন্য তারা জোরালো দাবি জানিয়েছে। এই প্রকল্পে অর্থ আদায়ের প্রবণতা বন্ধ করার জন্য তারা রাজ্য সরকার এবং শিক্ষা দপ্তরের কাছে অনুরোধ জানিয়েছে। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা না হলে এসএফআই ছাত্র স্বার্থে বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবে বলেও জানিয়েছে। শুধু মোহনপুর মহকুমাতেই নয় রাজ্যের সর্বত্র এসএফআই এ ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করেছে বলে জানানো হয়েছে।

মধ্য শিক্ষা পর্ষদের এক্সাম কমিটি ও সিলেবাস কমিটির যৌথ বৈঠক অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মে।। ত্রিপুরা মধ্য শিক্ষা পর্ষদের এক্সাম কমিটি ও সিলেবাস কমিটির যৌথ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় মঙ্গলবার। এইদিন মধ্যশিক্ষা পর্ষদের কনফারেন্স হলে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রী রতন লাল নাথ, মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি, শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। মন্ত্রী রতন লাল নাথ বলেন করোনার প্রকোপের কারনে গত বছর কিছু কিছু সিলেবাস কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এই বছর এখনো পর্যন্ত করোনার কোন প্রকোপ নেই। তাই সিবিএসই-কে অনুসরণ করে কিভাবে রাজ্যের ছাত্র-ছাত্রিদের গুনগত শিক্ষা দেওয়া যায়, তার জন্য সিলেবাস কি হওয়া উচিত এই সকল বিষয় নিয়ে এইদিনের বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষা নীতি চালু হওয়ার পর থেকে শিক্ষা ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম পরিবর্তন আনা হয়েছে। যদিও জাতীয় শিক্ষা নিতির অনেক কিছু আগেই ত্রিপুরা রাজ্যে করা হয়েছে। তবে এইদিনের বৈঠকের মূল উদ্দেশ্য বিদ্যালয় স্তরে ২০২২-২৩ শিক্ষা বর্ষের সিলেবাস নির্ধারণ করা।

পরিকাঠামো সমস্যায় ধুকছে মাইগঙ্গা স্কুল

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৪ মে।। দীর্ঘ দিন ধরে নানা ধরনের পরিকাঠামোগত সমস্যায় ভুগছেন বিদ্যালয়টি। ঘটনা মাইগঙ্গা সুকান্ত দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়'টি রাজ্য সরকারের বিদ্যা-জ্যোতি প্রকল্পের আওতায় অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু বিদ্যালয়"টি সেই বহুকাল থেকেই বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত। এতে করে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে ছাত্র-ছাত্রী থেকে শুরু করে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের এমনটাই অভিযোগ অভিভাবক মহলের।

জানা যায়, রাজ্য সরকারের বিদ্যা-জ্যোতি প্রকল্পের আওতায় এই বিদ্যালয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে মাত্র কিছুদিন হলো। কিন্তু বিদ্যালয়টি সেই প্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত। বিদ্যালয়টিতে নেই বাউন্ডারি ওয়াল, বিদ্যালয়ের পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত, বৈদ্যুতিক পাখা গুলো শ্রেণিকক্ষের উপরে ঝুলে থাকলেও সেগুলো জগদম্বার মতো। তাছাড়া বিদ্যালয়টির মূল সমস্যা হলো বিদ্যালয়টি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিক থেকে অনেকটাই পিছিয়ে।

বিদ্যালয়টিতে বাউন্ডারি ওয়াল না থাকার ফলে রাতের অন্ধকারে বিদ্যালয়ের মাঠে বসানো টিউবওয়েল তুলে নিয়ে যায় কে বা কাহারা, এই ঘটনা একবার কিংবা দুবারের নয়, চার থেকে পাঁচবার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ওএনজিসি এলাকায় দুই গাড়ির সংঘর্ষে গুরুতর আহত চারজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মে।। মঙ্গলবার ওএনজিসি সংলগ্ন এলাকায় আগরতলা জাতীয় সড়কে দুটি গাড়ির মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষে ৪ জন গুরুতর ভাবে আহত হয়েছেন। দুর্ঘটনার পর পরই স্থানীয় লোকজন দমকল বাহিনীকে খবর দেন। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর জওয়ানরা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। আহতদের ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে আমতলী থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে।

এদিকে দুর্ঘটনার পরপরই স্থানীয় জনগন এগয়ে এসে আহতদের উদ্ধার করার কাজে হাত লাগান বলে জানা যায়। দমকল বাহিনীর জওয়ানরা ঘটনাস্থলে ছুটে আসলে আহতদের উদ্ধার করে দমকল বাহিনীর গাড়িতে স্থানীয়রাই তুলে দিয়েছেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ি দুটির চালক দ্রুত গতিতে গাড়ি চালানোর ফলেই নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করতে না পারায় এই ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। এলাকাবাসী অভিযোগ করেছেন জাতীয় সড়কে অত্যন্ত দ্রুত বেগে যানবাহন চলাচল করে। যানবাহনের গতি নিয়ন্ত্রণ এর জন্য প্রশাসনের তরফ থেকে কোনো ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে না বলেও অভিযোগ। সে কারণেই জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনার মাত্রা দিনের পর দিন বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। দুর্ঘটনায় প্রাণহানি এবং আহতের ঘটনায় ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে।

বিজেপি এসসি মোর্চার নেতৃত্বরা সাক্ষাৎ করেন সাংসদ রেবতী ত্রিপুরার সাথে। ছবি নিজস্ব।

জিবি হাসপাতালে হাতেনাতে আটক চোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মে।। মঙ্গলবার জিবি হাসপাতাল চিকিৎসারত এক মহিলার কাছ থেকে টাকা ব্যাগ ছিনতাই করে পালিয়ে যাওয়ার সময় আটক হয়েছে চোর। চিকিৎসাধীন রোগিনীর কাছ থেকে টাকার ব্যাগ ছিনতাই করে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে হাসপাতালে চিকিৎসারত রোগী ও তাদের পরিবারের লোকজন চিৎকার করেন।

বিষয়টি দায়িত্বপ্রাপ্ত বেসরকারি নিরাপত্তাকর্মীদের নজরে আসে। বেসরকারি নিরাপত্তা কর্মীরা পালিয়ে যাওয়ার সময় ওই চোরকে হাতেনাতে আটক করতে সক্ষম হয়। উত্তেজিত জনতা আটক চোরকে উত্তম-মধ্যম দেয়। তাতে সে অল্প বিস্তর আহত হয়। বেসরকারি নিরাপত্তা কর্মীরা আটক চোরক আটকে রেখে জিবি ফাড়ির পুলিশকে খবর দেয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে এবং আটক চোরকে থানায় নিয়ে যায়। তার বিরুদ্ধে মামলা গ্রহণ করেছে পুলিশ।

উল্লেখ্য যে হাসপাতালে প্রায়ই এ ধরণের চুরি ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে চলেছে। রাজ্যের প্রধান হাসপাতাল জিবিতে দূর-দূরান্তের রোগীরা উন্নত চিকিৎসার জন্য ছুটে আসেন। ওইসব মানুষের কাছ থেকে টাকা পয়সা চুরি ছিনতাই করে চলেছে চোরের দল। স্বাভাবিক কারণেই জিবি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য আসা রোগী ও তাদের পরিবারের লোকজনদের নিরাপত্তা নিয়ে আবারও নতুন করে প্রশ্ন করতে শুরু করেছে। জিপি হাসপাতালে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার দাবি উঠেছে।

বিশালগড়ে ঠাকুর ঘরে চুরি স্বর্ণালংকার লুট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মে।। বিশালগড় এর রঘুনাথপুরে শতবর্ষ পুরানো পদ্মার বাড়ির ঠাকুর ঘরে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। সোমবার রাতে চোরের দল ঠাকুর ঘরের গ্রিলের দরজা ভেঙ্গে ভেতরে প্রবেশ করে ঠাকুরের সোনা গয়না সহ অন্যান্য মূল্যবান জিনিসপত্র চুরি করে নিয়ে গেছে। মঙ্গলবার সকালে ঠাকুর ঘরে পুজো দিতে এসে পুরোহিত গ্রিলের দরজা ভাঙা দেখতে পান। সঙ্গে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

টিএমসির চেয়ারম্যানকে ডেপুটেশন কর্মচারী সংঘের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মে।। ত্রিপুরা মেডিকেল এন্ড নার্সিং কলেজ কর্মচারী সংঘের পক্ষ থেকে মঙ্গলবার ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজের চেয়ারম্যানকে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে। ডেপুটেশন ও স্মারকলিপির উল্লেখযোগ্য বিষয় গুলির মধ্যে রয়েছে রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের মত ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজে কর্মরত কর্মচারীদের সপ্তম বেতন কমিশন চালু করতে হবে। নিয়মিত মহার্ঘ ভাতা প্রদান করতে হবে। অবসর গ্রহণের পর পেনশন চালু করতে হবে।

ডেপুটেশন ও প্রদান শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ভারতীয় মজদুর সংঘের রাজ্য সভাপতি শংকরদেব বলেন ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজে কর্মরত কর্মচারীরা নানাভাবে অবহেলা ও বঞ্চনার শিকার হচ্ছেন। তাদেরকে সরকারি কর্মচারীর মত বেতন ভাতা সহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে না। সম কাজে সম বেতন প্রদান সহ অন্যান্য দাবি পূরণের জন্য ভারতীয় মজদুর সংঘের পক্ষ থেকে ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে জোরালো দাবি জানানো হয়েছে। ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজের চেয়ারম্যান ডঃ রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সংগঠনের পক্ষ থেকে দাবি সনদ তুলে দেওয়া হয়।

ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজের চেয়ারম্যান ডঃ পীড়ায় দাবি কথা স্বীকার করে এ বিষয়ে ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে ত্রিপুরা মেডিকেল এন্ড নার্সিং কলেজ কর্মচারী সমিতির নেতৃবৃন্দের আশ্বস্ত করেছেন। সংগঠনের পক্ষ থেকে অবশ্য বলা হয়েছে এসব বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে যেতে বাধ্য হবেন। তবে তারা আশা ব্যক্ত করেছেন কর্তৃপক্ষ তাদের ন্যায্য দাবি পূরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে বলে তারা আশাবাদী।

২৬ মে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হবে নজরুল জয়ন্তী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মে।। অন্যান্য বছরের ন্যায় এই বছরও রাজ্য ভিত্তিক নজরুল জয়ন্তী পালন করা হবে ২৬ মে। নজরুল জয়ন্তী উপলক্ষ্যে ২৬ মে সকালে অনুষ্ঠিত হবে অঙ্কন প্রতিযোগিতা। ইতিমধ্যে প্রায় ১৫০০ শিশু এই অঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার জন্য নাম নথিভুক্ত করেছে। মঙ্গলবার এক সাক্ষাৎকারে এই সংবাদ জানান মন্ত্রী রতন লাল নাথ। তিনি আরও জানান ২৬ মে বিকালে অনুষ্ঠিত হবে পুরুস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান, আলোচনা চক্র ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। আলোচনা চক্রে শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ ছাড়াও রাজ্যের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদরা অংশগ্রহণ করবে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য বাংলাদেশের বিশিষ্ট দুইজন নজরুল শিল্পিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে বলে জানা যায়। পাশাপাশি ৩১ মে জাতীয় শিক্ষা নীতির অংশ নিপুন ভারতকে ত্রিপুরা রাজ্যে নিপুন ত্রিপুরা নামে চালু করা হবে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা এই নিপুন ত্রিপুরার চালু করবেন। এই দুইটি অনুষ্ঠানকে সামনে রেখে ইতিমধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে বলে জানান শিক্ষা মন্ত্রী।

সিআইটিইউর রাজ্য কার্যালয়ে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মে।। সি আই টি ইউর ১৫তম রাজ্য সম্মেলনকে সামনে রেখে মঙ্গলবার সি আই টি ইউর রাজ্য কার্যালয়ে এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। রক্তদান শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। শিবিরে কৃষক শ্রমিক দিনমজুর নির্মাণ শ্রমিক সহ অন্যান্যরা রক্ত দান করেন। উল্লেখ্য আগামী ২৮এবং ২৯ শে মে দু'দিনব্যাপী সি আই টি ইউর পঞ্চদশ তম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। রাজ্য সম্মেলনকে সামনে রেখেই এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে।

রক্তদান শিবির এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার সি আই টি ইউ একটি সামাজিক কর্মসূচি ভূয়শী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন সাধারণত ছাত্র-যুব সহ অন্যান্য সংগঠনগুলি ধরনের রক্তদান শিবির সংগঠিত করে থাকে। রক্তদান শিবির সংগঠিত করতে গিয়ে বাম ছাত্র যুব সংগঠন সহ অন্যান্যরা বর্তমান সরকারের আমলে নানাভাবে আক্রান্ত ও বাধা প্রাপ্ত হয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। এসব বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করেও রক্তদানের মতো সামাজিক কর্মসূচি থেকে বাম ছাত্র যুব সংগঠন সহ অন্যান্য সংগঠনগুলি এগিয়ে চলেছে। প্রসঙ্গক্রমে বিরোধীদলীয় নেতা বলেন ছাত্র যুব সংগঠন গুলো যেভাবে রক্তদান শিবির সংগঠিত করে চলেছে সেইভাবে শ্রমিক সংগঠনের পক্ষে রক্তদান শিবির সংগঠিত করা খুবই কঠিন ব্যাপার।

কেননা শ্রমিকদের সংগঠিত করে রক্তদানে শামিল করা সহজ বিষয় নয়। মঙ্গলবার সিআইটি ইউর রাজ্য সম্মেলন কে সামনে রেখে যে রক্তদান শিবির সংগঠিত করা হয়েছে তাতে কৃষক দিনমজুর নির্মাণ শ্রমিক সহ অন্যান্যরা রক্তদানে এগিয়ে এসেছেন। যারা এধরনের রক্তদান শিবিরের শামিল হয়েছেন তাদের সুস্বাস্থ্য কামনা করেছেন বিরোধী দলনেতা। আগামী দিনেও এ ধরনের সামাজিক কর্মসূচিতে শামিল হওয়ার জন্য তিনি আহ্বান জানিয়েছেন। সি আই টি ইউ আয়োজিত রক্তদান শিবির বিরোধী দলনেতা নজিরবিহীন বিষয়ে বলেও উল্লেখ করেছেন। এদিন রক্তদান শিবিরকে কেন্দ্র করে শ্রমিক অংশের মানুষের মধ্যে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

বুধবার আগরতলায় সিআইটিইউর রাজ্য কার্য্যালয়ে রক্তদান শিবির ঘুরে দেখেন বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। ছবি নিজস্ব।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।